কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক

পি. তংকপ্পন নায়র

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায়

এম. এল. দে এণ্ড কোং
৫, ভূপেন বোস এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রথম প্রকাশ :

লক্ষ্মীপূজা : ১৩৭১

প্রচ্ছদ : শ্রীহারাধন ঘোষ

কল্যাণী প্রিণ্টার্স ১/২, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে
মুদ্রিত ও তপন মুখার্জী এবং মানিকলাল দে, ৫নং ভূপেন বোস
এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪ হইতে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

অনেক দিনের একটা ইচ্ছে বা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত হোল 'কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক' নামে বইখানি প্রকাশিত হয়ে। যতদূর অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া সম্ভব তাতে মনে হয়েছে, কলকাতা নামের উৎপত্তি, পূর্ব ইতিহাস বা জবচার্নক পরিকল্পিত কলকাতা ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। এই ধরণের একটি বিশেষ কাজে কোন রকম লোকশ্রুতি, গল্পগাথা অথবা অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোথাও কোন পরিচ্ছেদ রচিত হয়নি। কলকাতা বিষয়ক এই বিশেষ তথ্য পরিবেশনের জন্যে বইটিকে চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে, যদিও একে অন্যের পরিপূরক। দুইটি পরিচ্ছেদ 'এক্ষণ' পত্রিকায় (অগাস্ট ১৯৭৭ এবং গ্রীষ্ম ১৯৮৩, সংখ্যা ১২, নং ৫ ৬ এবং সংখ্যা ১৬, নং ১-২) প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক নির্মাল্য আচার্যকে (সম্পাদক, 'এক্ষণ' পত্রিকা) আন্তরিক সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। দুইটি মূল্যবান অংশই তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করে তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর সব সময়ের উৎসাহ না থাকলে 'কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক' হয়তো কোনদিন লেখা হোত না। 'সুবর্ণরেখা'র ইন্দ্রনাথ মজুমদার সবসময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছেন, তার কাছেও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বাংলা আমার প্রায় জানা নেই বললেই চলে। এই বৃহৎ অনুবাদকর্মে সব সময়ের জন্যে যাঁর সাহায্য আমাকে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে সেই পরিচিত তরুণ কবি গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। সময় অসময়ে, তাঁর কাছে সব রকমের সাহায্য পেয়েছি, পেয়েছি বইটি অনিসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেবার তাগিদ। শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষকেও (ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা) জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বইটির অধিক অনুবাদের কাজই তাঁর, গভীর সহানুভূতি ছাড়া এত বড় কাজ কোন দিনই শেষ হোত না। একই ভাবে ঋণী হয়ে রইলাম শ্রীযুক্ত অরূপ রুদ্রের কাছেও।

প্রেসের কাজে সব রকম দায়-দায়িত্ব বহন করেছেন শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়, যে কাজ আমার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিলো না। এমন একটি বই প্রকাশনার সাহস যিনি করেছেন, সেই শ্রীমাণিকলাল দে ও তাঁর সহযোগী শ্রীতপন মুখোপাধ্যায়-এর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সবশেষে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয়কে যিনি এরূপ একটি বই-এর ভূমিকা লিখতে রাজী হয়ে আমাকে বাধিত করেছেন হয়তো তবুও কোথাও কোন ত্রুটি থাকতে পারে, তাই সব রকমের দায়-দায়িত্ব আমারই। শুধু ভালো লাগবে বইটি পাঠকের কাছে আদৃত হলে। এর চেয়ে আর বেশি কি আশা করা যায়।

আনুক্রমিক অনুবাদ :

প্রথম অধ্যায় : কলকাতার পূর্ব ইতিহাস…গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় : কলিকাতা, ক্যালকাটা, কোলকাতা…সুনন্দা ঘোষ

তৃতীয় অধ্যায় : জবচার্নক…অরূপ রুদ্র

চতুর্থ অধ্যায় : চার্নক কি ভাবে কলকাতা প্রতিষ্ঠা করলেন ?…সুনন্দা ঘোষ

৮২/সি কাঁসারী পাড়া রোড

কলকাতা : ২৫

মহালয়া, ১৩৯১ লেখক

INSTITUTE OF HISTORICAL STUDIES

Prof. N. R. RAY
DIRECTOR

35, Shakespeare Sarani
Calcutta-700 017.

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে কলকাতা নিয়ে যতো বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে পুরানো আমলের দুষ্প্রাপ্য বই-এর পুনঃ মুদ্রণই বেশী। আনকোরা নতুন বই-এর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজীতে লেখা কলকাতা বিষয়ক বই-এর তুলনায় বাংলা বই-এর সংখ্যা আরও কম। অথচ শুধু কলকাতা-বাসী নয়, কলকাতাপ্রেমী মাত্রই কলকাতা সম্পর্কে লেখা বই অথবা প্রবন্ধ পড়তে খুবই আগ্রহী। শুধু পুরানো বই-এর পুনঃমুদ্রণে তাদের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয় না। নতুন বই-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন পি. টি. নায়রের লেখা বইটি 'কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক'। জন্ম সূত্রে শ্রীনায়র কেরল-সন্তান; কিন্তু দীর্ঘকাল এই সহরে তাঁর বসবাস। এখানকার ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, অলি-গলি, মানুষ-জন, এমন কি গাছ-গাছালি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এতো বেশী যে, বলা চলে যে কলকাতা তাঁকে আত্মসাৎ করেছে। কলকাতাকে জেনে, সহরকে ভালোবেসেই তিনি পরিতৃপ্ত নন; তাঁর জানা এবং ভালোবাসার পরিচয় তিনি পৌছে দিতে আগ্রহী কলকাতাপ্রেমী সকলের কাছে। বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তাঁর এই প্রথম বই। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে শ্রীনায়রের দুটি প্রবন্ধ তা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। তখন কেউ কেউ আশা করেছিলেন যদি পুরানো কলকাতা বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখায় তিনি হাত দেন তাহলে বাঙালী পাঠক পাঠিকা তৃপ্ত হবেন। তাদের সেই আশা আজ পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীনায়রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেকখানি। কলকাতা সংক্রান্ত যতো তথ্য এবং বিভিন্ন ভাষায় যতো প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাঁর প্রত্যেকটির সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অন্যের লেখার পুরানো বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি খুশি নন; মূল উপাদান ঘেঁটে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। বইটির পাদটীকা দেখলেই বোঝা যায় কতোখানি বিস্তৃত তাঁর তথ্য বিচরণ ক্ষেত্র। শ্রীনায়রের সব ক'টি সিদ্ধান্ত সবাই নির্বিবাদে মেনে নেবেন—এ আশা করা যায় না। কিন্তু সত্যানুসন্ধানে তাঁর আগ্রহ এবং নিষ্ঠা কতোখানি গভীর। কি বিপুল শ্রম তিনি স্বীকার করেছেন প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহে, তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে বইটির সর্বত্র। বইটি আদি কলকাতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এটি পেলাম আমরা ভিন্ন রাজ্যের এক গবেষকের কাছ থেকে এবং তদুপরি বাংলা ভাষায়, এজন্য শ্রীনায়রের কাছে বাঙালী মাত্রেরই ঋন অপরিশোধ্য।

সাধারণভাবে কলকাতার ইতিহাস লেখকরা তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় শুরু করেন জব চার্নককে নিয়ে। কেউ কেউ অবশ্য চার্নক-পূর্ব-কলকাতার ছবিটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন ; কিন্তু তাঁদের আলোচনা নেহাৎ সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটা ভাসা ভাসা রকমের শ্রীনায়র তাঁর পূর্বসূরীদের ব্যতিক্রম। ২১ পৃষ্ঠা জুড়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন কলকাতার প্রাগৈতিহাসিক যুগের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এটি ইতিপূর্বে বিশদভাবে কোন একটি মাত্র বই-এ আলোচিত হয় নি। মাটির তলার কলকাতাকে তিনি তুলে ধরেছেন পুরাতত্ত্বের দরবারে।

কলকাতার নাম উৎপত্তি নিয়েও গ্রন্থকার বিশদ আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে নাম-উৎপত্তি সম্পর্কে কোন একটি মতবাদের যথার্থতা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার ফলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ প্রশস্ত হয় নি। শ্রীনায়রকে ধন্যবাদ, তিনি যুক্তি তর্ক দিয়ে তার সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেছেন। তবে বিষয়টি এখনও তর্কাতীত নয়।

জব চার্নক নিয়ে শ্রীনায়র যতোখানি পরিমাণে আলোচনা করেছেন তার কাছাকাছি কোন আলোচনা বিদেশী অথবা ভারতীয় গবেষকদের কাছে আমরা পাইনি। ইতিহাসে উপেক্ষিত এই চরিত্রটি তুলে ধরা বিষয়ে আমাদের মহলে তিনি পথিকৃৎ।

কলকাতার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্যের ছেদ টেনেছেন। প্রতিটি বক্তব্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নায্যপ্রমাণের বাস্তব ভিত্তির উপর। তথ্যপঞ্জীর যে বিপুল সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন তাতে বই খানি অযথা ভারাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু শ্রীনায়র যে ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন (যাঁরা অনুবাদক তাদের কৃতিত্বও কম নয়) তাতে সাধারণ পাঠকের কাছে রসাস্বাদনে কোন বিঘ্ন ঘটবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

কলকাতার আদিম অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে ক'টি মানচিত্র অথবা নকসার প্রতিলিপি প্রকাশিত করেছেন তাতে বইটির মূল্য অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ পাঠক এ ধরনের মানচিত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় লাভের তেমন সুযোগ পায় নি।

কলকাতাপ্রেমী তথা বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষ থেকে গ্রন্থকার শ্রীনায়রকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সেই সঙ্গে কামনা করি তাঁর ইতিহাস চর্চার আলোতে ধরা পড়ুক কলকাতার ইতিহাসের আরও আরও অনালোচিত অথবা স্বল্পালোচিত পর্ব যা নিয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা এখনও পরিতৃপ্তির নাগালের বাইরে।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ — নিশীথরঞ্জন রায়

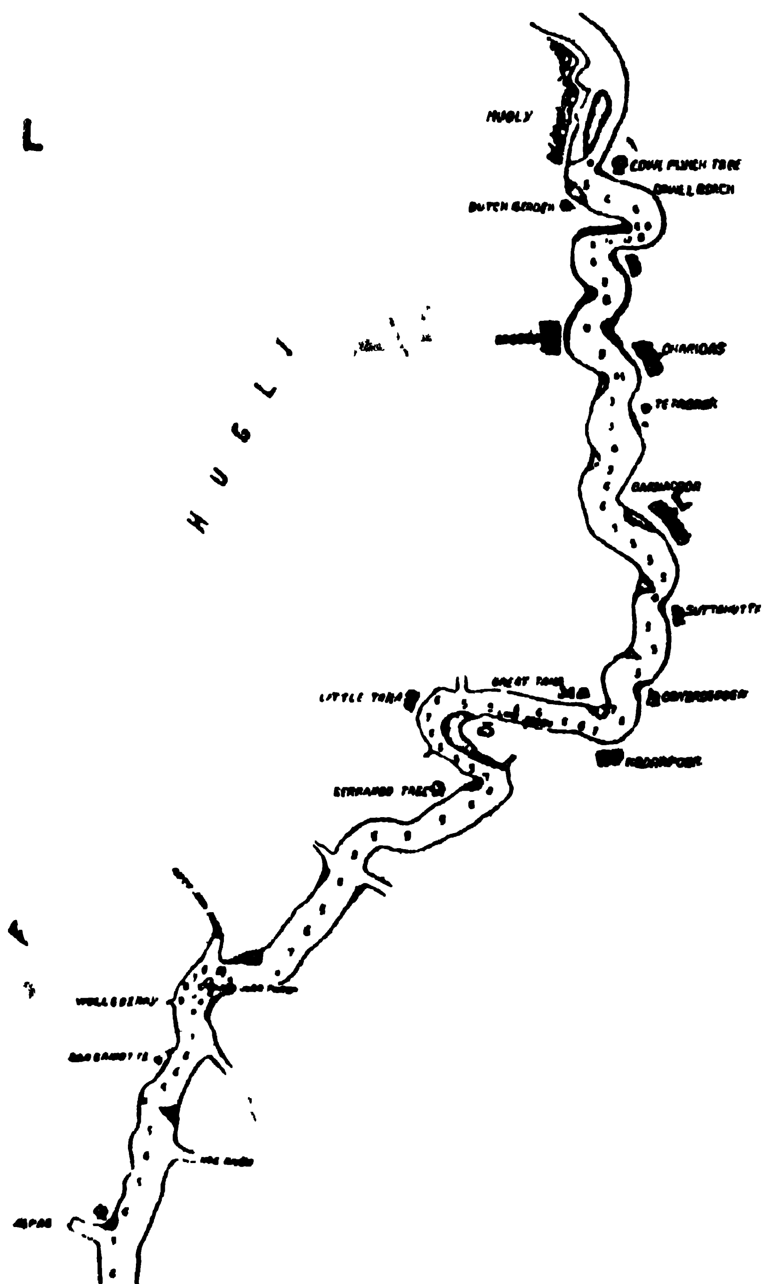
সূচীপত্র

LIST OF ILLUSTRATIONS



JOHN OGILBY'S MAP OF THE MOGUL EMPIRE, 1673.

VAN DEN BROUCKE'S interpolated MAP OF BENGAL, 1660.



THOMAS BOWREY'S MAP OF HOOGHLY, 1687.

UPPER PORTION OF

A
New and Correct
CHART
Shewing the goeing over the
BRACES
with the Sands, Shoals Depth of water and
ANCHORAGES
FROM POINT PALMIRAS TO HUGHLY
IN THE BAY OF BENGALL
Now for the First time published
1734
W MOUNT & T. PAGE
TOWER HILL

Probably draughted circa 1690, though for some reason not allowed to appear in company with the 1st Edition of the Teeb, which was printed in 1711 - but bears internal evidence of having been compiled before 1690

R F B

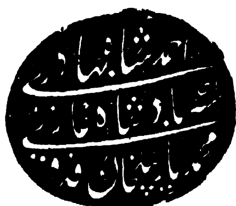
HUGHLY
English Factory
Dutch Factory
White Pagoda
White House
Boule a Ponche Tree
Termenalee
Dutch Garden
Buddery
Durells Towne
Poultoe
Dogomb Towne
CHANOCK
TILTIGHUR
Slipper Tree
Seamen's Moorings
BOON HUGHLY
Champ Tree
Durells Lump
Sumple Tomb Tree
BARNAGULL
CHITTANUTTE
Today Tree
GOBANAPORE
Sumatra Point
Great Thanna
Thanna Fort
KITHERPORE



MAP OF HOOGHLY, PROBABLE DATE, 1690
(by George Herron ?)



MAP OF HOOGHLY, PROBABLE DATE, 1720.



Bainama, or SALE DEED OF CULCUTTA, DATED NOV. 10, 1698

প্রথম অধ্যায়

কলকাতার পূর্ব ইতিহাস

কলকাতা হুগলি নদীর পূর্ব দিক ধরে ২২° ডিগ্রী কোণ করে ২৩′—৪৭″ উত্তরে (Latitude 22°23′47″N) এবং লম্বালম্বি দীর্ঘতায় ৮৮° ডিগ্রী কোণ করে ২৩′—৩৪″ পূর্বে (Longitude 88° 23′34″E), প্রকৃতপক্ষে ৮৬·২ মাইল সমুদ্র দূরত্ব থেকে অর্থাৎ জাহাজ দাঁড়ানোর বয়ার দূরত্ব হতে ফোর্টউইলিয়ম পর্যন্ত বিস্তৃতিতে অবস্থিত। ভূতত্ত্ব অনুযায়ী কলকাতা বঙ্গোপসাগরের নাব্যতার মুখে নিম্ন-গাঙ্গেয় ত্রিকোণ খাঁড়িতে অবস্থিত।

বেঙ্গল বেসিন এবং গাঙ্গেয় ত্রিকোণ জলরাশির মুখের (Gangetic delta) অবস্থিতি পূর্বভারতে ; কিন্তু এই দুইটি স্থানেরই 'টেকটনিক' ইতিহাস (Tectonic history) বেশ জটিল। ভূতাত্ত্বিকরা 'টেকটনিক' বিশেষত্বের দিক দিয়ে বিচার করে 'বেঙ্গল বেসিন'কে দুইটি অংশে ভাগ করেছেন। এই বিভাজন রেখাটি রয়েছে 'গারো-রাজমহল' সংলগ্ন অংশে। এর উত্তর দিকে রয়েছে 'ফোর ডিপ' (Fore-deep) নামে হিমালয়ের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলটি। এই 'ফোর ডিপ' অংশটি তৈরী হয়েছে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তির প্রথম যুগের হিমালয়ের গিরিপ্রজন্মের সংগে সাযুজ্য রেখে। বেসিনের অন্য অংশটি রয়েছে 'গারো রাজমহল' সংলগ্ন ফাঁকা অংশের দক্ষিণে যা প্রকৃত গাঙ্গেয় জলরাশির ত্রিকোণ অংশটি তৈরী করেছে। তবে এই অংশটি সম্ভবত 'মেসোজয়িক' (Mesozoic) যুগের প্রথম থেকেই ছিলো। তাই এই অংশটি 'টেকটনিক' পয়োপ্রণালী হিসাবে ধরা হয়।[১]

কলকাতা শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু পুরাতন এক পলিমাটির স্তরের ওপর। ভূতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'এওসিন' যুগে একটি উপসাগর বিস্তৃত ছিলো। উত্তর

---

১. Chatterjee, G. C. *et al.*, 'Geology and Groundwater resources of the Greater Calcutta Industrial Area, West Bengal', *Bulletin of the Geological Survey of India*, series B, Engineering Geology & Ground Water, Paper No. 21, Calcutta, 1964, p. 29

দিকে আফগানিস্থান পর্যন্ত। তারপর এই উপসাগরটি বেঁকে যায় পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে কোহাট ও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে নৈনিতালের প্রত্যন্তসীমা অবধি। ভূতাত্বিকরা স্বীকার করেন যে 'ইন্দোব্রহ্ম' নামক বিশাল নদীটির স্থান করে দিয়েছিলো এই উপসাগরটিই।[২] ভূতাত্বিক যুগে কোন একটি সময়ে আসাম থেকে বাহিত হয়ে আসা ব্রহ্মপুত্র নদীর জল উক্ত নদীটির সম্মুখভাগস্থ জলের মধ্যে ছিলো। হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে এই নদী বহে গিয়েছিলো পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাভিমুখে—একেবারে উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব অবধি। এখানে নদী দক্ষিণ দিকে বেঁকে গিয়েছিলো এমনভাবে যা আধুনিক 'ইন্দাসের' অগ্রগতির থেকে বেশী পৃথক নয়। পরিশেষে এই নদী পড়ে আরব সাগরে। অন্যভাবে বলা যায় ইন্দাসের (Indus) অগ্রভাগস্থ জল এসেছিলো আসাম ব্রহ্মপুত্র নদী থেকেই। 'সিওয়ালিক' (Siwalik) যুগে (আপার মিয়োসিন থেকে প্লেইসটোসিন অবধি) বস্তুতঃ পক্ষে একটি ভূ-বিভাগের অস্তিত্ব ছিলো কলকাতা ও ইন্দোব্রহ্ম নদীর মধ্যে, অন্যথায় এই নদীটি নিশ্চিত এসে মিলিত হ'ত বঙ্গোপসাগরে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে ও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে আরব সাগর অবধি বহে যেতো না। ভূপৃষ্ঠ পরিমিতি বিষয়ক গবেষণা এই ধারণাকেই সমর্থন করে। পুরানো 'ইন্দাস' নদীটি বিচ্ছিন্ন হয়ে একই নদীর দুটি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে, সংকীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল এবং বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছিলো।

১৯৫৭—১৯৬০ সালের ইন্দো-স্ট্যানভ্যাক (Indo-Stanvac) পেট্রোলিয়ম পরিকল্পনায়[৩] ভূতাত্বিক গবেষণায় কয়েকটি বিষয় বেশ পরিস্কার হয়েছে—বাংলাদেশের মুখ্য ভূমিভাগে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বিশেষের প্রবাহ ঘটেছিলো প্রাচীন 'জুরেসিক' এবং আদি 'ক্রেটাসিয়াস' যুগে। আর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিলো ঠিক

২. Pascoe, E. H., 'The Early History of the Indus, Brahmaputra and Ganges', *Quarterly Journal of the Geological Society of London*, vol. 75 (1919), No. 3, pp. 138-58, উদ্ধৃতি by A. L. Coulson, 'The Geology and Underground water-supply of Calcutta, Bengal, with special reference to tubewells', *Memoirs of the Geological Survey of India*, vol. 76, Water-Supply Paper No. 1, Calcutta, 1940, p. 6.

৩. Sengupta, Supriya, (a) 'Geological and Geophysical

সেই সময় যখন বিহারের রাজমহল অঞ্চল এবং আসামের দক্ষিণ শিলং এর উপত্যকা ইত্যাদিতে ও আগ্নেয়গিরির অগ্নি বিস্ফোরণ চলেছিলো। 'ক্রেটাসিয়াস' (Cretaceous) যুগের শেষ ভাগে বাংলাদেশের সম্মুখভূমি অঞ্চলটি বসে যেতে শুরু করে এবং শুরু হয় দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে সামুদ্রিক অগ্রগতি। এই যুগেই নরম ধরণের বালুকাযুক্ত ও লবণাক্ত মাটি এবং সামুদ্রিক ক্ষারস্তর ইত্যাদি জমে উঠেছিলো মোটামুটি পশ্চিমবংগের শক্ত ভূভাগে। কিন্তু শিলং-এর পুরোভাগে মিকির পাহাড় (Mikir Hills) এবং সম্ভবত আপার আসামে (Upper Assam) এই মৃত্তিকা স্তর ঘনীভূত হয় বা জমে ওঠে স্বাভাবিক মুক্তসামুদ্রিক প্রবাহে। ক্রেটাসিয়াস যুগের শেষ থেকে মধ্য 'এওসিন' (Eocene) যুগ পর্যন্ত এই (বাংলাদেশের) সম্মুখভাগ অঞ্চলটি (Bengal Shelf) কখনো ডুবে যেতো; কখনো ভেসে উঠতো। কিন্তু ঐ সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় কঠিন সম্মুখভূমি ও আসামের গভীরতর অংশে শুরু হয়েছিলো সামুদ্রিক অগ্রগতি। কিন্তু অগভীর সম্মুখভাগের অঞ্চলে বালিপাথর ও ক্ষারজাতীয় শ্লেট পাথরের সঞ্চয় লক্ষ্য করা যায়।

মনে হয় সমুদ্র খাঁড়ির ধারভাগ-এর (Margin) নমনীয় অংশের বিশেষ ভূমি সংক্রান্ত প্রক্ষিপ্ত ওলটপালট বিশেষত্বের জন্যে এই সমুদ্র খাঁড়ি অংশ (Basin) বসে যায়। এর ফলেই মধ্য ও তৎপরবর্তী 'এওসিন' যুগে শুরু হয় ব্যাপক সামুদ্রিক অগ্রগতি। এদিকে বাংলাদেশের সমস্ত ভূমি সম্মুখভূভাগ অঞ্চল ও দক্ষিণ শিলং-এর উপত্যকায় উন্মুক্ত সামুদ্রিক পরিমণ্ডল ও উষ্ণ অবস্থার মধ্যে সমানভাবে সঞ্চিত হয়েছিলো প্রস্তরীভূত (Nummulitic) চুনাপাথর।

'মিওসিন' (Miocene) যুগে মোটামুটি সমস্ত বাংলাদেশ ও আসামে বেশ বড় রকমের ভূ-প্রতিসরণ দেখা দিয়েছিলো। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমের অগভীর স্থানে এই ভূ-প্রতিসরণের ফলে গভীর ভূমি সম্মুখভাগ অঞ্চল এবং জিওসিনক্লিনাল (Geosynclinal) অংশসমূহ দ্রুত নিচে বসে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গে, মেমারী ঘাটালের পূর্বাঞ্চলে সমুদ্র এগিয়ে এসেছিলো। এর ফলে 'মিওসিন' যুগীয় কোমল মাটির (ভাগীরথী মধ্যাঞ্চল সঞ্চয়) সঞ্চয় শুরু হয়েছিলো। বাংলাদেশে ভূমি সম্মুখভাগের কঠিন অংশে প্রতিসরণশীল মাটি, ব-দ্বীপ ও অগভীর সমুদ্রের প্রভাবে ভূসঞ্চয়ন অপ্রতিহত ছিলো।

Studies in Western Part of Bengal Basin, India', *Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists*, vol. 50 (1966), pp. 1001-1017 ; (b) 'Geology of South-western Bengal', এর *West Bengal*, (edited by A. B. Chatterjee, *et al.*), Calcutta, 1970, pp. 1-6.

'মিওসিন' (Miocene) যুগের শেষ দিকে এবং প্লিওসিন (Pliocene) যুগের প্রথম দিকে সমুদ্র পিছিয়ে গিয়েছিলো। এই সময়েই সাগর শাখা ও জলাশয়জাত ভূসঞ্চয়ন চলেছিলো প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। 'প্লিওসিন' যুগে বড় ধরণের সামুদ্রিক প্রতিসরণের পর ছোটখাট ও স্থানিকভাবে সমুদ্র পিছিয়ে যাচ্ছিল। 'প্লেইসটোসিন' (Pleistocene) যুগে বেঙ্গল বেসিনের গভীর অংশগুলিতে অগভীর সমুদ্রের প্রভাব অপ্রতিহত ছিলো। মনে করা যায় 'প্লেইসটোসিন' যুগের শেষ দিকে সমুদ্র সম্পূর্ণভাবে 'বেঙ্গল বেসিন' থেকে দূরে সরে যায়। এবার শুরু হয় ক্ষয়, বাংলার প্রায় সকল 'টারসিয়ারিবেসিন' জুড়ে দেখা দিয়েছিলো 'পেনেপ্লেনেশন'। শেষ পর্যন্ত পুরানো ভূসঞ্চয়নের স্তর ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো নদী বাহিত মোটা 'হোলোসেন' পলিমাটির স্তরে। এখনো মাঝে মাঝে পূর্ব হিমালয়ের 'ওরোজেনিক' অংশে ও নাগা-লুসাই পাহাড় অঞ্চলে যে ভূ-কম্পন দেখা যায়, এরফলে প্রমাণিত হয় বেঙ্গল বেসিনে ভূসঞ্চালন চলছে এবং সঠিক ভারসাম্য মাটিতেআসেনি।

মিওসিন যুগে হিমালয় একটি পর্বতমালা হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গীয় জলাভূমির (South Bengal Basin) ভূসঞ্চয়ন পদ্ধতিতে এই পর্বতমালা খুব সহায়ক হয়ে ওঠেনি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে 'মিও-প্লিওসিন (Mio-Pliocene) যুগ পর্যন্ত প্রধান নিষ্কাষণ পদ্ধতি পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে বাংলার জলাভূমি পর্যন্ত ছিলো। টারসিয়ারি যুগে (Tertiary Period) পশ্চিম দিকের প্রভাবে গড়ে উঠেছিলো দক্ষিণ বাংলার ব-দ্বীপ এবং অজয় দামোদর নদীবাহিত মৃত্তিকাস্তর, এই জলাধারের (Basin) পশ্চিম দিকটি ভরাট করে তুলেছিলো। টারসিয়ারি যুগে গড়ে উঠেছিলো ছোটনাগপুরের উপত্যকা এবং এর মৃত্তিকাস্তর ক্রমে দক্ষিণ বঙ্গীয় জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো।

পৃথিবী জুড়ে তুষারযুগ দেখা দিয়েছিলো প্লেইসটোসিন (Pleistocene) যুগে। আর সমুদ্রপৃষ্ঠে নানা পরিবর্তন শুরু হয়েছিলো তুষারযুগ ও অন্তবর্তী তুষার যুগে। সমুদ্রতল নীচে নেমে যাওয়ায় নদীর ক্ষয়ক্ষমতা (erosive powers) বেড়ে যায় এবং সঞ্চয়ন শুরু হয়। জানা যায় যে, ভারতবর্ষে মোটামুটি চারটি তুষার এবং অন্তবর্তী তুষার যুগ এসেছিলো। এর ফলে প্লেইসটোসিন যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন বেসিনগুলিতে চারটি ভূসঞ্চয়ন স্তর লক্ষ করা যায়। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে প্রতিটি 'সাইকল' (cycle) এর ওপর তিনটি অমসৃন 'সাইক্লোথেম' ভূসঞ্চয়ন স্তর দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায় যে এই ধরণের 'সাইকল' মৃত্তিকাস্তর বৃহত্তর কলকাতার দিক নির্ধারিত করে। এছাড়া তুষার যুগে নদীর ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির ফলে আরো বহু ছড়িয়ে থাকা জিনিষ যেমন নুড়ি পাথর কিংবা মিহিবালি, মৃত্তিকা

প্রভৃতি নদী পথে বাহিত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়, সাধারণ অবস্থায় যা হয়তো অসম্ভব ছিলো।[৪]

কলকাতা, যা বঙ্গীয় জলাধার (Bengal Basin) এরই অংশ বিশেষ মূলতঃ 'কোয়াটারনারি' (Quaternary) যুগের পলিমাটি প্রভৃতির ঘন সঞ্চয়ণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর উপরিভাগে রয়েছে টারসিয়ারি (Tertiary) এবং সম্ভবত 'মেসোজয়িক' (Mesozoic) যুগে ক্রমশ লুপ্ত জলনালা দিয়ে বাহিত বিস্তীর্ণ মৃত্তিকা স্তর। এই স্তরের স্থিতিও দ্রুতগতিতে চলছে।[৫]

কলকাতায় এই জল প্রণালীর অবলুপ্ততা বোঝা যাবে নিচে প্রদত্ত পরিসংখ্যান ছক থেকে :

ছক : কলকাতার জলপ্রণালী অবলুপ্ততা :[৬]

Location of data and type of information		Evidence	Subsidence indicated (in feet)	Source of information
Near Hooghly River	Water well boring	Rotten wood	32-55	East, 1818 pp. 544-46
Chowringhee Road	Tank Excavation	Decayed wood	35	Do p.547.
Sealdah	Tank Excavation	Sundri trees *in situ*	30	Hunter, 1875 p. 291.
King George dock	Excavation	Wood (Ceriops sp.)	40	Curtis 1933 p. 11.
Fort William	Water-well boring	Peat and Sundri trees	30-50	Smith 1841 p. 342
Port Canning on Malta River	Tank Excavation	Large trees in place (Sundri)	10	Hunter 1875 p. 291.

৪. Wadia, উদ্ধৃতি Chatterjee, G. C., *op., cit.*, p. 34.

৫. Chatterjee, *op. cit.*, abstract, p. iv.

৬. Morgan, James P. & McIntire, William G., 'Quaternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India'

সুন্দরী গাছ

ভূতাত্ত্বিকদের মতে কলকাতা এক সময়ে বিস্তৃর্ণ সুন্দরবনেরই অংশ ছিলো।[৮] সুন্দরবন নামটি এসেছে সুন্দরী গাছের (Heritiera minor) প্রাধান্য থেকেই। এবং এটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে কলকাতাতেও সুন্দরী গাছের প্রাধান্য থাকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই গাছ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলেও আর জন্মায় না, আবহাওয়ার পরিবর্তন হেতু। সুন্দরী গাছ জন্মানোর জন্যে চাই প্রচুর পরিমাণে জলপ্রবাহ যার ফলে প্রচুর ঘাস জন্মাবে এবং তাদের শিকড় যেন দিনের বেশ কয়েক ঘণ্টা হাওয়ায় উন্মুক্ত থাকে, প্রতি জোয়ার-ভাটার সময়ে। জলে ডোবা সুন্দরী গাছের[৭] জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যেমন—কার্জনপার্ক (১৮১৫), শিয়ালদহ (১৮৬৪), ঢাকুরিয়া লেক (১৯৪১), এবং সল্ট লেক (১৯৫৯) এর নিকটে। এই গাছগুলিকে

Bulletin of the Geological Society of America, vol. 70 (1959), pp. 319-342.

আনুক্রমিক লেখক সূচী

East, Eaward Hyde, 'Abstract of an account, containing the particulars of a boring made near the River Hooghly in the vicinity of Calcutta, from May to July 1814 inclusive, in search of a spring of pure water', *Asiatick Researches,* vol. 12 (1818), pp. 542-47 ;

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal,* vol. I, *Districts of 24 Parganas and Sundarbans,* London, 1875, p. 291 ;

Curtis, S. T., *Working Plan for the forests of the Sundarbans division,* Calcutta, 1933, parts 1 & 2, pp. 7-22 ;

Smith, Lt. R. Baird, 'On the Structure of the delta of the Ganges, as exhibited by the Boring Operations in Fort William, A. D. 1836—40', *Calcutta Journal of Natural History,* vol. I, (1841), pp. 324-343.

Galcutta Gazette, 5th May, 1805 ; W. H., Carey, *The Good Old Days of the Honorable John Company,* দ্বিতীয় সংস্করণ, Calcutta, 1905, vol. I, pp. 339-40 এবং পাতার

মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া মেট্রো রেলের কাজকর্মের খোড়াখুড়ির সময় মরা সুন্দরী গাছ দেখতে পাওয়া গেছে।[৮]

১৯৬৯ সালে সল্ট লেক অঞ্চলের মাটির ২৮ফুট গভীর স্তর থেকে সুন্দরী কাঠের একটি নমুনা পাওয়া যায় এবং পাঠানো হয় নরওয়ের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ট্রণ্ডহাইম-এ। রেডিওকারবণ পরীক্ষায় জানা যায় এই সুন্দরী কাঠটি ৫০০০ বছরের পুরানো। কাজেই বোঝা যায় ৫০০০ বছর আগে সুন্দরী গাছের বন কলকাতায় ছিলো। এই সময় কলকাতা ছিলো জলাভূমির মতো এবং মানুষের বসতি সেখানে অসম্ভব ছিলো। কয়েকটি জায়গা দ্বীপের মত দৃশ্যমান ছিলো যেমন—শিয়ালদহ—শিয়ালদা (Sialdah), শৃগালদ্বীপ (Srigaladwipa) বা শৃগালের দ্বীপ, চাকদহ (Chakadaha) চক্রদ্বীপ (Chakradwipa)—চক্রাকার দ্বীপ (Circular Island) প্রভৃতি। শুকসাগর (Sooksagar) শুকনো সাগর dried up Sea), আড়িয়াদহ (Ariadaha)—আর্যদ্বীপ (Aryadwipa) আর্যদের দ্বীপ (the Island of the Aryans) খড়দহ (Khardah) খড়্গদ্বীপ (Khargadwipa) খড়্গাকার দ্বীপ (the spear-shaped Island) প্রভৃতি যে সকল নাম কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে পাওয়া যায়—তা প্রমাণ করে অনেক প্রাচীন যুগ থেকেই কলকাতা একটি জলাভূমির মত ছিলো।[৯]

Curzon Park ; H. F. Blanford, 'Note on a tank section at Sealdah, Calcutta', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. 33 (1864), pp. 154-58, এর পাতায় Sealdah ; A. K. Ghosh, 'Submerged Forests in Calcutta', *Science & Culture*, vol. 6 (1940-41), pp. 668-70 এর পাতায় Dhakuria Lake ; Sunirmal Chanda and Barid Baran Mukherjee, 'Radiocarbon dating of two Microfossiliferous Quaternary deposits in and around Calcutta', *Science & Culture*, vol. 35 (1969), pp. 175-76 এর Salt Lake.

৮. The *Statesman*, May 15, 1976, 'Old Coins dug out of Tank disappear', এর Maidan.

৯. A. K. Ray, *A Short History of Calcutta*, (Census of India, 1901, vol. VII, part I, Calcutta, 1902), p. 4.

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা (৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) বইতে বাংলার নিম্নাঞ্চলকে 'সমতাতা' (Samatata) বা সমুদ্রপৃষ্ঠ বলা হয়েছে। প্রায় ৫০০০ বছর আগে জলাভূমির বিভিন্ন গাছ গাছালি কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জন্মাত। এই বৃক্ষ প্রজন্মের সঙ্গেই বর্তমানে সুন্দরবনের গাছপালার মিল আছে, তবে পশ্চিমাঞ্চলের হেরিটিয়েরা (Heritiera) বাদ দিয়ে।

ফোর্টউইলিয়ম খনন (Fort William Borings)[১০]

১৮০৪ থেকে ১৮৩২ সাল অবধি ফোর্ট উইলিয়ম ও তার আশে পাশে ২৩টি গভীর খনন কার্য হয়। শেষ যে খননটি ১৮৩৫ এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৪০ এর এপ্রিল পর্যন্ত হয়, তার গভীরতা ছিলো ৪৮১ ফুট এবং যে সকল ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছিলো তা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এইরূপ ![১১]

---

১০. Fort William borings এর ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (JASB), পুস্তকে এ ছাড়াও Sir Edward Hyde East, পূর্বে বর্ণিত 6 নম্বর টীকার (a) H Mill *et al.*, 'Report of the committee appointed on the 27th March 1833, to consider on the expediency of recommending to the Government the continuance of the boring experiment', JASB, vol. 2 (1833), pp. 367-74 ; (b) T. M. Taylor, 'Note on the progress of the boring in Fort William', JASB, vol. 5 (1836), pp. 374-75 ; (c) T. M. Taylor, 'Report : Progress of the boring experiment in Fort William', JASB, vol. 6 (1837), pp. 234-37 ; এবং (d) McLeod, D., *et al.*, 'Abstract Report of the proceedings of the Committee appointed to superintend the boring operations in Fort William, from their commencement in December, 1835, to their close in April, 1840', JASB, vol. 9 (1840), pp. 677-87. দ্রষ্টব্য Lt. R. Baird Smith পূর্বে বর্ণিত 6 এ ছাড়াও Capt. Hutton, 'Remarks on the Calcutta Delta' এর *Calcutta Journal of Natural History*, vol. II, pp. 542-60.

১১. McLeod., op. cit., pp. 686-87

After penetrating through the surface soil to a depth of about ten feet, a stratum of stiff blue clay, fifteen feet in thickness was met with. Underlying this was light coloured sandy clay, which became gradually darker in colour from the admixture of vegetable matter, till it passed into a bed of peat at a distance of about eighty feet from the surface. Beds of clay and variegated sand, intermixed with *Kunkur*, mica, and small pebbles, alternated to a depth of 120 feet, when the sand became loose, and almost semifluid in its texture. At 152 feet the quicksand became darker in colour and coarser in grain, intermixed with red water-worn nodules of hydrated oxide of iron, resembling to a certain extent the laterite of South India. At 159 feet a stiff clay with yellow veins occurred, altering at 163 feet remarkably in colour and substance, and becoming dark, friable, and apparently containing much vegetable and ferruginous matter. A fine sand succeeded at 170 feet, and this gradually became coarser and mixed with fragments of quartz and felspar to a depth of 180 feet. At 196 feet, clay impregnated with iron was passed through, and at 221 feet, sand recurred, containing fragments of lime-stone with nodules of *Kunkur* and pieces of quartz and felspar: the same stratum continued to 340 feet, and at 350 feet a fossil bone, conjectured to be the humerus of a dog, was extracted. At 360 feet a piece of supposed tortoise shell was found, and subsequently several pieces of the same substance was obtained. At 372 feet another fossil bone was discovered, but it could not be identified, from its being torn and broken by the borer. At 392 feet a few pieces of fine coal, such as are found in the beds of mountain streams, with some fragments of decayed wood, were picked out of

the sand, and at 400 feet a piece of limestone was brought up. From 400 to 481 feet fine sand, like that of sea-shore intermixed largely with shingle, composed of fragments of primary rocks, quartz, felspar, mica, slate and limestone, prevailed, and in this stratum the bore has been terminated."

আবার ফোর্টউইলিয়মের খননের ফলে যে সব ভূতাত্ত্বিক সূত্র পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে ই. এইচ পাসকো[১২] লিখেছেন "No trace of marine deposits was detected, and from top to bottom the beds traversed have every appearance of being silts laid down by fresh-water or in the neighbourhood of an estuary. At a depth of 30 feet below the surface, or about 10 feet below mean tide level, and again at 382 feet, beds of peat and decayed wood were found, in both cases the deposits prove the existence of ancient land surface. Some of the wood in the upper peat beds is that of the Sundri tree (*Heritiera littoralis*), which grows in abundance on the muddy flats of the Ganges delta ; the rest of it is probably the root of a climbing plant resembling *Bridelia*. Finally, while bones of terrestrial mammals and fluviatile reptiles were found at considerable depths, the only shell fragments noticed—at 380 feet—are said to have been of fresh-water species. Another noteworthy circumstance is the occurrence between the depth of 175 and 185 feet, again between 300 and 325 feet, and yet again throughout the lowest 85 feet (395—481 feet) of pebbles in considerable quantities. The pebbles in the lowest portion are especially mentioned as large and their size is shown by the

১২. Pascoe, E. H., '*A Manual of the Geology of India and Burma*, vol. III, pp. 1986-88, উদ্ধৃতি দিয়াছেন Benerji এর *Howrah District Gazetteer*, Calcutta, 1972, pp. 46-74

fact that they impeded the progress of the bore, which was six inches in diameter, and that it was necessary in several cases to break them up before they could be extracted; it may be inferred, therefore, that they were at least two or three inches across. The greater part of the pebbles were derived from gneissic rocks, but some fragments of coal and lignite, judging from their composition, came probably from the Tertiary or Cretaceous coal seams of the Garo Hills."

কলকাতায় পরিশ্রুত টাটকা জলের জন্য সবচেয়ে বড় খনন কার্য করা হয় গার্ডেনরীচের আক্রা রোডে।[১৩] এই একই উপলক্ষ্যে চেষ্টা করা হয় ফোর্ট-উইলিয়মে ১৮০৪ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৮ সালে আক্রা রোডে টিউবওয়েলের জন্য খননকার্য চালানো হয় এবং এর গভীরতা ছিলো ১,৬১২ ফুট। এই খননের সময়ে মাটি আর বালির সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। তবে আক্রায় এই খনন কার্যের ভূতাত্ত্বিক ফলাফল কৌতুহল বাড়ায়। "From the lithological evidence it is clear that the beds drilled in this well are all alluvium and their exceedingly rich and varied mineral assemblage is most certainly suggestive of a recent origin. Apart from the occurrence of high Ilmenite, etc. Hornblende and Garnet, common Epidote, Kyanite and Tourmaline and fairly common Staurolite, one notable feature is the presence in quantity of Sillimanite throughout almost the entire range drilled"[১৪]

পীট (*Peat*)[১৫]

পীট এক ধরণের পিঙ্গল ও কালো রঙের পদার্থ—যেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছপালা থেকে সৃষ্টি হয়। তবে এই পীট এমন একটি পদার্থ যা গাছপালার অবশেষ থেকে কয়লার রূপান্তরের প্রথম পর্যায় সূচিত করে। এই সকল গাছপালার

---

১৩. Coulson, *op.* cit., pp. 123-126 বিশদ বিবরণের জন্য

১৪. Coulson, *op. cit.,* p. 42 গবেষণাগারের পরীক্ষা দ্বারা laboratory tests Burma Oil Co., Ltd., Assam.

১৫. Ghosh, Anil Kumar, 'A Study of Calcutta peat and associated sediments', ***Indian Journal of Power & River Valley Development***, vol. 14 (February, 1964, pp.

অবশেষ প্রথম অবস্থায় যখন পাওয়া যায় তখন যাকে নমনীয় এবং অতি সহজেই হাতে বাঁকানো বা পরিবর্তিত করা যায়। তবে এই জিনিষ অতি সহজেই শুকোনো যায় এবং টুকরো করা যায়। কলকাতায় পাওয়া একটি পীট ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত অথবা এর মধ্যে রয়েছে আরও নানাধরণের বহে আসা পদার্থ। কলকাতায় ১৮ ফুট থেকে ৩৫ ফুট গভীর খননের ফলে যে পীট আস্তরণ পাওয়া যায় তা হুগলীর থেকেও পুরাণো; অথবা কোন বিস্তীর্ণ জলাশয় বা জলাভূমিতে জমে পরে কাদায় ঢেকে যায় এবং বহুপরে নদী তার ওপর দিয়ে বহে যায়। পীট আস্তরণের ওপরে জমে থাকা মাটির ভিতর রয়েছে বর্তমানে তাজা জলজ গ্যাসট্রোপেড (gastroped) শেলস (Shells) এর বৈশিষ্ট্য। তবে এই পীট আস্তরণে কোন সামুদ্রিক বা নোনা জলের প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় না। এই কারণে এই ধরণের মাটিকে সাধারণভাবে টাটকা জলের সঞ্চয়ণ হিসেবে ধরতে হবে। এই পীটের যে ধরণের চরিত্র, এর নীচে জমে থাকা মাটির সঙ্গে এর যা পার্থক্য, তাতে বিশ্বাস করা যায় যে নদীর প্রবহমানতাতেও ক্ষয়প্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া পদার্থ বাহিত হয়ে এসেছিলো এবং চারদিকের জলপ্লাবিত সমতল ভূমিতে—যেখানে আরও নানা ধরণের গাছপালা ছিলো এবং মিশে গিয়েছিলো। স্বল্প মাত্রার 'টেকটোনিজম'-এর ফলে এক ধরণের যান্ত্রিক ঘনত্বের সৃষ্টি হয়েছিলো—ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো মাটির আস্তরণের, যাতে বিভিন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত গাছপালার অবশেষ ছিলো, আর তার ওপরেও ছিলো পীট আস্তরণের ছাদ। এই প্রসংগে এ কথা বলাও যায় যে ফুলরেণু অবশেষ এবং স্পোরস্ (spores) এর একটি সুরক্ষিত ফসিল (fossil) পাওয়া গিয়েছে।

14-25); Coulson, op. cit., pp. 43-47; Blanford, *op. cit.*, pp. 156-57. The ফলাফল Metro খনন প্রকাশিত হয় P. K. Ghosh & S. Gupta নামের পত্রিকায় 'Subsoil Character of Calcutta Region', *Proceedings of the Third Symposium on Application of Soil Mechanics and Foundation Engineering in Eastern India*, February 1972, Calcutta, এবং *Statesman* of 26. 5. 1973 ১১০০ ফুট এরও গভীর খননকার্যের বিবরণও ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট নয় 1100 ft. দেখা যেতে পারে Sunirmal Chanda's প্রকাশিত চিঠির *Statesman* তারিখের 4. 6. 1973.

এবং তাঁর ফলে 'লেট কোয়াটেনারি' যুগের বৃক্ষ সংক্রান্ত ইতিহাস সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যায়।

কয়লা (*Coal*)[১৬]

কলকাতার ভূগর্ভে কয়লা আছে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ১৮৩৫-৪০ সালে ফোর্টউইলিয়মে ৩৯২ ফুট গভীরে খননের ফলে যে কয়লাপাথর পাওয়া যায়, তাতে বিশ্বাস করা হয়—তার উৎস মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের উত্তর পশ্চিম কোণে হরিগাঁও (Harigaon) অঞ্চল। এই কয়লা কিন্তু 'আপার' কিংবা 'লোয়ার' গণ্ডোয়ানা ধরণের নয় কিংবা আসামের 'আপার ক্রেটাসিয়াস' ও 'টারসিয়ারি' যুগের সংগে এর কোন মিল নেই। এই কয়লাপাথর সম্ভবত ইন্দো-ব্রহ্ম (Indobrahm) নদী পথে বাহিত হয়ে এসেছিলো।

কলকাতার মাটিতে অস্থি

ফোর্ট উইলিয়মের খননের ফলে প্রাপ্ত ফসিলের কথা আগেই বলা হয়েছে।[১৭] ১৮৩৭ সালে ফোর্ট উইলিয়মে যে খনন করা হয়েছিলো তাতে তুরপুন জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে ৩৫০ ফুট গভীর থেকে ফসিলীকৃত হাড় তুলে আনা হয়। জেমস প্রিন্সেপ[১৮] মনে করেন যে তা ছিলো কোন কুকুর জাতীয় ছোট প্রাণীর 'হিউমেরাস' (Humerus) নামের হাড়ের শেষ নিম্নভাগের অস্থি। এই অস্থিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা অসম্ভব ছিলো কারণ সম্পূর্ণ অস্থি শরীরের অভাবে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয়নি। নীলচে পলিমাটির আস্তরণেও কিছু অস্থি পাওয়া যায়, যখন ১৮২৯ সালে ২০ ফুট গভীর চক্র জলপথ (Circular Canal) খনন করা হয়। ১৮১৩ সালে লেফ্‌টেনান্ট জে, কলভিন যখন দমদমে একটি জলাশয়ের জন্য খনন কার্য শুরু করেন, তখন আরো কিছু অস্থি পাওয়া যায়। "The bones form a kind of regular line with some intervals of a foot or two

---

১৬. Coulson, *op. cit.*, pp. 25-26 পর C. S.Fox, 'Coal in India', *Mem. Geo. Surv. India,* vol. 57 (1931), pp. 49-50, 237-240.

১৭. McLeod, *op. cit.*, pp. 166-67.

১৮. Taylor, JASB. 1837, pp. 236-37 এবং Prinsep's পূর্ণ বিবরণ

between them : they lie pretty close together, their interstices filled with earth."[১৯] এই সকল অস্থিসমূহ অবশ্য ঠিকঠিক ভাবে নির্ধারিত করা যায় নি।

পলিমাটি আস্তরণের গভীরে কোন সামুদ্রিক ঝিনুক বা অন্যান্য ফসিল পাওয়া যায় নি। ২৫০ ফুট গভীরে কিংবা আক্রা রোডের আরও গভীর খনন কার্যের সময়ে যে ফসিল পাওয়া যায়, ডঃ এম. আর. সাহনি মনে করেন সেগুলি হ'ল সাগরশাখা বাহিত। প্রাপ্ত ফসিলগুলোকে মনে করা হয় 'ওস্ট্রিয়া' এবং 'মেরেট্রিক্স' ধরণের। তবে দ্বিতীয় ধরণের নমুনা কেবলমাত্র দুইটি পাওয়া গেছে। "Such estuarine fossils may easily be expected to occur. If we consider Calcutta at the present time, it would need a depression of only some 30 feet or so to inundate most of the delta of the Ganges, and to permit the deposition thereupon of estuarine shells." তবে সাগর শাখা প্রায়ই হয়তো এগিয়ে আসতো বা পিছিয়ে যেতো, যখন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি চলছে। পীট আস্তরণ ও 'Kunkar' আস্তরণ সূচিত করে যে সমুদ্র পর্যায়ক্রমে এগিয়ে এসেছিলো বা পিছিয়ে গিয়েছিলো। 'লেট প্লেইসটোসিন' কিংবা কাছাকাছি সময় এবং প্রধান 'টেকটনিক' সঞ্চালন সময়ের অনেক পরে যখন 'টারসিয়ারী' সমুদ্রতল কখন ফুলে উঠেছিলো বা নেমে যাচ্ছিল, সাধারণ জল সঞ্চালন খুব আস্তে হলেও পর্যায়ক্রমে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল। এর কারণ ছিলো গঙ্গার উপসাগর মুখগুলোতে জলপ্লাবনের সময় পলিমাটি জমে উঠেছিলো। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে এইভাবে যখন জল সরে যাচ্ছিল, তখন কলকাতার[২০] পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভারতের উপদ্বীপ জাতীয় অংশে কিছু কিছু জায়গা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো।

১৯০১—০২ সালের জুলাই মাসে ক্লাইভ বিল্ডিংসের (গিলাণ্ডার হাউস, ৮নং নেতাজী সুভাষ রোড) ভিত্তিস্থাপনের জন্য খনন কার্যের ফলে পাঁচ-ছ'ফুট গভীরে যে পুরানো শামুক, ঝিনুকের আস্তরণ পাওয়া যায় এবং ১৯৮০ সালে ডায়মণ্ডহারবার

১৯. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. II (1833) 'Bones in the Delta Alluvium', pp. 649-50.

২০. Coulson, *op. cit*, p. 22.

রোডে যে একই ধরণের আবিষ্কার হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, কলকাতা এক সময় সামুদ্রিক খাঁড়ির অবস্থায় (estuarine condition) ছিলো। আক্রা রোড, নেতাজী সুভায় রোড এবং ডায়মণ্ডহারবার রোডে যে 'অষ্ট্রিয়া গ্রিফয়ডেস' পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সবই মিওসিন যুগের।[২১]

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে যাদবপুরে[২২] প্রায় সাম্প্রতিক যুগের যে অর্ধ-ফসিলীকৃত কৃষ্ণসার হরিণ বা ঘোড়া পাওয়া যায় তা, ১৮১৩ সালে দমদমে একই ধরণের অস্থি আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কৌতূহল জাগায়। কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে অধুনালুপ্ত অনেক জন্তুর অস্থি মাটির ওপরের দিকে উঠে এসেছে। প্রায় ২০০০ বছরের পুরানো মনে হয় এমন একটি "জীবজন্তুর জগৎ" আবিষ্কৃত হয়েছে মোচপল নামে বারাসতের কাছে একটি ছোট্ট গ্রামে। এই জাতীয় বৃহৎ অস্থি সমূহ পাওয়া যায় যখন গ্রামের অধিবাসীরা একটি পুরানো পুকুরকে[২৩] নতুনভাবে গভীর করছিলো। জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ভূতল-তত্ত্ববিদরা ১৯৭৭ সালে রাইনোসরদের একটি প্রজাতির বেশ কিছু অস্থি অবশেষ সংগ্রহ করেছেন। এই প্রজাতি এখন লুপ্ত কিন্তু এক সময় এরা মীনক্লান অঞ্চল, গোবরা ও কলকাতায় বিচরণ করতো। এই এক শিং যুক্ত 'রাইনো'-রা সম্ভবত ১০০০ হাজার বছর[২৪] আগে কলকাতা ও তার নিকটবর্তী পলিমাটিভর্তি জলাভূমি অঞ্চলে বাস করতো। ক্লাইভ বিল্ডিংসের ভিত্তির নীচে শামুক আস্তরণের সঙ্গে হাতির অস্থি পাওয়া যায়, সম্ভবত এই হাতিরা ছিল 'এলিফাস ইণ্ডিকাস' প্রজাতিভুক্ত। ঐ একই ভূতাত্ত্বিক সময়ের অর্ধফসিলীকৃত হাতির দাঁত কিছুদিন আগে পাওয়া গিয়েছে।

কলকাতার জীবজন্তু যে ক্রমশ বদলে গিয়েছে এ ধারণা সন্দেহের উর্ধে। যে বন্য মহিষ ক্লাইভের সিপাইদের বাগবাজারে আক্রমণ করেছিলো কিংবা মিউনিসি-

---

২১. Brochure এর Exhibition উপর 'Locality Calcutta', Indian Museum, Calcutta, August 24 to September 7, 1980 (পরবর্তী Brochure, Indian Museum) ; S. Chakravarti, 'Stones and bones of a city's dawn', The *Statesman*, November 15, 1982.

২২. Brochure, Indian Museum.

২৩. The *Hindu*, June 27, 1973, UNI report.

২৪. Brochure, Indian Museum.

প্যালিটির আগের যুগে যে সব অতিকায় হাড়গিলে পাখিরা কোন পয়সা না নিয়েই শহর পরিষ্কার রাখতো তাদের অস্তিত্ব আর আমাদের শহরে এখন কোথায়।[২৫] ওয়ারেণ হেস্টিংসের তো খ্যাতিই ছিলো যে তিনি হাতির পিঠে চড়ে ময়দান অঞ্চলে বাঘ শিকার করেছিলেন, আজ সেই অঞ্চলে উন্নতশীর্ষ নিয়ে বিরাজ করছে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল চার্চ।

প্যালিনোলজিক্যাল অনুসন্ধান[২৬]

(Palynological Studies)

কলকাতা যখন জোয়ারের জলাভূমি ছিলো এবং সেই সময় সুন্দরী, ক্যারাপা স্পিসিস (Sundri, Carapa Sp.) ও অন্যান্য যে সকল গাছগাছালির বিস্তার ঘটেছিলো, এখন সেই সকল গাছপালা কোনভাবেই এই নগরীতে চোখে পড়ে না। ক্ষুদ্র উদ্ভিজ জাতীয় গবেষণায় দেখা গেছে যে কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত ফুল পরাগ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি কিয়দংশে সুন্দরবনের বৃক্ষরাজির সমগোত্রীয়।

কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অংশের বৃক্ষ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যবহৃত জলাভূমির বিস্তৃতি ১২ ফুট থেকে ৮২ ফুট ছিল (যেমন, বাগেরহাট ও তৎসহ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতার ৫ মাইল দক্ষিণে লবণহ্রদ এবং বেলগাছিয়া)

---

২৫. Ives, Edward, *A Voyage from England to India in the year 1754*, London, 1773, pp. 110, 183-84.

২৬. Palynological studies have been conducted at the Bose Institute, Calcutta. নিম্নলিখিত তথ্যাদির palynology র Calcutta নির্ভরযোগ্য (a) Chanda, Sunirmal, 'Late Quaternary Vegetational history of Eastern Region' and (b) Chanda, S. & Chatterjee, H., 'Dispersed pollen as indicator of paleoenvironment in Quaternary' এর *Aspects and Appraisal of Indian Palaeobotany*, pp. 608-614 & 651-656 ; (c) Chanda & Mukherjee, '*Science & Culture*, vol. 35, pp. 275-76 ; এবং Mukherjee, Barid

এবং যা উদ্ভিজ সম্বন্ধীয় অথবা গুল্মজ সম্বন্ধীয় পরাগ জাতীয় অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই দ্বিতীয় গুল্মজ জাতীয় পরাগসমূহ একদিকে বনজ ও অপর দিকে রোপিত ঘাস সমূহের বিক্ষিপ্ত ঘনত্ব প্রমাণ করে। মিশ্রিত জলা বনভূমি থেকে পরাগজাতীয় বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব পাওয়া যায় যেমন হেরিটিরেয়া, বউহিনিয়া, এক্সসোম্নি-কেরিয়া, রিজোট ফোরা, সোনেরেটিয়া, ডিপটেরোকারপাস, ব্রুগুইয়েরা, টারমিনালিয়া, প্রভৃতি (Heritiera, Bauhinia, Excoecaria, Rhizotphora, Sonneratia, Dipterocarpus, Bruguiera, Terminalia, etc.) অপর দিকে অপরাপ জাতীয় বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব প্রধানত পাওয়া যায় গ্রামিণি (Gramineae), (বনজ ও রোপিত) এবং গাইপিয়েরাসি, চেনোপোডিয়েসি, আমবেলিফেরি, কমপোসিটি, (লিগুলিফ্লোরা এবং টিবিউলিফ্লোরা) ম্যালভাসি, অ্যামরাণটেসি, ক্যারিওফাইলেসি, পলিগোনেসি, লিলিয়েসি' অ্যাকাণ্টপাস ইলিসিফোলিয়াস, প্যাণ্ডানাস, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Umbelliferae, Compositae (Liguliflorae and Tubuliflorae,) Malvaceae, Amarntaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, Liliaceae, Acantpus Ilicifolius, Pandanus) (যাহা অপারগ জাতীয় বৃক্ষ কিন্তু গুল্ম) ইউফোরবিয়া, ক্রোটালারিয়া, ক্লিয়োডেনড্রাম, প্ল্যানটাগো, এপিলোবিয়াম (Euphorbia, Crotularia, Clerodendrum, Plantago, Epilobium) প্রভৃতি এবং জলজ স্থান হইতে যেমন টাইফা, লিমান্থানথিমাম, হাইড্রোসেরা প্রভৃতি (Typha, Limnanthemum, Hydrocera, etc.) পাওয়া যায়। প্ল্যানটাগো, অ্যামানিয়া, অসিমাম, ক্রোটালারিয়া, টাইনোসপোরা, প্রভৃতি (Plantago, Ammania, Ocimum, Crotalaria, Tinospora, etc.) জাতীয় শস্যদানার প্রাচুর্য যার অস্তিত্ব ছিল তা দেখে মনে হয় আদিম মনুষ্যজাতির সম্ভাবনা হয়তো ছিলো।

Baran (i), 'Quaternary pollen analysis as a possible indicator of pre-historic agriculture in the deltaic part of West Bengal, India', *Journal of Palynology*, vol. 8 (1972), pp. 144-151 ; (ii) 'Pollen analysis of a few Quaternary deposits of Lower Bengal Basin', *Proceedings of the seminar on Paleopanology and Indian Stratigraphy*, 1972, pp. 357-74.

১৮৩৫—১৮৪০[২৭] সালের মধ্যে ফোর্টউইলিয়ম এলাকায় খনন কার্যের সময় ইউরেলিফেরক্স, মাদ্রাজী কিউকামবার (কিউকামিস মাদ্রাজ পাটামাস, ওয়াইল্ডেনাউ) (Euryale ferox, Madras cucumber (Cucumis Madraspatamus, Wilddenow) জাতীয় শস্য, ফিকাস কার্ডিফোলিয়া (Ficus cardifolia) জাতীয় পাতা এবং স্যাকারাম সারা, রক্সবার্গ (Saccharum sara, Roxburgh) জাতীয় শর্করা ঘাস প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিলো।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে প্ল্যানটাগো প্রভৃতি (Plantago etc.) জাতীয় গুল্মজ উদ্ভিদবীজ সেই সময় প্রভূত চাষ করা হত এবং এতেই প্রমাণিত হয় যে সেই সময়ে কলকাতার জলাভূমি সংক্রান্ত এলাকায় মনুষ্যজাতি ছিলো এবং তাদের বিক্ষিপ্ত চাষ আবাদের অভ্যাস ছিলো। যদিও বীজের ম্যাকরোফসিল, কারপেনাইজড রিমেনস অফ ফুড গ্রেইনস, চারকোল, পটশ্রেডস, প্রভৃতির ভূতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান এই বক্তব্যে বিশ্বাসী নয়। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বের কলকাতায় জলাভূমির অবস্থা কখনই মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত করে না। জলাভূমির প্রবহমান অবস্থার জন্যে এবং ক্ষীয়মান মনুষ্য প্রজাতির জমিকর্ষণ লক্ষণ প্রমাণ করে ফসিল পোলেন বা বনজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব। জলাভূমিতে প্রাপ্ত ১০০০ বছরের পুরানো ধান গাছ প্রমাণ করে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বেই কলকাতায় মনুষ্য প্রজাতির সূত্রপাত ঘটে এবং এই তথ্যের যথেষ্ট প্রমাণও প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত করা যায়।

প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক সূত্র (Numismatics)

গুপ্তযুগের কিছুসংখ্যক ২০০ বছরের পুরানো স্বর্ণমুদ্রা ১৭৮৩ সালে কালিঘাট অঞ্চলে একটি কলসের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সকল সঞ্চিত মুদ্রা বিনয়া গুপ্ত, নরসিংহ গুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে মহারাজ নবকিষেণ কর্তৃক এই সকল মুদ্রা তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। হেস্টিংস এগুলিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং পরে তা গ্রেট বিটেনের মিউজিয়ম (যাদুঘর) ও সাধারণ

২৭. Hooker, J. D., *Himalayan Journals*, vol. II, London, p. 341.

পাঠাগারে গচ্ছিত হয়। বেশির ভাগ. মুদ্রাই ধনুকাকৃতি। মুদ্রার একদিকে ধনুর্বিদ রাজার প্রতিকৃতি অঙ্কিত যাঁর মাথার চতুর্দিকে পুরাণের গরুড়ের ছবি এবং অপরদিকে পদ্মাসনা দেবী লক্ষীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত।[২৮]

অত্যন্ত দুঃখের ও রহস্যের ব্যাপার যে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট সংযোগস্থলের জেনারেল ব্যবহৃত পুষ্করিণীটি মেট্রো রেলওয়ের খননকার্যের সময় এই সকল পুরোনো মুদ্রা পাওয়া যায় কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদ্বারা তার কোন সঠিক অনুসন্ধানই করা হয়নি।[২৯]

কলকাতার অদূরবর্তী অঞ্চলে এইজাতীয় কিছু গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। হুগলী জেলার প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দাদপুর নামের জায়গায় (থানা দাদপুর) হাসনান গ্রামে একটি পুষ্করিণীর কাছে কিছু গ্রাম্য বালকেরা খেলাধুলার সময় প্রায় ১১টি স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পায় এবং হুগলী জেলার এই হাসনান গ্রামেই দ্বিতীয় বৃহত্তর পরিমাণের গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রার সঞ্চিত থাকার অবস্থা জানা যায় (১৮৮৩ সালে সর্বপ্রথম হুগলী জেলার নিকটে এই রকম ১৩টি গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়) এবং এগুলি যথাক্রমে চিহ্নিত করা হয় যেমন— (১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের (২) প্রথম কুমার গুপ্তের সময়ের (৩) নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের সময়ের (৪) দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের সময়ের এবং (৫) বিষ্ণু গুপ্তের সময়ের। একমাত্র প্রথম কুমার গুপ্তের সময়ের মুদ্রা ব্যতীত অন্য সকল সময়ের (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—৪, নরসিংহ গুপ্ত—২, কুমার গুপ্ত—১, বিষ্ণু গুপ্ত —১) মুদ্রাই ধনুকাকৃতি। প্রথম কুমার গুপ্তর সময়ের একটি মুদ্রার একদিকে ঘোড়সওয়ারের প্রতিকৃতি এবং অপরদিকে কোন দেবী ময়ূরকে খাওয়ার দেওয়ার ভঙ্গীমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বের পূর্বে বাংলাদেশের আর এক শাসনকর্তা সমাচারদেব (নরেন্দ্রবিনীতা) এই জাতীয় স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন যা গুপ্ত যুগের রাজত্বকালের মুদ্রার সঙ্গে তুলনীয়।[৩০]

এই সকল বিষয়ই প্রমাণ করে যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে কালীঘাট ও হাসনান

২৮. Brochure, Indian Museum.

২৯. The *Statesman*, May 15, 1976.

৩০. Press Note No. 1087 (200) IPR/P dt. Calcutta, September 22, 1976 প্রচারিত News Bureau, Information and Public Relations Dept., Govt. of West Bengal. **এই সকল মুদ্রা গচ্ছিত আছে West Bengal Government Archaeological gallery.**

গ্রামের নিকট থেকে কলকাতার অবস্থিতি শুরু হয় এবং নামী জ্যোতিবিদ বরাহমিহির রচিত বৃহৎসংহিতাতে (গুপ্তযুগের সময়ে) এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৮২ সালে ধাপা নামক জায়গা থেকে ভারতীয় যাদুঘর কর্তৃক সংগৃহীত কচ্ছপাকৃতি দুটি চুনাপাথরের ক্ষয় অবশেষ অনেকটা বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের ন্যায় আবিষ্কৃত হয়। এই ধাপা অঞ্চলটি বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীন যা পরে জেলেদের আবাস স্থল হয়। কলকাতার যাদুঘরে এমনই আরও দুটি মূর্তি আছে। অনুমান করা যায় এগুলি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর। এই মূর্তি দুটির একটি প্রস্তরাকৃতি গুপ্তযুগের বিষ্ণুর মুখমণ্ডল-এর মতো এবং পাওয়া যায় বেহালা নামক জায়গায় অপরটি চুনাপাথরের বিষ্ণু আকৃতি—পাওয়া যায় বড়িষা নামক জায়গায় যা এখন ভারতীয় যাদুঘরে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে রক্ষিত আছে।[৩১]

কলকাতা কি তৈলস্তরে ভাসমান?

ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের শেষদিকে 'প্লিওসিন' এবং 'লোয়ার ইওসিন' যুগে পাওয়া বালুরাশির অতলে পেট্রলিয়ম ও গ্যাস-এর সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্তরের উপরিভাগে ছিলো চুনাপাথরের আবরণ। 'মিওসিন বেড' (Miocene bed)-এর ৮০০০ ফুট ভূপৃষ্ঠের গভীরতায় আছে একপ্রকার হাইড্রোকারবন গ্যাস এবং এই গ্যাস বালুরাশির স্তরভেদে এমনভাবে থাকে যে কখনও কখনও এই গ্যাসে সমতা একরকম থাকে না। পরিবর্তে দুইটি স্তরে একটি ফাঁকা শূন্য অংশের সৃষ্টি হয়। প্লিওসিন স্তরের সঙ্গে মিওসিন-প্লিওসিন স্তরের অসাম্যতায় সঠিক হাইড্রোকারবণ-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ইণ্ডো স্ট্যানভ্যাক পেট্রলিয়ম প্রজেক্ট কর্তৃক প্রদত্ত অতি অনির্ভরযোগ্য তথ্যে জানা যায় যে কলকাতার আশপাশের কোথাও কোনরকম গ্যাস বা ঐ জাতীয় তরল পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমেরিকা আমাদের নিরাশ করেছে, কিন্তু তৈলানুসন্ধানের পুরো ব্যাপারটিই এখন রাশিয়া দ্বারা পরিচালিত। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশে কোথাও এই তৈলস্তর পাওয়া সম্ভব কিনা, রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিকরা বা তাদের ভারতীয় সহযোগীরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। যদিও আমরা শুনি যে কলকাতা তৈলস্তরে ভাসমান। যদিও অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কলকাতা বা তার নিকটে প্রায় ১৬,৫০০ ফুট মতো খননকার্য চালিয়ে তৈলানুসন্ধানের কাজ চালানো হয়েছে। একথা এই মুহূর্তে বললে ভুল হবে যে কলকাতার ভূতলে

৩১. Brochure, Indian Museum.

বাণিজ্যিক তৈলস্তরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের আবিষ্কারের জন্য কলকাতার মাটিতে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন নিয়মমাফিক খননকার্য হয়নি, মোটামুটিভাবে পাওয়া ভূতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বাংলাদেশের জলাভূমি এবং গাঙ্গেয় ত্রিকোণ অক্ষরেখারই একটা অংশ কলকাতা এবং এটাই 'জুরেসিক' (Jurassic) সময়ের সত্যতা প্রমাণ করে। অগভীর সমুদ্রের বালির স্তর যার উপরিভাগে আছে চুনাপাথরের আস্তরণ এমন দৃষ্টান্তই 'প্লিওসিন' এবং লোয়ার 'ইওসিন' যুগের প্রারম্ভিক ইতিহাস সূচিত করে। মিডল ইওসিন এবং আপার ইওসিন সময়ে সমুদ্রের অপসরণ শুরু হয়। মিওসিন সময়ে বাংলাদেশের জলাভূমির পূর্ব অংশবিশেষের বিস্তৃতিতে হিমালয় অঞ্চলও এমনভাবে হয়ে ওঠে যে ভূপৃষ্ঠের ইওসিন গালফ ব্যাহত হয়। 'প্লিওসিন' ও 'প্লেইসটোসিন' (Pleistocene) সময়ে সমুদ্র অনেক দূরে সরে যায়। বাংলাদেশের জলাভূমির নিম্নভাগেই অগভীর সামুদ্রিক পরিবেশ-এর গভীরতা প্রমাণ করে, সমুদ্র ক্রমশই প্লিওসটিন সময়ের শেষদিকে দূরে চলে যায় এবং একসময় 'হোলোসেন আলুভিয়ম (Holocene Alluvium) নামের একটি কঠিন স্তর পুরাতন স্তরকে ঢেকে ফেলে। অ্যালুভিয়ম স্তর দৈর্ঘে প্রায় ১৫,০০০ ফুট থেকে ২০,০০০ ফুট, প্রায় ১৬,৫০০ ফুট গভীরতাতেও শক্ত পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইতিহাসের সূচনা সময়ে জলীয় পরিবেশই বেশি লক্ষ্য করা যায়। আজকের যে সুন্দরবন অঞ্চল একসময় কলকাতাকে ঘিরে রেখেছিলো তা প্রায় ৫০০০ বছরের পুরানো। উদ্ভিদসংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গেছে ৫০০০ বছর আগে যদি এই সুন্দরবন কমিয়ে ফেলা যেত তবেই ক্ষুদ্রভাবে মনুষ্য বসতি সম্ভব ছিলো। যদিও ক্ষুদ্র শস্য আকর, খাদ্যদানা, কয়লা, মৃত্তিকাপাত্রভাণ্ডা, এবং অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক দ্রব্যাদির অবলুপ্তিই ৫০০০ বছর পূর্বের কলকাতায় চাষ-আবাদ বা মানব বসতির অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা দূর করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগের সময়েই যথা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বা তারও আগে যে কলকাতায় মানববসতি ছিলো তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতানুটিতে জোব চার্নক-এর (Job Charnock) অবস্থানের অনেক আগেই কলকাতা বন্য পশুদের ঘন ঘন যাতায়াতের জায়গা ছিলো। ক্রমাগত বন অপসারণ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনই আজকের কলকাতাকে রূপায়িত করেছে। যদিও কলকাতা তার অতি কোন পুরানো অতীত আছে কিনা দাবী করতে পারে না, তবুও চার্ণকের তৃতীয় ও শেষ সময়ের মধ্যাদিনের বিরতি ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধ ও সুনিশ্চিত ইংরেজ শাসনের স্থিতির কথা ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিকাতা, ক্যালকাটা, কোলকাতা

'কলকাতা' (তথা : ক্যালকাটা, কলিকাতা) নামের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করা তখনই সহজ হবে যখন আমরা এই শব্দের ভাষাগত মূলটি খুঁজে পাব। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর পূর্বতীরে এই শহরেরর অবস্থিতি একথা কিন্তু প্রমাণ করে না যে 'কলকাতা' নামের মূল বাংলাভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভাষাগত ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করার আগে দেখা যাক যে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই নামটির উল্লেখ সর্বপ্রথম কোথায় পাওয়া যায়। মাদ্রাজ থেকে ফিরে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট জোব চার্নক (Job Charnock) এইখানে কুঠি স্থাপন করেন এবং তারপর থেকেই স্থানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় 'কলকাতা'

১. ইংরেজি : 'ক্যালকাটা' (Calcutta) নামটি বর্তমান রূপে প্রথম উল্লিখিত, বানান করা ও লেখা হয় ইংরাজিতে, বাংলাভাষায় নয়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে ঢাকা থেকে চার্লস আয়ার (Charles Eyre) ও রজার ব্র্যাডিল (Rogger Braddyll) জোব চার্নক-কে এক পত্র লেখেন, তাতে বলা হয় : '...he (the Nawab) will grant us his parwanna also for building at Calcutta (sic) with ground sufficient for a town or.two as you desire.'[১] এই নথির যিনি সম্পাদক তিনি শব্দটিকে ভুল মনে ক'রে বন্ধনীর মধ্যে 'sic' শব্দটি বসিয়ে দেন। ১৬৮৯-এর ৯ জুলাই আয়ার ও ব্র্যাডিল ঢাকা থেকে মাদ্রাজে কম্পানীর প্রেসিডেন্টকে (Elihu Yale) আর একখানি পত্র লেখেন, তাতে বলা হয় :'...the newes of the Agents & c's departure from Calcutta which so displeased the Nabob that he immediately ordered the Cotwall and about 200 gun men to enter our house....[২]

এই পত্রের আরো এক জায়গায় 'ক্যালকাটা' নামের উল্লেখ রয়েছে।[৩] আয়ার

---

১. *Records of Fort St. George : Letters to Fort St. George for 1688, Public Sundries* no. 3, Madras, 1915, p. 91.

২. J. T. Rankin, 'Dacca Diaries', *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* (New Series), vol. XVI, 1920, no. 4, p. 120.

৩. J. T. Rankin, *ibid*, p. 124.

ও ব্র্যাডিল ১৬৮৬-র ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬৮৭-র ৯ ফেব্রুয়ারি এবং ১৬৮৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৬৮৮-র অগাস্ট পর্যন্ত জোব চার্নক-এর সঙ্গে সুতানটি ('Chuttanutte') গ্রামে বাস করেছিলেন। ১৬৮৮-র অগাস্ট মাসের গোড়ার দিকে তাঁরা ঢাকায় চলে যান। সুতানটির দক্ষিণে অবস্থিত 'ক্যালকাটা' গ্রামের সঙ্গে তাঁরা ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। সুতরাং এটি নকলনবিশ বা শ্রুতি-লেখকের কোনো ভুল নয়। উপরন্তু তাঁরা ক্যালকাটা-র 'লবণহ্রদে'র কথাও উল্লেখ করেন। অতএব তাঁদের ভৌগোলিক জ্ঞান ভুল হতে পারে না।

কম্পানীর প্রতিনিধি (Agent) জোব চার্নক ১৬৮৬ থেকে ১৬৮৭ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট ইয়েল ও অন্যান্যদের কাছে লিখিত তাঁর পত্রগুলিতে 'ক্যালকাটা' নামটি ব্যবহার করেন নি। বেশকিছু সংখ্যক চিঠির উপরে অবশ্য 'সুতানটি' নামটি দেখা যায়।[৪] এর কারণ মনে হয়- সে সময়ে মাদ্রাজ বা অন্যত্র বসবাসকারী কম্পানীর কর্মচারীরা ক্যালকাটা-র ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ইংরেজ নাবিকদের দিগ্‌দর্শন-পুস্তিকায় বা মানচিত্রে[৫] 'ক্যালকাটা' নামের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে বলা যায় যে নদীতীরবর্তী দু'টি গ্রাম গোবিন্দ-পুর ও সুতানটির মধ্যবর্তী স্থানে জনমানুষের বাস ছিল না। আমরা জানি হুগলি নদীর সমগ্র বামতীরে 'ক্লাইভ স্ট্রিট' (বা নেতাজী সুভাষ রোড) স্থানটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশী। সিম্ (Simm) সাহেবের কলকাতা জরিপের (১৮৫১) হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় বস্তুতপক্ষে গোটা আধুনিক কলকাতার সর্বোচ্চ ভূভাগ হল ক্লাইভ স্ট্রিট। এই স্থান খিদিরপুরের জোয়ার-ভাঁটা মাপক যন্ত্রের সমতল (0 = zero) থেকে ৩১ ফুট উচু—সেখানে কলকাতা শহরের সর্বনিম্নস্থান খাল্লুয়া-বাজারের উচ্চতা মাত্র ১৮ ফুট।[৬]

চট্টগ্রামের নিষ্ফল অভিযান থেকে মাদ্রাজে ফিরবার পর থেকেই (৩ মার্চ, ১৬৮৯) জোব চার্নককে সরকারী নথীপত্রে 'ক্যালকাটা' নামটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। ক্যাপটেন হিথ (Capt. Heath)-এর অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য

৪. Records of Fort St. George etc. *Public Sundries*, no. 3, pp. 93. 94, 98 & 101 Thomas Walthrope writes 'Chuttanutta', *ibid*, p. 100.

৫. Henry Yule, *The Diary of William Hedges Esq.*, 3 volumes, Hakluyt Society, *London*, 1887-89 ; vol. III, p. 199.

৬. H. Blochmann, *Calcutta During Last Century : a Lecture*, Calcutta, 1868, p. 3. (*Keepsake*, pp. 59-60).

করবার সময় তিনি তিনবার 'ক্যালকাটা' নামটি ব্যবহার করেন। এই নথির তারিখ হল ২২ মার্চ, ১৬৮৯।[৭] ক্যাপটেন হিথ ও তাঁর ১৬ আগস্ট ১৬৮৮-র (নকলনবিশ ভুল ক'রে ১৬ মার্চ ১৬৮৯ লিখেছেন) কার্যবিবরণীতে তিনবার 'ক্যালকাটা' নামটি ব্যবহার করেছেন।[৮] যদিও এই তথ্যগুলি মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ-এ নথিবদ্ধ করা হয়েছিল, এখন সেগুলি কেবলমাত্র লণ্ডনে সংরক্ষিত কম্পানীর কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যাবে। সুতরাং ২৪ আগস্ট ১৬৯০-তে জোব চার্নক কর্তৃক কলকাতা নগরী 'প্রতিষ্ঠিত' হওয়ার আগে কম্পানির কাগজ পত্রে কমপক্ষে নয়টি জায়গায় আমরা 'ক্যালকাটা' নামের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। অতএব ইংরেজ অধিকারের আগেই গ্রামটির অস্তিত্ব ছিল এবং এর ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা করা গেল।

এই নগর পত্তনের চল্লিশ বছরের মধ্যে ১৭২৭-এ এক ইংরেজ সাহেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে 'ক্যালকাটা' নামটি প্রথম ছাপার অক্ষরে দেখা যায়।[৯] ক্যাপটেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (Capt. Alexander Hamilton)-এর ১৭০৮-এ কলকাতায় বাড়ি ছিল। তাঁর কলকাতার বিবরণটি মজাদার খোশগল্পে ভরা।

কলকাতা (= Calcutta), সুতানটি (= Soota Loota) ও গোবিন্দপুর (= Govingpur) গ্রামগুলি থেকে যেসব খাজনা আদায় করা হতো তার হিসাব ১৭০৩-এর পর থেকে কম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যাবে।[১০]

১৬৯৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম থেকে প্রদত্ত সরকারী নথি ও চিঠিপত্রে 'ক্যালকাটা' নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯১২ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। যাই হোক, ১৭০৪-এর পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্মচারীদের ও এই নগরবাসী অপরাপর ইংরেজদের উইলগুলি 'ক্যালকাটা' স্থানাংকিত হয়ে আছে।[১১] ১৬৮৮ থেকে কম্পানির কর্মচারীরা এই

৭. Yule, *Hedges' Diary*, vol. II, p. 81 (O. C. 5564),
৮. Yule, *Hedges' Diary*, vol. II. p. 79 (O. C. 5663).
৯. Alexander Hamilton, *A New Account of the East Indies*, 2 volumes, Edinburgh, 1726 & London, 1744 ; new edition, London, 1930, vol. II for Calcutta
১০. C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, London, 1895, vol. I, p. 221.
১১. Wilson, *Early Annals*, I, pp. 350-51.

শহরের নামের বানান যেমনভাবে ক'রে এসেছেন আজও আমরা ঠিম তেমন ভাবেই করছি। একমাত্র মেজর রাল্ফ স্মিথ (Major Ralph Smyth) ১৮৫৭-তে কালীঘাট্টা ('Kaleeghatta')[১২] নামটি ব্যবহার করেছেন Bengal and Agra Annual Guide & Gazetteer অনুসরণে।[১৩]

জন বার্নেল (John Burnell) ১৭১৩-তে কলকাতা পরিদর্শনে আসেন। তিনি ক্যালকাটা নামের বানান 'Calecutta' (ক্যালেকাট্টা)[১৪] লেখা পছন্দ করেন। ১৭৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের Gentleman's Magazine-এ[১৫] 'Golgota' (গোলগোটা) বানান লেখা হয়। মণ্টগোমারি মার্টিন (Montgomery Martin) উল্লেখ করেছেন—'Old fort of Govindpoor (the original Calicata)'।[১৬] স্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেব History of Bengal (১৮৩ সং পৃ ২-৩৪৬)-এ লিখেছেন Calicotta (ক্যালিকোট্টা)।

২. ফার্সি: ফার্সি ভাষায় কলকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬৯৮-এ বেহালা/বরিশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের ছোট তরফ কর্তৃক সম্পাদিত এক 'বায়নামা'-য় বা হস্তান্তর দলিলে। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিম-উশ-শান ৬০ হাজার টাকা নজরানার পরিবর্তে ইংরেজ কম্পানিকে সুতানটি কলকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারীর অধিকার দান করেন। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা আজিম-উশ-শানের চাপে তিনটি গ্রামের জমিদারী-অধিকার মাত্র পনের শো টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৬৯৮-এর ১০ নভেম্বর এই হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়। এই ফার্সি নথিটিতে বলা হয়েছে: '...We conjointly sold and made a true and legal conveyance of the village *Dihi Kalkatah* and *Sutanati* within the jurisdiction of *parganah Amirabad* and village *Govindpur*

---

১২. Ralph Smyth, *Statistical & Geographical Report of the 24 Pergunnahs District*, Calcutta, 1857, p. 57.

১৩. vol. II, 3rd edition, 1841.

১৪. Orme Manuscripts, vol. IX, pp. 2161; *Bengal Past & Present*, vol, 26, pp. 113-31.

১৫. মূল পত্রিকা দেখা সম্ভব হয় নি।

১৬. *The Indian Empire Illustrated*, vol. III, London, p. 67, 65.

under the jurisdiction of *parganah Paeqan* and *Kalkatah*, to the English Company…[১৭]. অতএব এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেই সময়ে কলকাতা ছিল একটি 'ডিহি' (গ্রাম) এবং একই সঙ্গে একটি 'পরগনা'।

আবুল ফজল আল্লামীর 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯৬)-তে কি কলকাতার উল্লেখ আছে? ফার্সি ভাষায় লিখিত এই আইন বইখানি সম্পাদনা করেছিলেন ব্লকম্যান (H. Blochmann)। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাঁদের Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় ১৮৬৭ ও ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এটিকে ২ খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৮৭৩-এ প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ করেন ব্লকম্যান (D C Phillot কর্তৃক ১৯২৭-এ এটি পরিমার্জিত হয়) এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেন জ্যারেট (H. S. Jarret)—প্রকাশিত হয় ১৮৯১ ও ১৮৯৪-তে। খণ্ড দু'টি পরিমার্জিত করেন স্যার যদুনাথ সরকার ১৯৪৮-৪৯-এ। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে গ্ল্যাডউইন (Francis Gladwin) 'আইন' বইটি ২ খণ্ডে অনুবাদ করেন। গ্ল্যাডউইন ও ব্লকম্যান উভয়েই মূল বইটিতে পড়েছেন—'কলিকাতা ব বকোয়া ব বরবকপুর, ৩ মহল' (আইন—মূল I, p 408; জ্যারেট-কৃত অনুবাদ—ii, p 141)। 'আইন-ই-আকবরী'-র বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই অংশের বিভিন্ন পাঠ আছে। যেমন— 'Kln' (=কালনা), 'Klt' (=কলতা), 'Tlp' (=তলপা)। প্রাচীনতম দু'টি পাণ্ডুলিপিতে 'কলকাতা' ও 'তলপা' দু'টি ভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়।[১৮] যদুনাথ সরকার এই পাঠভেদ বাতিল ক'রে বলেছেন: 'Calcutta is unlikely. I prefer the variant in text Kalna'[১৯]

আমাদের ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, 'আইন-ই-আকবরী'-তে 'কলকাতা' শব্দের উল্লেখ ইচ্ছাকৃত, যদিও অন্য দু'টি স্থান 'বকোয়া' ও 'বরবকপুর'-কে এর সংলগ্ন মহাল হিসাবে চিহ্নিত করা কঠিন। ব্লকম্যান নিজে সরকার সাতগাঁওয়ের

১৭. The *bainama*, Persian as well as the English translation of W. Irvine, is reproduced in A.K. Roy's *Short History of Calcutta* (Census of India, 1901, vol. II), 1902, p. 29 &, p. 34.

১৮ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কলকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি' 'দেশ', ৯.৩.১৯৬৮। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (৪৫শ বর্ষ: ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) থেকে পুনর্মুদ্রণ।

১৯. *Ain-i-Akbari*, revised edition, volume 3.

অন্তর্গত এই তিনটি মহালকে চিহ্নিত করতে পারেন নি।[২০] কলকাতা ছিল একটি মহল, একটি 'খাসমহল'। 'বায়নামা'টি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে 'কলকাতা' কেবল একটি গ্রামই ছিল না, একটি পরগনাও ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ফার্সি ভাষায় লিখিত অন্য কোনো বাংলার ইতিহাসে 'কলকাতা'-র উল্লেখ পাওয়া যায় না। উডনি-র (George Udny) পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে গোলাম হোসেন সালিম (Ghulam Hussain Salim) *Riyaz-us-Salatin* নামে একখানি বাংলার ইতিহাস লেখেন। গোলাম হোসেন মালদায় উডনি সাহেবের একজন 'ডাকমুন্সি' (পোস্টমাস্টার) ছিলেন। তিনি তাঁর বইটিতে বলেছেন: 'The city of Calcutta was a village in a *taluqah* endowed in favour of Kali, which is the name of an idol which is there. In as much as in the language of Bengal, 'Karta' and 'Kata' means 'master', or 'lord'; therefore this village was named Kalikata, meaning that its owner was Kali. Gradually by a process of the modulations of the tongue the *alif* and the *ea* being dropped, it was called *Kalkata*.'[২১]

অপর এক ফার্সি ঐতিহাসিক মুহব্বত খাঁ-ও (Nawab Muhabbat Khan) 'কলকাতা' নামের মূলে এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: Calcutta formerly was only a village, the revenue of which was assigned for the expenses of the

২০. W. W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol. I (Districts of the 24 Parganas and Sundarbans), London, 1875, pp, 354-389 for Blochmann's 'Geographical and historical notes on the Burdwan and Presidency divisions of Lower Bengal', compiled for Dr. W. W. Hunter's Statistical Account, p. 364. "The situation of the other two *mahals* is still a matter of doubt; even the name 'Bakuya' is not certain. Gladwin has 'Makuma'. The revenue paid by the three *mahals* in 1582 amounted to 23,404 318"

২১. *Riyaz-us-Salatin*, translated by Maulavi Abdus Salam, Calcutta, Asiatic Society, 1904, p. 30; *Bengal Past & Present*, III (April-June 1909), ser. no. 8, pp. 206-11.

temple of Kali Devi, which stands there.'[২২] 'তিনি আরো বলেন: 'As in the Bengali language the words *Karta* and *Kata* mean proprietor of that Kali, in course of time, by the elision of *i*, it became to be called Calcutta'. যেহেতু মুহব্বত খাঁ র 'আকবর-ই-মুহব্বত' ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে লিখিত, তাই তিনি প্রচলিত ধারণার কথাটি না বলে থাকতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলকাতা গ্রামের খাজনা কখনো দেবীর উদ্দেশে অর্পিত হতে দেখা যায় নি। কারণ, এই গ্রামটি একটি 'খাসমহল' বা বাদশাহী জায়গীরের অন্তর্গত ছিল, যার মালিক ছিলেন আমাদের সুবিদিত উগ্র প্রতিমা পূজা বিরোধী, সম্রাট আওরঙ্গজেব। তাঁর গোচরীভূত প্রত্যেকটি হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। ১৮০৯ পর্যন্ত কালীঘাট মন্দির তার বর্তমান স্থানে অবস্থিত ছিল না। দেবীর 'দেবোত্তর' সম্পত্তির কথা কোনো মালিকানা হস্তান্তরের দলিলে উল্লেখ করা হয় নি।[২৩-২৪] 'বায়নামা'য় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানটির জমিদাররা 'ন্যায়সংগত বিক্রয় ও হস্তান্তর নিষেধ হয় এমন কোনো অধিকার বা আইনের বাধা মুক্ত' এই জমি হস্তান্তরিত করলেন।[২৫] সুতরাং মহাব্বত খাঁর বক্তব্য ভুল।

---

২২. Elliot & Dowson, *History of India as told by its own Historians*, vol. VIII, p. 378; *Hedges' Diary*, II, p. 98. Nawab Muhabbat Khan wrote 'A General History of India from the Time of the Ghaznivides to the Accession of Muhammed Akbar, at the close of year 1806' which bears the title of *Akbar-i-Muhabbat*.

২৩. The letter of Govinda Prosad Pundit, Deputy Collector of 24 Parganas dated 15 January 1855 to the Collector of 24 Parganas in the *History of Kalighat* (Bengali) by Nidhulal Bhattacharya, pp. 113-16.

২৪. *Kalighat Temple Gase:* Scheme as prepared by the Hon'ble High Court of Calcutta…and modified by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi, published by Committee; no date, Calcutta, 68 pages.

২৫. *Bainama in* A. K. Roy's *Short History*, p. 34.

৩. সংস্কৃত : বহু পুরাকাল থেকে কলকাতা নামে একটি স্থান বর্তমান ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা এর নাম দিয়েছিলেন "কালীক্ষেত্র"। এটি "বহুলা" থেকে দক্ষিণেশ্বর" পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "বহুলা" হল বর্তমানের বেহালা এবং "দক্ষিণেশ্বরের অবস্থান আজও তেমনি আছে। পুরাণে আছে "সতী" অথবা কালীর বিখণ্ডিত দেহের একটি অংশ এই সীমানার মধ্যে কোনো এক স্থানে পড়ে, এই কারণে এই ক্ষেত্রের নাম হয় "কালীক্ষেত্র"। "কলকাতা'' কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ মাত্র। বল্লাল সেনের আমলে এটি শেরের (Sera) বংশধরদের অধিকারে ছিল।' —.৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে পদ্মনাভ ঘোষাল একথা লিখেছিলেন।[২৬] ঘোষাল অবশ্য উল্লেখ করেননি কোন্ পুরাণে 'কালীক্ষেত্রে'র এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যাবে।

বেহালা যে এক সময় বৌদ্ধ প্রভাবিত এলাকার মধ্যে ছিল সেটা চণ্ডীতলার মন্দির বা হরিসভা রোডের কাছে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম (বা বুদ্ধ) ঠাকুরের মন্দির থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত হয়। 'The Dharma Thakur, the image of the Buddha in the Behala temple, which is now a wretched mud-hut, is worshipped by a Kapalika.' এই স্থানটির নাম ধর্মতলা। কালীক্ষেত্রের কাহিনী এবং তাতে বেহালার অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের ফল।[২৭]

যাই হোক সাবর্ণ চৌধুরীদের এক বংশধর এ. কে. রায় (A K.Roy) কালীঘাট বা কালীক্ষেত্রকে পীঠস্থানের তালিকাভুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন : "নিগমকল্পের" পীঠমালায় বলা হইয়াছে, কালীক্ষেত্র "বহুলা" হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত দুই যোজন (১৬ মাইল) বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থিত ত্রিভুজাকৃতি এক ক্রোশ বা দুই মাইল পরিমিত স্থানকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।'[২৮]

---

২৬. The *Indian Antiquary*, 1873, p. 370 ; W. Newman & Co.'s *Hand-book to Calcutta*, Calcutta, 1875, p. 1.

২৭ *Calcutta Review* (No. 291, January) 1918, pp. 68-72 for Rai Sahib Dinesh Chandra Sen's article, 'The antiquities of Kalighat and its neighbourhood'.

২৮. A. K. Roy's *Short History of Calcutta* p. 5. বঙ্গানুবাদ— 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', বঙ্গ-ইণ্ডিয়া ১৯৮২, পৃ ১১।

পীঠ বা পীঠস্থানের কথা আছে এমন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরাণ 'কালিকাপুরাণে' কালীঘাট বা কালীক্ষেত্রের উল্লেখ নেই। সুতরাং এ. কে. রায়ের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। 'দেবীভাগবত' অবশ্য প্রামাণিক পুরাণগ্রন্থ নয়, তবুও তাতে যে ১০৮টি 'পীঠস্থানের' তালিকা রয়েছে তার মধ্যে কালীঘাট বা কালীক্ষেত্রের নাম নেই। 'মহানির্বাণতন্ত্রে' তো এই পীঠকে একেবারে স্বীকারই করা হয় নি। আধুনিক কালের তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন 'বৃহৎ' বা 'মহানীলতন্ত্র,' 'আচারনির্ণয়', 'মহালিঙ্গার্চনতন্ত্র' এবং 'তন্ত্রচূড়ামণি'তে কালীঘাট ৫১ 'পীঠে'র অন্তর্গত 'কালীপীঠ'। 'কালীপীঠ' কালীঘাটের উপনাম হিসাবে স্বীকৃত। প্রচলিত কালীঘাট-কাহিনীর উৎস বোধহয় 'তন্ত্রচূড়ামণি'।[২৯] কলিকাতার কালীঘাট মন্দিরের গোড়ার কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুণরুজ্জীবনের সময়েই কালীঘাট একটি 'পীঠ' হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কালীঘাটের পরিচিতি খুব কমই ছিল, এবং এর পবিত্রতা তিনশো বছরের বেশি প্রাচীন নয়। কালীঘাট ধর্মস্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পূর্বে কলকাতা গ্রামের অস্তিত্ব ছিল।

কবিরাম তাঁর 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' (১৬শ শতাব্দী) বলেছেন: 'সমুদ্র মন্থনকালে "কূর্ম" তার পিঠে মান্দার পর্বত ও "অনন্ত" নাগের কঠিন চাপে এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত করে দৈত্যদের হতবুদ্ধি করার জন্য; এতে "কিলকিলা" দেশটি তৈরি হয় এবং তার শ্বাসবায়ু যতদূর পর্যন্ত যায় ততটাই ছিল এই রাজ্যের সীমানা।' কিলকিলা প্রদেশ ২১ যোজন (১৭০ বর্গমাইল) বিস্তৃত ছিল, এর পশ্চিমে ছিল সরস্বতী ও পূর্বে যমুনা নদী এবং হুগলি, বাঁশবেড়িয়া, ভাটপাড়া, খড়দহ, শিয়ালদা, গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রাম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩০] রাজা রাধাকান্ত দেব বৃন্দাবনে রচিত এক বাংলা স্তবমালায় কলকাতাকে 'কিলকিলা নগর' (আনন্দকল্লোলিত শহর) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুমে' তিনি এর ভৌগোলিক বর্ণনা বাদ দিয়েছেন। সম্ভবত রাজা 'দিগ্বিজয় প্রকাশে'র উক্তির উপর ভিত্তি করেছিলেন, কিন্তু এর সত্যতার উপর তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ

২৯. Gaur Das Bysack, 'Kalighat and Calcutta', *Calcutta Review*, vol, 92, no. 184, Apr. 1891, pp. 306-307 (*Keepsake*. p. 10).

৩০. A. K Roy's *Short History*, p. 1 and note. বঙ্গানুবাদ পৃ ২।

ছিল। কলকাতার মতো এক আধুনিক শহরের নামের উৎস প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নয়।[৩১]

৪. বাংলা: কলকাতা নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে (শকাব্দ ১৪১৭) রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল-কাব্যে। এই কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগর ভাগলপুর থেকে যাত্রা ক'রে ভাগীরথীর উজান বেয়ে সমুদ্রে যান। ভ্রমণবৃত্তান্তটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা রাজঘাট ও ইন্দ্রঘাট, নদীয়া এবং আম্বরা পেরিয়ে অবশেষে ত্রিবেণীতে পৌছায়। ত্রিবেণী গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনার বিখ্যাত সঙ্গমস্থল। এখানে চাঁদ সদাগর সপ্তগ্রাম নগরী দর্শনের মানসে নৌকা ভিড়ান।

দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত
কুমারহট্ট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনিত।
ডাইনে হুগলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকীনাড়া।
মূলাজোড় গাডুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।
চাপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।
পূজিল নিমাই-তীর্থ করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপাম।
চানক বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।

---

৩১. G. D. Bysack, *Calcutta Review*, 1891, p. 323 (*Keepsake*, p. 31). Raja Radhakanta Deb does not designate Calcutta by the name *Kilkila Nagara* in his introduction and preface to his *Sabdakalpadruma.* Raja Binaya Krishna Deb, in his *The Early History and Growth of Calcutta*, Calcutta, 1905, p 26. uses this name.

খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।
রিসিড়া ডাইনে বাহে বামে সুকচর
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে
পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা
নিশি দিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।
পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা
বেতড়ে চাঁপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।
স্নান তর্পণ করি কৈল ইষ্টি-পূজা
পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদো মহারাজা।
নানা উপহারে কৈল রন্ধন ভোজন
ধনণ্ড বাহিয়া গেল ত্বরিতগমন।
কালিঘাটে চাঁদো রাজা কালিকা পূজিয়া
চূড়াঘাট বাহি জায় জয়ধ্বনি দিয়া।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতুহলে
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে।

—বিপ্রদাস, 'মনসা-বিজয়', নবম পালা[৩২]

এ. কে. রায় বলেন: 'লক্ষ্যণীয় যে, তখনই কলিকাতা কালীঘাট হইতে পৃথক একটি স্থান রূপে পরিচিত হইয়াছে; কালীঘাট তখন নদীতীরবর্তী কালী মাহাত্ম্যযুক্ত একটি গ্রাম মাত্র; এক কথায় ইহার উল্লেখই যথেষ্ট ছিল। চিৎপুরের সর্বমঙ্গলা বা বেতড়ের বেতাই চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির ছিল; মনে হয় না যে, কালীঘাটের কালীর তাঁহাদিগের ন্যায় প্রসিদ্ধি ছিল; এখানে পথিকরা একবার থামিয়া একটি পূজা দিয়া যাইতেন মাত্র। এই কালীর প্রসিদ্ধি এত ছিল না যে, কবি তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।'[৩৩]

---

৩২. সুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের 'মনসা-বিজয়,' এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা (তারিখ?)।

৩৩. A.K. Roy's *Short History*, p. 8. বঙ্গানুবাদ, পৃ ১৭।

বিপ্রদাস আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে চাঁদ সদাগর কলকাতা অতিক্রম ক'রে দেবীর পূজার জন্য বর্তমান স্থানে অবস্থিত কালিকামন্দির দর্শন করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরটি কি ক'রে কলকাতার পরে কালীঘাটে অবস্থিত হল সেটা বোঝা গেল না, কেননা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত মৌখিক কাহিনী, যেটি এ কে রায় নথিবদ্ধ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে মন্দিরটি প্রথমে পোস্তাবাজারে অবস্থিত ছিল। উপরন্তু চাঁদ সদাগর কিভাবে দেবী সর্বমঙ্গলা বা চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী দেবীর পূজা করতে পারলেন যখন সেখানে কোনো মন্দিরই ছিল না? চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী বা চণ্ডীদুর্গা মন্দিরের দেওয়ালে একটি ফলক দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ফলকে লেখা হয়েছে: '৩৮৮ বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অগ্রদীপের ঘোষপাড়ার বাসুদেব ঘোষের বংশধর বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষ ও তাঁহার পত্নী সেওড়াফুলি রাজার কন্যা উভয়ে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে এই চিত্তেশ্বরী মন্দির স্থাপন করিয়া কিছু ভূসম্পত্তিসহ তদীয় সেবায়েত মহান্ত ৺নৃসিংহ ব্রহ্মচারীকে দান করেন। চিতু ডাকাত পূর্বে এই দেবীকে পূজা করিতেন। কলিকাতা চিৎপুর রোড এই চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম হইতে আখ্যাত। উপস্থিত সেবিকা—বিল্বমাত ব্রহ্মচারিণী।[৩৪]

কলকাতার উপকণ্ঠে বাদুরিয়া-বাতগ্রামের বাসিন্দা কবি বিপ্রদাসের প্রদত্ত বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতা এইসব কারণে আমাদের প্রশ্নাকুল করে।[৩৫] উপরিউক্ত কারণে এটা স্পষ্ট যে মনসামঙ্গল কাব্যের যে অংশে কলিকাতা ও কালীঘাটের কথা রয়েছে সে অংশটি প্রক্ষিপ্ত।[৩৫] এই কাব্যের আরো কয়েকটি অংশ পরবর্তী কালের সংযোজন, কেননা হুগলি নদীর পূর্ব ও পশ্চিমকূলের ঐ ধরনের দৃশ্যবর্ণনা কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন।

বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চাইতে পুরনো হতে পারে না। সুকুমার সেন বলেছেন: 'I consider the name of Kalikata a later insertion.' আশুতোষ ভট্টাচার্যও তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের

৩৪. মন্দির ফলক থেকে উদ্ধৃত।

৩৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি', সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫। 'দেশ', পুনর্মুদ্রণ ১.৩.৬৮।

ইতিহাসে' দৃঢ়তার সঙ্গে একই মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন, বলেছেন যে কলকাতা এবং গঙ্গাতীরবর্তী অপরাপর গ্রামগুলির নাম পরবর্তী কালের সংযোজন।[৩৬-৩৭]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৮০ থেকে ১৫৮৫-র মধ্যে কোনো এক সময়ে চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন। কথিত আছে তাঁর কাব্যে কালীঘাট এবং কলিকাতা দু'টি নামই রয়েছে। অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত 'চণ্ডীকাব্যে'র সংস্করণটিতে কিন্তু কলিকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখযুক্ত অংশটুকু দেখা যায় না।[৩৭]

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন: The local tradition says that the image of Chandi worshipped there (at Chanditala, Behala) was established by Srimanta Sadagar of the old Bengali legend. In April a fair sits at the place, visited chiefly by a very considerable number of womenfolk.'[৩৮] সুতরাং শ্রীমন্ত সদাগরের কালীঘাটদর্শন সন্দেহজনক।

আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে কলিকাতার উল্লেখ নেই। কলিকাতার নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় 'পদ্মাবতী'র[৩৯] পাণ্ডুলিপিতে, যার লেখক কবি আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বাস করতেন। কলকাতা শহরের সমবয়সী এই পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'পদ্মাবতী' মূলত অনুবাদকাব্য এবং এতে কলকাতাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'কলঘাট্টা' (Kalghatta) রূপে।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর Glimpses of Bengal Life (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫ পৃ ১১৭)-এ লিখেছেন: 'On the last page of a work called

---

৩৬-৩৭. রাধারমণ মিত্র, "কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে', এক্ষণ, ৭ম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬; G. D. Bysack, *Calcutta Review*, April 1891, p. 308; Bholanath Chunder, 'Antiquity of Calcutta & its name', *Calcutta University Magazine*, IV, no. 1 (Jan. 1897), p. 174 (*Keepsake*, p. 3).

৩৭. Dinesh Chandra Sen, *Cal. Rev.*, Jan. 1918, p. 69.

৩৮. *Calcutta Review*, January 1918, p. 68.

৩৯. S. W. Fallon, *Dictionary of Hindustani Proverbs*, revised by Capt. R. C. Temple, Banaras, 1886.

"Padmavat" by Alowal, copied more than a hundred years ago, we find the name of Calcutta written as "Calghatta". আমরা দেখছি ১৬৯৮ সালের ফার্সি 'বায়নামা' এবং ১৬৯০ সালের কম্পানির নথিপত্রে ছিল এই পাঠ।

৫. হিন্দুস্থানী : সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো হিন্দুস্থানী সাহিত্যে কলকাতার উল্লেখ আছে কি না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। হিন্দুস্থানী ভাষায় কতকগুলি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, মনে হয় সেগুলির উৎপত্তিকাল উনবিংশ শতাব্দী। দু-একটা উল্লেখ করা যাক।

ক. জো যায়ে কলিকত্তে, ও খে খায়ে আলবাত্তা : (অ) যে কলকাতায় যাবে সে নিশ্চয়ই নোংরা খাবে (এখানে নোংরা শহরের জঞ্জালপূর্ণ অপরিষ্কার নদীজলের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে, অর্থাৎ পরিশোধিত জল শহরে সরবরাহের আগের কথা); (আ) যে কলকাতায় যাবে সে যে কোনোভাবে নৌকা বেয়েই বেঁচে থাকতে পারবে (কারণ কলকাতা একটি বড় বন্দর)।

খ. দেহ্ মেঁ ন লত্তা, লুট্‌ে কে কলকত্তা : গায়ে নেই ছেঁড়া কাপড়, লুঠ করতে চায় কলকাতা শহর।[৪০]

আমাদের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হল যে ইংরেজি, বাংলা ও ফার্সিতে কলকাতাকে আগে 'কলকাতা' (*Kalkatah*) বলা হতো। 'ক্যালকাটা' (Calcutta) 'খালকাটা' (Khalkatah)-র ইংরেজি সংস্করণ (যা আমরা পরে বিশ্লেষণ করব), যার জনপ্রিয় রূপ হল 'Kalkatah'.

বাংলায় ক্যালকাটা-কে 'কলিকাতা' লেখা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারিত হয় 'কোলকাত্তা', 'কোলক্কেত্তা,' 'কোলকেতা,' 'কোলকাতা' ; পূর্ববঙ্গে 'কোইলকাতা,' 'কোইলকাত্তা,' এবং ওড়িয়ারা বলেন 'কলিকেতা'। হিন্দুস্থানীরা উচ্চারণ করেন 'কলকত্তা' বা 'কলকত্তা'।[৪১] জর্মনরা বলেন Kalkutta (কালকুত্তা), ওলন্দাজরা Collecatte, ফরাসিরা Calecutta এবং অন্যান্য ইয়োরোপবাসীরা নিজ নিজ

---

৪০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

৪১. M. Husen Ali, Mirzapur, *North Indian Notes & Queries*, vol. II, para 572, p. 153 ; Jogendranath Samaddar, 'The Garden of Kings', *Bengal Past & Present*, III April-June, 1909, sr. no. 8, pp. 210-11.

ভাষার সুযোগসুবিধা অনুযায়ী ইংরেজদের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন রূপে এই নামটি লিখে থাকেন। বিভিন্ন ব্যক্তির (যাদের অধিকাংশই অনামা) দেওয়া শহর-নামের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব।

প্রাচীন ব্যাখ্যা

ভূগোল বা ভাষাবিজ্ঞানের উপর নির্ভর না ক'রে কলকাতা নামের অর্থ বিশ্লেষণ এ যাবৎ অনুমানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। নিম্নের ব্যাখ্যাগুলি খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়, তবু এগুলিকে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না, কেন না এগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর সত্য থাকতেও পারে।

ক. কালকাটা (Kal-Kata)—কাল অর্থাৎ গতকাল, কাটা = কর্তিত; ইয়োরোপীয় প্রথম মানুষটি, যিনি এখানকার মাটিতে পা রেখেছিলেন তিনি দু'জন বাঙালিকে একটি কাটা গাছের কাছে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি লোকদু'টিকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারা ভাবল ঐ গাছটি কবে কাটা হয়েছে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। তারা ইংরেজটিকে বলল যে গাছটি 'গতকাল কাটা হয়েছে' (কাল কাটা)। ইংরেজ ভাবলেন ঐটি স্থানের নাম এবং সেই ভাবে নামটি লিখে নিলেন।[৪২]

এই লোক-ব্যুৎপত্তির আর একটি রূপ হল—প্রথম ইংরেজ মানুষটির সঙ্গে একটি ঘেসুড়ের দেখা হয়েছিল। মোটবাহী ঘেসুড়েকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই জায়গার নাম কি? ঘেসুড়ে ভাবল লোকটি তার মাথার ঘাসের বোঝার ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন। সে বলল 'কাল-কাটা' (আমি গতকাল কেটেছি)।[৪৩]

মন্তব্য: প্রথম ইংরেজ যিনি কলকাতার 'মাটিতে পা রেখেছিলেন তিনি জোব চার্নক। তিনি সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তিনি কখনো

---

৪২. H. James Rainey, '*A Historical & Topographical Sketch of Calcutta*, in four parts', one volume, Calcutta, 1876, p. 13; Bholanath Chunder, *Calcutta University Magazine* 1897, p. 175 (*Keepsake*, p. 5).

৪৩. Lal Behari Day, 'Calcutta and those that live in it', *Bengal Magazine*, VI, no. 4, Nov. 1873, p. 174, reprinted in the *19th Century Studies*, vol. I (1973), p. 145.

-নামটি এইভাবে লিখতে পারেন না। 'It would be a sufficient refutation of this silly tradition to observe that though in the Bengali language, *Cal* means yesterday, and *Cata* means cut, *Cal Cata* could never have been uttered by a native, the idiom of the language requiring the form *Calker Cata*; while the occurrence of the name Calcutta in the *farman* of Azim-us-shan unquestionably proves that the designation could not have had its origin in the unintelligent gabble of a European and a native.'[৪৪]

খ. কাল কাট্টা (Kal Katta)—কাল = সময়, কাটা = কাটানো = অতিবাহিত করা ; কলকাতাকে এই নাম দেওয়ার কারণ হল এই শহরে যে কেউ খুব আনন্দে সময় অতিবাহিত করতে পারে।[৪৫] এই অবাস্তর লোক-ব্যুৎপত্তির উপর কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

গ. কালিকট (Calicut) থেকে : এক সময়ে লোকে বিশ্বাস করত যে ইংরেজ কম্পানি কলকাতা থেকে যে সকল বস্ত্র রপ্তানি করত তাতে Calicut-এর ছাপ মারা থাকত। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে মালাবার উপকূলের কালিকটে (মালায়ালম ভাষায় কোজিকোড্) ভাস্কো-ডা-গামা জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন। পোর্তুগিজরা কালিকটে এক কাপড় বুননকেন্দ্র গড়ে তোলেন বলে শোনা যায়। 'কালিকট' নামে এই কাপড় ইয়োরোপে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই কালিকট থেকেই ইংরেজি শব্দ Calico-র উৎপত্তি। সুতানটিতে শেঠ ও বসাকরা যে সূতীবস্ত্র তৈরি করতেন ইংরেজ কম্পানি সেগুলি কলকাতায় প্রস্তুত বলে ইয়োরোপে বিক্রি করত। সুতানটি থেকে প্রেরিত সূতীবস্ত্র ইয়োরোপের বাজারে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যার ফলে গ্রামটির নাম বদলে Calcutta হল।[৪৬]

যেহেতু 'বায়নামা'য় সুতানটির পাশে কলকাতার উল্লেখ দেখা যায়, সেইজন্য এই অবাস্তব কারণটির উপর কোনো টীকা নিষ্প্রয়োজন।

---

৪৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

৪৫. রাধারমণ মিত্র, এক্ষণ, পূর্বোক্ত।

৪৬. Raja Binaya Krishna Deb, *The Early History and Growth of Calcutta*, p. 27.

ঘ. খাল-কাটা (Khal-Kata)—Khal = খাল এবং Kata = কাটা , একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে কলকাতা নামটি মারহাট্টা ডিচ থেকে এসেছে, কেননা কলকাতার মানুষেরা এই Ditch অর্থাৎ খালটি কেটেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে যখন মারহাট্টা ডিচ খনন করা হয়েছিল তখন গোবিন্দপুর, কলকাতা এবং সুতানটি এই তিনটি গ্রাম একই এজমালির অন্তর্ভুক্ত হয়ে একটি মাত্র নাম 'কলকাতা' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৪৭]

রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্‌ (Rev, James Long) বলেন: 'Another derivation has been given from the Mahratta ditch, or *Khal-khatta*, which served as its boundary, before 1742.'[৪৮] বোধহয় লঙ সাহেব ভুলে গিয়েছিলেন যে ১৭২৭ সালে প্রকাশিত New Account of the East Indies বইখানিতে হ্যামিলটন (Capt,. Alexander Hamilton) এই তিনটি গ্রামকে একত্রে বোঝাতে এই নামটি ব্যবহার করেছেন। মারহাট্টা ডিচ খননের বহু আগে আমরা কলকাতায় সম্পাদিত ইংরেজদের অনেক 'উইলে'র সন্ধান পেয়েছি।

ঙ. কালীঘাট (Kalighat) থেকে: ইংরেজ লেখকরা কালীঘাটের দেবী কালীর নামানুসারে কলকাতা নামের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। যদিও আসল তিনটি গ্রামের মধ্যে কালীঘাটের স্থান নেই, তবুও এটি গোবিন্দপুরের সংলগ্ন এবং কেবলমাত্র আদিগঙ্গার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। আদিগঙ্গাকে আগে বলা হতো গোবিন্দপুরের খাঁড়ি, পরে নাম হয় সুরমানের নালা (Surman's Nala) এবং এখন বলা হয় টালির নালা কালীঘাট এবং কলকাতার বর্তমান অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। হাণ্টার সাহেব (Sir William Wilson Hunter) লিখেছেন 'The true derivation of the name of the city appears to be from *Kalighat*, the well-known shrine to the goddess Kali, close

৪৭. Rev. James Long, 'Calcutta in the olden time: Its Localities', *Calcutta Review*, vol. 18, no. 36 (December, 1852) p. 277 ; Geoffrey Moorhouse, *Calcutta*, Penguin, 1974, p. 20.

৪৮. *Imperial Gazetteer of India*, vol. III, 2nd edition: London, 1885, p. 247.

to the old course of the Ganges, or Adi Ganga, about a mile to the south of the Calcutta outskirts.'[৪৯] তিনি আরো বলেন: The name of Calcutta, taken from a neighbouring Hindu shrine, was identified by our mariners with Golgotha—the place of skulls.'[৫০]

Imperial Gazetteer-এর নতুন সংস্করণে[৫১] নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি দেওয়া আছে: 'Calcutta (Kalıka'a)—Calcutta is so called after a village which formerly occupied the site of the modern Bow Bazar: the name is supposed by some to be connected with the worship of the goddess Kali.'

ইংরেজরা বিশ্বাস করত যে কালীঘাটের বিকৃতি হল কলকাতা। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন: "কালীঘাট" শব্দের বিকারে "কলিকাতা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটিতে অনেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু এত মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে—প্রাচীন বইয়ে "কলিকাতা" ও "কালীঘাট" দুইটি বিভিন্ন স্থান বলিয়া উল্লিখিত: এবং "কালীঘাট" শব্দ ভাষায় এখন বিদ্যমান আছে, হঠাৎ "কলিকাতা" এই বিকৃত রূপ, সুপরিচিত অর্থ-যুক্ত মূল শব্দটির পাশে গড়িয়া উঠিবার কোনো কারণ নাই।'[৫২]

গৌরদাস বসাক মনে করেন হিন্দুর আরাধিতা দেবী কালী-র সঙ্গে 'কলকাতা' নামের উদ্ভবের কোনো যোগ থাকতে পারে না। অন্য কারণ বাদ দিলেও শুধু দেবীর নামের বিকৃতি কোনো বাঙালী হিন্দুর দ্বারা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেন: 'Kalkatta···is thus pronounced by the up-country people, while the Bengalis write the word *Kalikatta*, and hastily pronounce it *Kolkata* or *Kolketa* or *Kolkatta*. It is natural to

---

৪৯. *The Thackerays in India and some Calcutta Graves*, London, 1897, p. 50.

৫০. *Imperial Gazetteer*, Oxford, 1908, vol. IX, p. 260.

৫১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

৫২. *Calcutta Review*, vol. 92, no. 184, April 1891, p. 321 (*Keepsake*, p. 28).

suppose that the name of our city originated in Bengal and not in Upper India ; it is also noticed that in *Urduising* Bengali compound words generally, the terminal vowel of the first member is dropped, the medial of the second when long is shortened, and the final consonant is doubled ; we have, therefore, from the Bengali *Kali-Kata*, by eliding *i*, shortening the medial *a*, and doubling *t*, the Urdu form as pronounced, though in the *Ain* it is spelt *Kalkatta*.'[৫৩]

আমরা আগেই দেখেছি এই শহরের সঙ্গে তার রক্ষয়িত্রী দেবী কালীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে গোলাম হুসেন কিভাবে 'কালীকর্তা' শব্দ থেকে 'কলকাতা' নামের উদ্ভব আবিষ্কার করেছেন। একজন বাঙালি গোলাম হুসেনের এই নামোৎপত্তির কারণ সহজেই মেনে নেবেন। '*Kalikarta* (erroneous form of *Kali-Kartri*), vulgarised *Kali-katta* ; thence by the exchange (a violent supposition) of the medial vowels of the two members *Kali-katta*, then very easily *Kali-kata*. The writer, however, wanted to get at the Hindustani form *Kal-katta* (Calcutta) ; he therefore suggests the elision of *i*. Objectionable as this derivation is, for some good reasons, it does not seem to be so bad as many others. Calcutta would mean, according to the above way of etymologising, tne city of which Kali is the mistress in the light of rights to its revenue.'[৫৪]

চ. কালীক্ষেত্র (Kalikshetra) থেকে : অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন : '"কালীক্ষেত্র" হইতে "কলিকাতা"। "কলিকাতা" নামটি কখনও-কখনও সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "কালীক্ষেত্র" রূপে রূপান্তরিত হয়, কেহ-কেহ ভ্রমক্রমে মনে করেন, "কালীক্ষেত্র"-ই আদি নাম। বস্তুতঃ তাহা নহে।'[৫৫]

---

৫৩. *Calcutta Review*, vol. 92, no. 184, April 1891, p. 321 note (*Keepsake*, p. 28).

৫৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

৫৫. *A Handbook of Calcutta*, All India Education Conference, 13th session, Calcutta, 1937, p. 1.

কলকাতার কয়েকটি নির্দেশিকায় (গাইড-বুকে) নামের এই কারণটিকে অনুসরণ করা হয়েছে।[৫৬] হাসান সুরাবর্দী (Major Hasan Suhrawardy) বলেন : 'It is also possible that *Kali-Khetra* came to be pronounced *Kali Khsta*, *Kalikota*, and finally Calcutta.'[৫৭]

এখানে গৌরদাস বসাকের বক্তব্য তোলা যেতে পারে। তিনি মনে করেন যে সংস্কৃত 'কালীঘট্ট' (তন্ত্রের উৎস থেকে)-কে যদি বাংলা রূপান্তরে 'কালীঘাটা' ধরে নিতে হয়, তাহলে 'কালী' শব্দে 'আ'-কারকে ছোট ক'রে 'অ'-তে আনতে হয়, 'ঘট' শব্দের 'ঘ'-কে 'ক' হিসাবে বদলাতে এবং শেষের স্বরবর্ণকে টেনে 'আ' করতে হয়। 'ঘাট'-কে টেনে ঘাটা করার উপায় থাকলেও অন্য রূপান্তরগুলি ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মের বাইরে ; '...not to mention the fact that names of places, having *ghata* for their terminal number, have been preserved not only in the Bengali, with only such changes as *ghata* and *ghati*, but also in Urdu and some foreign languages. This difficulty was seen by some, and they got hold of *Kshetra* in the compound *Kali Kshetra*, in order, as they thought, to derive *Kata* from it more easily ; but apart from other serious objections, they should have remembered that *Kshetra*, as an adjunct to a word, is generally preserved, as *Jagannatha Kshetra* ; the greatest change it undergoes being in the form *Khst*.'[৫৮]

ছ. কালীকোটা (Kali-Kota) : কেউ কেউ বলেন 'কালীকোটা' ('কোটা' অর্থ দুর্গ) শব্দ থেকে কলকতা নামের উদ্ভব হয়েছে।[৫৯] কোটা বা কোট্টা

৫৬. Hasan Suhrawardy, *Calcutta and Environs*, Calcutta, 2nd edn., Dec, 1923, p. 5 ; *Indian Empire*. Nov,1889.
৫৭. G. D. Bysack, *Cal. Rev.*, Apr. 1891. p. 320
৫৮. G. D, Bysack, *Cal. Rev.*, Apr. 1891, p. 320
৫৯. Subhendugopal Bagchi, 'Nakulesvara in the Kalighat Pitha Complex', *Calcutta Review*, vol. IV. No. 1 (July-September 1973), p. 23.

দ্রাবিড়দের (তামিল-মালয়ালম-তেলুগু) ব্যবহৃত শব্দ। দ্রাবিড়দের ভাষায় দু'টি শব্দের সংযোগে এর সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় 'ময়দান'; কলি (খেলা) এবং কোট্টা (= কোঠা = মাঠ)। 'কোট্টা' বা 'কোঠা' শব্দটি সংস্কৃত ও বাংলায় একই অর্থে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং 'কলিকোট্টা' প্রকৃতপক্ষে একটি বাংলা শব্দ।

এখন প্রশ্ন হল, তবে কি কলকাতায় দেবী কালীর কোনো দুর্গ ছিল? অথবা কলকাতার উপর দেবী কালীর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল? বর্তমানে কলকাতা অবশ্যই দেবী কালীর একটি শক্তিকেন্দ্র, কিন্তু তিনশো বছর আগে কি তা ছিল? আমরা সেকথা মনে করি না। আমাদের জ্ঞাতসারে একটি কেল্লার কথাই বর্তমান, সেটি হলো গার্ডেনরীচের মাটির কেল্লা, যার নাম 'মাটিয়া ব্রুজ' অথবা 'মাটিয়া বুর্জ'। কলকাতাকে মগ বা আরাকানি জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য মোগল সুবাদারদের দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছিল। এমন কি ১৭৬০ সালেও কলকাতা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আগত জলদস্যুদের নৌচালনায় বাধাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তাব্যক্তিরা মাটিয়াব্রুজ ও তানাহ্ কেল্লার (Tannah কেল্লা = যেখানে এখন বটানিক্যাল গার্ডেন) মধ্যে নদীবক্ষে আড়াআড়িভাবে একটি শিকল স্থাপন করবার আদেশ দেন। সুতরাং এটি দেবীর কেল্লা হতে পারে না।

জ. কালীকুট্টা (Kalı-kutta)—কালীকুট্টা (সর্বনাশী কালী) থেকে 'কলিকাতা' শব্দের উদ্ভব মেনে নিতে জনগণ রাজি হবেন না। তাঁরা মনে করেন কালীঘাটে পূজিতা দেবী সর্বনাশী কালী নন—তিনি 'কালিকা', দুর্গার অপর এক রূপ। The mother goddess Kalika is supposed to represent Dakshinakalika, does not stand upon the chest of her husband Siva as required in the *Dhyana* or meditation of the goddess. She by that makes a conspicuous departure from the usual scene'[৬০] কালীঘাটের দেবীমূর্তি এক নতুন ধারণা, যা শৈবধর্মের দ্বারা প্রবল প্রভাবিত।

ঝ কালিকা-থা (Kalika-tha)[৬১] : কিছু লোক মনে করেন 'কলিকাতা' শব্দের উদ্ভব 'কালিকা-থা' (অর্থাৎ কালী ছিলেন) থেকে। কালীঘাটে মা কালী অবস্থান করেন এবং সেইজন্য লোকেরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। তিনি অন্য

---

৬০. Kalika-*tha* is a folk-etymology. (লোক-ব্যুৎপত্তিজাত শব্দ)।
৬১. A. K. Ray's *Short History*, p. 6 note বঙ্গানুবাদ, পৃ ১৫।

কোথাও যান নি। দেবীর ভক্তদের এই সুগভীর বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে এই ধারণাই প্রচলিত আছে যে দেবী কালীর আসল মন্দিরটি প্রথমে অবস্থিত ছিল কলকাতার বড়বাজার এলাকার পোস্তা বাজারে।[৬২] এটা ঠিক নয়, কেননা সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার বঙ্গাব্দ ৯৭৭ (১৫৭০ খ্রীস্টাব্দ) সালে বিকাল ৪টে ১৫ মিনিটে জন্মগ্রহণ করেন। জিয়া গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী কালীঘাট দর্শনে এসে দেবীর আশীর্বাদ লাভের আশায় সেখানে তিনদিন তিন রাত্রি প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন। দেবীর আশীর্বাদে লক্ষ্মীকান্ত মাতৃগর্ভে স্থান পান এবং আশ্বিন মাসের লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন জন্মলাভ করেন। কথিত আছে, যে পবিত্র কালীকুণ্ডে লক্ষ্মীকান্তের পিতামাতা আনুষ্ঠানিক স্নান সেরে দেবীর পূজা করেছিলেন সেটি বর্তমান মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল (অর্থাৎ এখন যেখানে রয়েছে, অবশ্য যদি আমরা প্রচলিত কাহিনীতে বিশ্বাস করি)। তাহলে দেবীর প্রথম মন্দির পোস্তাবাজারে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব।[৬৩] ভক্ত উপাসকগণ আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে প্রথমে কালিকা কলকাতায় ছিলেন ('থা') এবং এখন আছেন কালীঘাটে।

ঞ. কালিকা-উঠ (Kalika-ut): এটি 'কালিকা-থা'র অপর এক রূপান্তর কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে যখন দেবী কালিকা স্থানান্তরিত হয়েছিলেন (উঠ = ওঠা = নড়া) তখন থেকেই কলকাতার এই নাম হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রবক্তা হলেন রেভারেণ্ড ওয়ার্ড (Rev. Ward)। এই অবাস্তব কারণের গবেষণা করা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছি। দেবী কালীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনায় কিছু সত্যতা রয়েছে। লোকের বিশ্বাস তিনি পোস্তাবাজার থেকে প্রথমে গোবিন্দপুর ও পরে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে দেবীর আবাস ছিল ঘন জঙ্গলপূর্ণ ময়দানে। ১৯১৮-তে দীনেশচন্দ্র সেন লেখেন: 'About 350 years ago Raja Pratapaditya or his uncle Basanta Roy removed the image of Kali from the

---

৬২. Atul Krishna Ray, *Lakshmikanta*, Benaras, 1928, p. 16.

৬৩ *Calcutta Review* no. 291, January 1918, p. 69.

Maidan to its present temple at Kalighat.[৬৪] এটি ঠিক নয়, কেননা আমরা জানি বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছিল ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে।

১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কাগজপত্রে কালীঘাটের (Collighaut বানানে) উল্লেখ দেখা যায়। ফোর্ট উইলিয়ামের ২০ জুন ১৭৬৩-র কার্যবিবরণীতে বলা হয়: 'Mr. Hastings request permission of the Board to build a bridge over the Collighaut Nulla on the road to his Garden House. Agreed, his request be complied with,'[৬৫] যে হেস্টিংস হাউসের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আলিপুরে অবস্থিত। বেলভেডিয়র বা জাজেস কোর্ট রোডের হেস্টিংস হাউস নয়।

কম্পানির জমিদার বা' রাজস্ব সংগ্রাহক হলওয়েল সাহেব (John Zephaniah Holwell) ১৭৫২-তে বলেন: 'Dee Calcutta Market is held in Chourangey Road, leading to Collegot. Collegot Market and Govindpore Market being held both on Saturday, numbers of the tenants resorting to Collegot Market, to the injury of that at Govindpore, it was found necessary to check this resort, or counter-balance it, by levying a tax on every article imported from Collegot, in proportion to that levied on the same articles at Govindpore Market.'[৬৬]

কথিত আছে কেল্লা তৈরির সময় ময়দান থেকে দেবী কালীর বেদী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়দান পরিষ্কারের পূর্বে কালীঘাট গ্রামের গুরুত্ব ছিল এবং ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে দেবীর বর্তমান মন্দির নির্মিত হওয়ার পরে এই গ্রামের নামকরণ

---

৬৪. Rev. James Long, *Selections from Unpublished Records of Government for the years 1748 to 1767 inclusive*, Calcutta, 1869, no. 664.

৬৫. J. Z. Holwell, *Important Facts Regarding the East India Company's Affairs in Bengal from the years 1752 to 1760*, London, 1764, pp. 1-135, p. 45 (Also included in his *India Tracts*, all 3 editions).

৬৬. *Calcutta Review*, April 1891, p. 310.

হতে পারে না। কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে দেবীর প্রাচীন বেদীর অবস্থান ছিল 'পুরনো গোবিন্দপুরের (যেটি এখন ফোর্ট উইলিয়মের দখলে) পূর্ব প্রত্যন্তে কোনো জায়গায়, যেখানে এখন প্রেসিডেন্সি জেলখানা'।[৬৭] ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে যখন গৌরদাস বসাক এই কথা কয়টি লিখেছিলেন তখন প্রেসিডেন্সি জেলের অবস্থান ছিল এখনকার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জায়গায়। হলওয়েলের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে দেবীর আবাসস্থল জঙ্গলাকীর্ণ কালীঘাট ছিল গোবিন্দপুর থেকে পৃথক একটি স্থান। সুতরাং গোবিন্দপুর-জঙ্গলে পূজিতা দেবী কালী সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের গৃহদেবী হতে পারেন না।

ট. কালীহাটা (Kali-hata): রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর তাঁর 'কলিকাতার কথা'[৬৮] পুস্তকে এই নামের ব্যুৎপত্তি 'কালী'-শব্দ অর্থাৎ দেবীর নামের মধ্যে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন নি, বরং 'কলি' অর্থাৎ যুগ-নামটিকে বেছে নিয়েছেন। কলিযুগে রাজা প্রতাপাদিত্য প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যশোর-খুলনায় রাজত্ব করতেন। তিনি মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর এই বিদ্রোহীকে দমন করতে তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার তাঁকে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। সেইজন্য লক্ষ্মীকান্ত রাজকার্যে ইস্তফা দেন। মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন এবং দিল্লী নিয়ে যান। এইভাবে বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপন করা হয়। প্রমথনাথ মল্লিক কি ভাবে এই ঘটনা থেকে 'কলিকাতা'র উৎপত্তি নির্ণয় করলেন পরিষ্কার বোঝা গেল না। সম্ভবত প্রতাপাদিত্যের পরাজয়কে কলি-'র 'হত্যা' বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

ঠ. কলি-কাতা' (Kali-kata) কলহের শহর: উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তির কারণ খুঁজেছেন 'কলি' অর্থাৎ কলহ শব্দে। জোন্স সাহেব চম্পল ঘাট (Champal Gaut) থেকে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দের ২০ অক্টোবর স্যামুয়েল ডেভিসের (Samuel Davis) কাছে এক

৬৭. কলিকাতার কথা, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৩১, পৃ-১৪-১৫।

৬৮. *Transactions*, Royal Asiatic Society, vol. VIII, p. 239 quoted by G.D. Bysack in *Cal. Rev.*, Apr. 1891. p. 323 (*Keepsake.*, p. 31.)

পত্রে লেখেন : 'We are just arrived, my dear Sir, at the Town of *Cali*, or contention (which is the proper name, and a very proper name of Calcutta)'[৬৯] উইলিয়ম জোন্‌স-এর এই পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে গৌরদাস বসাক বলেন, প্রকৃতপক্ষে 'one of the meanings of the word Kali' হল 'মতবিরোধ' ('Dissention)।[৭০]

ভ. কলি-কাতা (Kali-Kata)—কলি = চুন, কাতা = ভাটি : প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে বিদেশের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি 'কলকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছেন। কলকাতার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রবন্ধটি পড়তে বলেন। তিনি আর ইহজগতে নেই, সেইজন্য আমি তাঁর মূল প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। যাই হোক, কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ধারাটি বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাময়িকী 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'য় (৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা) প্রবন্ধাকারে ছাপা হয়েছিল এবং ২৯ বছর পরে সেটি 'দেশ' পত্রিকায় (মার্চ ৯, ১৯৬৮) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে : "কলিকাতা"—একটি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ, "কলি" বা কলিচুনের জন্য "কাতা" বা শামুক পোড়া। সুতার সুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন "সুতানুটী" নাম, তেমনি কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে "কলি-কাতা" নাম। পাথরিয়া চুন দক্ষিণ-বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা কলি ফিরাইবার জন্যই প্রশস্ত। সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে।..."কলি" শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। "কাতা" শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি।

৬৯. *Calcutta Review*, April, 1891. p. 304 (*Keepsake*, p. 8).

৭০. Henry Yule and A. C. Burnell, *Hobson-Jobson*. A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words etc., New edition, William Crooke, 1903, re-issue, 1963, London, p. 146; Luillier, *Voyage to the East Indies*, London, 1715, p. 259.

....কলিকাতা গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে।'

অতঃপর সুনীতিকুমার দেখাতে চেষ্টা করেছেন কলকাতায় বউবাজার ষ্ট্রিটের উত্তরে "চুনাগলি" পল্লী ছিল। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকের কলকাতার পুরনো নকশায় ও কাগজপত্রে "চুনারিতলা"র অস্তিত্ব দেখা যায়। "চুনারি" অর্থ, যারা চুনের কাজ করত। এখন তাদের অস্তিত্ব নেই। আর ছিল "চুনাপুখুর লেন"। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাই বলা চলে কলকাতার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চুনের কাজ হতো। 'সুতানুটী গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাঁতের কাপড়ের জন্য ক্রমে ঐ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া চুন, শামুক পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য "কলি-কাতা" বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই।'

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র 'এক্ষণ' পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই মতের সমালোচনা করেন। তাঁর মতামতের সংক্ষিপ্তসার—

'কলিকাতা' শব্দটি শুদ্ধ বাংলা শব্দ নয়। শব্দটি আসলে 'কলি' নয়, 'কলী'। এটি হিন্দুস্থানী শব্দও নয়, আরবী শব্দ থেকে নিয়ে হিন্দুস্থানী করা হয়েছে। সম্পূর্ণ শব্দটি হল 'অল্-কওয়ালী' (Al-Qualy)। অল্ অর্থ 'টি' কওয়ালী অর্থ 'ভস্ম' অথবা 'ভস্মচূর্ণ'। যদি কলী বা কলি আরবী ভাষা থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে 'কলিকাতা' শুদ্ধ বাংলা শব্দ নয়। এটি আরবী শব্দ 'কওয়ালী' (কলী) এবং বাংলা 'কাতা' শব্দের মিশ্রণে একটি মিশ্র শব্দ। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শব্দটি ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। 'কলি' ও 'কাতা' থেকে এই নামের ব্যুৎপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

রাধারমণ মিত্র বলেন এমন কোন তথ্য নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে বৌবাজার এলাকায় কখনো চুন প্রস্তুত হয়েছে। কলকাতায় অট্টালিকা নির্মাণে যে চুন ব্যবহার হতো তা হয় সিলেট (অধুনা বাংলাদেশে) অথবা মাদ্রাজ থেকে আমদানি করা হতো। মাদ্রাজের চুনের চাইতে সিলেটের চুনই পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হতো। কলকাতার পুরানো মানচিত্রে রাস্তাঘাট খুব কমই

চিহ্নিত হতো। আপজন সাহেব (Aaron Upjohn) কর্তৃক ১৭৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দে অংকিত ও এপ্রিল ১৭৯৪-এ প্রকাশিত মানচিত্রে সর্বপ্রথম চুনাগলির উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে মার্ক উড (Mark Wood) অংকিত যে মানচিত্রটি ১৭৯২-তে অক্টোবর মাসে উইলিয়ম বেইলি (William Baillie) কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল তাতে চুনাগলি, চুনারিটোলা, চুনারিপুকুর এবং অন্যান্য স্থান দেখানো হয় নি। যেহেতু মলঙ্গা (যেখানে মলঙ্গী বা লবণ প্রস্তুতকারীরা বাস করত), শাঁখারিটোলা (যেখানে শাঁখ প্রস্তুতকারীরা বাস করত) ইত্যাদি স্থান উড সাহেবের মানচিত্রে স্পষ্টভাবে অংকিত, সেইজন্য মনে হয়, চুনাগলি সম্ভবত ১৭৮৫-র পরে ও ১৭৯৩-এর মধ্যে গুরুত্ব লাভ করে। রাধারমণ মিত্র মনে করেন যে নিম্নশ্রেণীর (চুনা) ফিরিঙ্গিদের প্রভাবেই 'চুনাগলি' নামটি প্রবর্তিত হয়। "চুনো" মানে ছোট, খুদে, যেমন "চুনোপুঁটি"। চুনো ফিরিঙ্গি মানে অত্যন্ত ওঁছা ফিরিঙ্গি।' তাঁর মতে চুনারিয়া (যারা সুতা রঙ করেন) যেখানে বাস করত সেটাই চুনারিটোলা। চুনাপুকুর অর্থ যেখানে চুনোপুঁটি পাওয়া যেত। 'সুতরাং "চুনাগলি", "চুনাপুকুর" ও 'চুনারিটোলা" কোনো নামেরই চুনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' তাঁর যুক্তি হল যদি আমরা 'চুন' (lime) অর্থে 'চুনা' শব্দটিকে গ্রহণ করি তাহলে কলকাতার নাম চুনাহাট্টা বা চুনাকাট্টা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। সুতরাং চুনের সঙ্গে কলিকাতার কোনো সম্পর্ক নেই।

রাধারমণ মিত্রের সমালোচনার উত্তরে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন : 'আমার মনে হয়—"কলি" ও "কাতা" দুইটি-ই অনার্য্য ভাষার শব্দ। এই অনুমান অবশ্য প্রমাণিত কথা নহে।' (এক্ষণ, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৬)। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য সত্য। আরবী শব্দ 'অলকওয়ালী' থেকে 'কলি' শব্দ আসে নি। এটি একটি শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দ, যার অস্তিত্ব তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় রয়েছে। তামিল-তেলেগু-মালয়ালম ভাষায় 'কলি' শব্দের অর্থ 'চুন'। উদাহরণ : 'কলি আটিক্কা' (চুনকাম করা, কলি ফেরানো), 'কলি চুন্নাম্বু' (পান খাওয়া চুন), 'কলি-আটাক্কা' (চুনজলে সেদ্ধ করা রোদে শুকানো কাঁচা সুপারী), 'কলি-মান্নু' (কাদা) ইত্যাদি আরবী 'কওয়ালী' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা, বিশেষত তামিল-মালয়ালম ভাষা থেকে ধার করা হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে আরবরা মালাবার উপকূলে

বাণিজ্য করতে আসতেন। বেশ কিছু আরবী শব্দ আছে যার মূল তামিল-মালয়ালম ভাষায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তামিল-মালয়ালমে 'কাট্টা' অর্থ 'দল' (পিণ্ড)। যেহেতু বাংলা ভাষায় কোনো প্রচলিত দ্রাবিড় শব্দ নেই, সুতরাং এই যুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যদি কোনো মন্-খের (Mon-Khmer) ভাষার মধ্যে (মুণ্ডাদের ভাষার সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে) আমরা 'চুন,-অর্থে 'কলি' শব্দটিকে খুঁজে পেতাম তাহলে আমরা নিশ্চই বলতাম যে বাংলা শব্দটি সেখান থেকে ধার করা। দুর্ভাগ্যবশত আমরা তেমন কোনো শব্দ খুঁজে পাই নি।

ধরা যাক চুনাগলি নামটি আসলে ছিল 'চুনাম গলি', যা কলকাতার পুরনো মানচিত্রে বা নির্দেশিকায় দেখা যায়। এটা বলা সম্ভব নয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুনাম গলিতে কোনো চুনের ব্যবসা হতো না, বা কোনো গুদাম ছিল না। কেননা কলকাতার কোনো নির্দেশিকায় এ রকম খুঁটিনাটি পাওয়া যায় না। মার্ক উডের মানচিত্রে চুনাম গলির অনুপস্থিতি একথা প্রমাণ করে না যে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের আগে ঐ নামে কোনো গলি বা স্থান ছিল না। যেহেতু অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতামতের ব্যাপারে রাধারমণ মিত্রের সমালোচনার উপর মন্তব্য করবার উদ্দেশ্য আমাদের নেই, সেইজন্য আমরা এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমরা মনে করি, 'কলি' (চুন) শব্দ থেকে বাংলা শব্দ 'কলিকাতা' আসে নি। বিষয়টি আমরা কিছু পরে বিশ্লেষণ করব।

চ. গোলগোথা (Golgotha): ফরাসিরা, এমন কি ইংরেজেরাও কলকাতাকে 'গোলগোথা' বলেছেন। Le Sieur Luillier ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ভ্রমণে আসেন। তিনি বলেন: The next morning we passed by the English Factory belonging to the Old Company, which they call *Golgotha* and is a handsome Building, to which were adding stately warehouses.'[৭১] যেহেতু Luillier লিখেছেন যে 'At a league from the Lodge (Chandernagar), there is a big town called Chinchurat (Chinsurah = Chuchura) where the Dutch and the English of the new company have each a Comptoir, that of

৭১. *Voyage due Sieur Luillier aux Grandres Indes*, Paris, 1705, p. 65.

the Dutch is much finer than the English one.'[১২] সেইজন্য নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় যে তিনি কলকাতার প্রসঙ্গেই বলেছেন।

Sonnerat অবশ্য কলকাতার নাম লিখেছেন 'Calicuta', কিন্তু একটি টীকায় এর ব্যখ্যা লিখেছেন '*la capital des establissemens Anglais dans le Bengale Les Anglais prononcent et ecrivent Golgata.*'[১৩]

১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে Abbate D. Matteo Ripa নামে একজন ইতালীয় মিশনারী কলকাতার পোর্তুগিজ গির্জা দর্শনে আসেন। তিনি বলেন: 'On our arrival at Bengala, notice having been sent to Golicatan by the English factor residing at Ugli, some English officials living at Golicatan came in an Indian boat, carrying twelve oars and sails, to take the Captain and the supercargoes, and convey them to Golicatan, where stands the English Factory'.[১৪] Father H. Hosten, যাঁর কাছে আমরা Abbate D. Matteo Ripa-র বঙ্গভ্রমণ বৃত্তান্ত[১৫] অনুবাদের জন্য ঋণী, তিনি Golicatan সম্বন্ধে একটি টীকায় বলেছেন: 'Golicatan is Calcutta. The origin of the word has not been satisfactorily accounted for yet. Golicata is another form which I find in a Portuguese letter of 1718.'

Mr. Cave প্রকাশিত এবং Dr. Johnson সম্পাদিত *Gentleman's Magazine*-এ লেখা হয় যে কলকাতা ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ এবং ১২ অক্টোবর রাত্রে এক ভয়ানক ঘূর্ণিবাত্যার কবলে পড়ে। '...In Golgotta alone, a port

---

১২. *Voyages aux Indes &c.* Tome I, p. 15. quoted by G. D. Bysack in the *Cal. Rev.*, Apr. 1891, p. 324 (*Keepsake*, p. 32).

১৩. *Storia della Fondazione della Congregazione e del Collegio de Cinesi Sotta il delle sagra Fumiglia di G. C.* (3 vols. Napoli, Manfredi, Tom I, p. 197).

১৪. *Bengal Past & Present*, vol. 8, serial nos. 15 & 16, Jan-June 1914, pp. 52-63, 166-180.

১৫. Chunder, *Cal. U. Magazine*, 1897. p. 256

belonging to the English, two hundred houses were thrown down' (1738-39).[১৬]

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের *Englishman*-এর এক লেখক বলেন: The town of "Golgota" or "Golecotte" is mentioned by several Dutch navigators of early times, but without any distinct position assigned to it.'[১৭]

অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন: 'Golgotha ··যেরুশালেমের নিকট-বর্তী একটি স্থান, যেখানে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। Golgatha শব্দটি ইহুদী ভাষায় "মাথার খুলি" অর্থে Gulgoleth শব্দের গ্রীক রূপ, এই শব্দ লাটিনে Calvaria রূপে অনূদিত হয়, তাহা হইতে ইংরেজী Calvary। ইউরোপীয়দের পক্ষে কলিকাতার আবহাওয়া এক সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া, অনেক ইউরোপীয়ের মনে সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই নামের (মাথার খুলির বা নরকপালের স্থান) একটা সার্থকতা ছিল।'[১৮] বসতি স্থাপনের গোড়ায় কলকাতাকে Golgotta আখ্যা দেওয়া ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু Golgotha শব্দটি থেকে 'কলিকাতা' (*Kalikata*) নামের উৎপত্তি কেউই নির্ণয় করবেন না। ১৬৫৫ থেকে ১৬৮৭ পর্যন্ত হুগলী চুঁচুড়া শহরের গোলগোট (Golgot) বা গোলঘাট (Golghat) নামক স্থানে ইংরেজ কম্পানির একটি ফ্যাক্টরি ছিল। পুরনো বাড়িটি ১৭১৩ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে পরে হুগলিতে একটি নতুন ফ্যাক্টরি নির্মিত হয়েছিল, এবং সেটি ১৭২০-র পরেও ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯] ১৭০৪-এ Golgot ফ্যাক্টরিটি গুটিয়ে নেওয়ার কথা সত্য নয়।[৮০] যেসব ইয়োরোপীয় কলকাতার পরিবর্তে Golgotta লিখেছেন তাঁদের চিন্তায় কিছু বিভ্রান্তি ঘটেছিল। এই দু'টি স্থান

১৬. May 9, 1840; 'Notes on the Medical Statistics and Topography', reproduced by Pramatha Nath Mullick in his *Kalkatar Katha, I, appendix* 11.

১৭. C. R. Wilson, *Early Annals*, vol. III, Calcutta, 1917.

১৮. দেশ, মার্চ ৯, ১৩৭৮।

১৯. A.K. Banerji, *Hooghly Dist. Gazetteer*, Cal.,' 72, p. 692.

৮০. vol. II, para 147, p. 71.

সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং আজও তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। কিছু ইংরেজ জেনেশুনেই কলকাতাকে 'গোলগোত্তা' লিখেছেন—একথা যদি সত্যি হয় তাহলে কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যই এই ডাকনাম দেওয়া হয়।

৭. কোল-কা-হাতা (Kol-ka-hata)—কোল জাতির বসতি : উত্তর ভারতের জাতি ও উপজাতি সম্বন্ধে বিশারদ ক্রুক সাহেব (William Crooke) ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর North Indian Notes and Queries-এ লিখেছেন ; Babu Gaur Das Bysack prefers to look for the etymology of "Calcutta" in the aboriginal tribe of Kols. Though we are not convinced by his reasoning, he deserves our thanks for the material he has collected, especially that derived from Bengali Mss and family tradition.' ক্রুক সাহেব ভুল ক'রে বলেছেন যে এই বিষয়ে গৌরদাস বসাকের লেখাটি Proceedings of the Bengal Asiatic Society-তে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বসাকের প্রবন্ধটি ১৮৯১-এর Calcutta Review পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। দেখা যাক সেখানে তিনি কি লিখেছেন : 'A theory···perhaps possessing a shade of historic plausibility, is, that Calcutta was derived, in its chaste Bengali form *Kalikata* and vulgar, *Kolkata* from Koli-ka-hata (Hindi) and Kol-ka-hata, (Hindi), meaning the settlement of the *Kolis* or the *Kols* : the aspirate *h* when following a long vowel, is generally dropped in hasty utterance, and we have *Kolikata* (chastened into *Kalikata*) and *Kolkata*, and the one form, or other, may be Urduised into *Kalkatta*.

'The investigations of this theory are as yet very incomplete. It seems to indicate that the incredible volume of Ganges-borne Himalayan debris had mainly built up the present site of our city, and when, according to geologic laws, it became in a manner fit for human habitation, its autochthones were the *Kols*, or perhaps, in some later period, a tribe of Kolis and their settlement on this side of the river.'[৮১]

৮১. *Cal. Review*, April 1891, p. 326 (*Keepsake*, pp. 34-35).

বাংলা 'বিশ্বকোষে' কলকাতা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের লেখকও সম্ভবত গৌরদাস বসাক। সেইজন্য সেখানেও ঐ একই মতের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ গোস্বামী এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই মত সম্প্রসারিত করেছেন[৮২] এবং যদি ভুল না ক'রে থাকি তাহলে বলব সাম্প্রতিক কালে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা 'কলকাতা নামের উৎপত্তি কোল (জাতি) থেকে'—এইটিই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ ক'রে থাকেন।

এই চিন্তাধারাটি সম্ভবত রামকমল সেনের একটি বক্তব্যের ফলশ্রুতি। তিনি তাঁর Dictionary of English and Bengalee[৮৩] পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত বহু শব্দ 'কোল' (ভাষা) এবং 'প্রাকৃত' থেকে ঋণ করা। প্রয়াত অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাবিজ্ঞানে যাঁর পাণ্ডিত্য তর্কাতীত, তিনি কিন্তু 'কোল' থেকে কলকাতার উৎপত্তি সম্ভাবনার কথা তোলেন নি, যদিও কোলদলের সম্বন্ধে তাঁর রচনা রয়েছে।[৮৪]

হিন্দুরা হো, মুণ্ডা, ভূমিজ, ওরাওঁ এবং এখনো কখনো মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্যান্য আদিবাসীদের কোল বা কলহ্ আখ্যা দিয়ে থাকেন।[৮৫] মুণ্ডা অর্থের মূল নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষায়, যার অর্থ হল গ্রামের মোড়ল বা প্রধান। হো, মুণ্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ ও অন্যান্য আদিবাসীরা খারওয়ারদের বংশধর। এই আদিবাসীরা ছোটনাগপুর এলাকায় আবদ্ধ ছিল, তারা কখনো সমতলের মানুষ নয়। এদের ঐতিহ্য এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা গ্রিফিথ্স (Walter Griffiths) তাঁর

---

৮২. Harisadan Mukhopadhyaya, Calcutta Old & New; যমুনা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ; প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, নব্যভারত, পৌষ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪২৬; কৃষ্ণপদ গোস্বামী, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ৬৩ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৮৩।

৮৩. Ram Comul Sen, *A Dictionary in English and Bengalee*, translated from Todd's edition of Johnson's English Dictionary, 2 vols, Serampore Press, 1834, vol. I, Preface, p. 10.

৮৪. 'The Study of Kol', *Calcutta Review*, 1923, p. 451.

৮৫. G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol. IV, Munda & Dravidian Languages, Delhi, Ist reprint, 1967; P. C. Roychaudhuri, *Palamau Dist. Gazetteer*, Patna, 1961, p. 41.

Kol Tribes of Central India বইটিতে এবং ডালটন (Col. E. T Dalton) তাঁর Descriptive Ethnology of Bengal বইতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[৮৬] এদের বংশানুক্রমিক ইতিহাসে কখনো চব্বিশ পরগণা জেলায় বসবাসের কথা জানা যায় না। ইংরেজদের আগমনের পরেই তারা সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে এবং নীল চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জনগণনায় দেখা যায় যে ২৪ পরগনা জেলায় মাত্র ৩৮৯ জন কোল, ৮১৪ জন সাঁওতাল ৩৩৬২ জন ওরাওঁ ও ধাঙ্গড়ের বাস ছিল।[৮৭] যদি তারা কলকাতা বা ২৪ পরগনার আদিম অধিবাসী হতো তাহলে আমরা এইসব জায়গায় তাদের জনসংখ্যার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে দেখতাম।

১৯০১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশপাশের কোল জাতির (মুণ্ডা ও ওরাওঁ) জনসংখ্যা নিয়ে দেওয়া হল। এতে দেখা যাবে যে অর্থোপার্জনের জন্য তারা সাময়িকভাবে এখানে বাস করত।[৮৮] এখন এরা মুখ্যত ধাঙ্গড় ও কুলির কাজে লিপ্ত আছে।

		মুণ্ডা	ওরাওঁ
১৯০১	কলকাতা	৮১	৫১০
	২৪ পরগনা	৯২২৯	৫৯৩১
১৯১১	কলকাতা	১৫৫	৭৯
	২৪ পরগনা	১৩১৬৫	১২০৫৫
১৯২১	কলকাতা	৪৬৩	৬৩
	২৪ পরগনা	১৬৯২৫	১৩৪২৫
১৯৩১	কলকাতা	৬২৭	৪৯৮
	২৪ পরগনা	২০৬৬৯	১৬০২১
১৯৪১	কলকাতা	১৩	২২
	২৪ পরগনা	১৬৩১৪	১২৯০৮
১৯৫১	কলকাতা	৮৬	৫২
	২৪ পরগনা	১৭৬২৭	২৯৪২৮

৮৬. A. Mitra, *The Tribes and Castes of Bengal*, (Census 1951, West Bengal), Calcutta, 1953, pp. 1-414, for extracts.

৮৭. Hunter, *Statistical Account*, vol. I, p. 51.

৮৮. A Mitra, *op. cit.*, p. 94.

১৮০১ সালের আগে, মনে হয়, 'কোল' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। A. Cleveland তাঁর ছোনাগপুরের পাহাড়ী উপজাতিদের বিষয়ে রিপোর্ট[৮৯] দেওয়ার সময় 'কোল' নামটি ব্যবহার করেনি। ১৮৩০ সালের বিদ্রোহের সময় তাদের কথা শোনা যায়। কোল-বিদ্রোহের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত এবং ডালটন সাহেব তাঁর Ethnology-তে এর কিছু বিবরণ দিয়েছেন। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে'র মতো (যাতে প্রাচীন বঙ্গের জাতিভেদ রীতি আলোচিত হয়েছে) কোনো সংস্কৃত বইতেও তাদের উল্লেখ নেই।[৯০]

নিম্নবঙ্গের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়'। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে রচিত এই গ্রন্থে দেশটিকে 'সমতট' বলা হয়েছে।[৯১] সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি ও অন্যান্য নথিতে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। 'বৃহৎসংহিতায়' এই অঞ্চলকে 'বঙ্গ' থেকে পৃথক বলা হয়েছে। হুয়েন সাং (Hieun Tsang)-ও সমতটের বর্ণনা দিয়েছেন। 'আচারঙ্গ-সূত্র', 'কল্পসূত্র' ও 'ভগবতীসূত্রে'র মতো জৈন ধর্মপুস্তকে এবং বৌদ্ধ জাতকে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'সুহ্ম' (Suhma) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৯২]

'কোল'রা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আদিম অধিবাসী নন এবং তাঁরা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে আবদ্ধ ছিলেন। সেইজন্য এটা বলা ভুল হবে যে কলকাতা যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তখন তাঁদের এখানে কোনো বসতি বা 'হাতা' অথবা বাজার ছিল। বসতির উদ্দেশ্যে গোবিন্দপুর পরিষ্কার করেন বসাক ও শেঠরা এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়েও ময়দান এলাকা বাঘের আবাসস্থল ছিল। সুতানটিতে সপ্তাহে একবার বা মাঝে মধ্যে কেবল 'হাট' বসত। যদি আধুনিক কলকাতার

৮৯. James Long, *Selections from Unpublished Records*, Appendix E.

৯০. R. C. Majumdar (ed.), *History of Bengal* (Dacca University), vol, I, Chapter 15 for society in Bengal.

৯১. R. C. Majumdar, *History of Bengal*. vol. I, Chapter I, p. 17 for Samatata ; Bimala Churn Law (ed). *D. R. Bhandarkar Volume*, Calcutta, 1940, for R. C. Majumdar's 'Physical Features of Ancient Bengal', pp. 341-364.

৯২. A. K. Banerji, *Howrah District Gazetteer*, 1972, p. 67.

কোনো স্থানে কোল-বসতি থাকত তাহলে আমরা তার কিছু চিহ্ন অন্তত দেখতে পেতাম। বিপরীতপক্ষে, আমরা প্রমাণ দেখাতে পারি যে বর্তমানের কালীঘাট এলাকায় বণিক এবং নাবিক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। ১৭৮৩-তে কালীঘাটের মাটির তলায় আবিষ্কৃত গুপ্তযুগেব দুইশত স্বর্ণমুদ্রা এবং সম্প্রতি কালের (১৯৭৬) আবিষ্কার হুগলি জেলার দাদপুর পুলিশ থানার পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হাসনানে প্রাপ্ত নয়টি স্বর্ণমুদ্রা এই তথ্য প্রমাণ করে। কালীঘাট-সংগ্রহের কিছু মুদ্রা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং হাসনান-সংগ্রহের মুদ্রাগুলি পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগের সমতটবাসীরা যে স্বচ্ছ ছিলেন এটি তার আর একটি প্রমাণ। কলকাতার ইতিহাসে কোনো সময়ে কোল জাতির বসবাসের কথা এজন্য টেঁকে না।

যাঁরা মনে করেন কলকাতা 'কোল' শব্দ থেকে এসেছে তাঁদের পূর্বভাবতীয় জাতিবিন্যাস সম্বন্ধে সামান্যই জ্ঞান ছিল। সাঁওতাল পরগনার আকরিক লৌহ-দ্রবণকারী উপজাতিকে কাল্‌হা (Kalha) বলা হয়। 'কোল'-তাত্ত্বিকরা বলতে পারতেন যে কাল্‌হাদের একটা হাত্তা (hatta) বা বসতি এখানে ছিল, যা কালে কালে কলকাতায় পরিণত হয়েছে। ঘনজঙ্গলাকীর্ণ কলকাতা লৌহ আকর দ্রবণের আদর্শ স্থান ছিল, কেননা জঙ্গল কেটে সহজেই কাঠকয়লা প্রস্তুত করা যেতে পারত। একমাত্র অসুবিধা ছিল লৌহ আকব সংগ্রহ করা, যেহেতু কলকাতার আশেপাশে ঐ বস্তুটি পাওয়া যেত না। 'কাল' শব্দটি সাঁওতালি 'হাড' শব্দের সমার্থক, অর্থ 'মানুষ'। উদাহরণ স্বরূপ বৌবাজার এলাকার 'হাড়কাটা' লেন বা গলির কথা বলা যায়। সেখানে 'হাড' শব্দের অর্থ যাই হোক, 'কোল'—তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাঁদের যুক্তির সপক্ষে এটি খাড়া করতে পারতেন।

'কলি-কা-হাতা' (অর্থাৎ কলিগণের বস্তি) থেকে 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কলিরা মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। বোম্বাইতে প্রচুর 'কলি' এখনো দেখা যায়, যাঁরা তাঁদের জাতব্যবসা সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করছেন। কলিরা বৃহত্তর বোম্বাইয়ের আদিম অধিবাসী এবং কেউ কেউ বলেন বোম্বাই নামের উৎপত্তি তাঁদের দেবী মুম্বা দেবীর নামানুসারে হয়েছে। মুম্বা দেবীর মন্দির এখনো বর্তমান। 'কলি' জাতি ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েননি এবং তাঁদের কলকাতায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এ ব্যাপারে মন্তব্য আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

'কলিকাতা' এবং 'ক্যালকাটা' নামের এইসব ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা ('ক' থেকে '৭' = ১৫) যুক্তিপূর্ণ বা সন্তোষজনক নয়। বহু লেখক অতীতে সেগুলিকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। আমরা লোক-ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যাগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছি, যদিও তাদের প্রবর্তকগণ নিজেরা তেমনটি করেন নি। যেহেতু উপরিউক্ত সবগুলি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হল না, তাই আমরা 'কলিকাতা' এবং 'ক্যালকাটা' নামের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

'কলিকাতা' নামের অর্থ

বাংলা শব্দ 'কলিকাতা', যার দ্বারা কলকাতা শহরকে বোঝানো হয় সেটি 'কালীঘাটা' থেকে এসেছে। কালীঘাটা বা কালীঘাট শব্দটি 'as a compound means the *ghat* of *Kali*, that is, the *ghat* in the neighbourhood of Kalı's altar, or where people had to proceed to it. In time it gave its name to the locality where the shrine of the goddess is situated.[৯৩] ৯০ বছর আগে দেওয়া গৌরদাস বসাকের এই ব্যাখ্যা কলকাতা নামের উদ্ভব অনুসন্ধানীদের চোখ এড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি 'সুবর্ণরেখা' প্রতিষ্ঠানের শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি বইতেও এই বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছি। Dr. W. G Blackie-র Imperial Gazetteer : A General Dictionary of Geography etc. (London, 1855, vol. I. p. 556)-তে লেখা হয়েছে : 'CALCUTTA (*Kallee Ghattah*, the *ghaut* or landing place of the goddess Kallee ; in acts of Parliament called "the town of Callcutta, and Factory of Fort William".'

সপ্তগ্রাম থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত হুগলি নদী এবং আদিগঙ্গার পাড়ে কতকগুলি ঘাট ছিল। খিদিরপুরের পরে আর ঘাট ছিল না, কেন না নদী ছিল 'কাটা গঙ্গা'। কলকাতার ঘাট এবং শ্মশানঘাটগুলি সব কয়টিই ছিল হুগলি নদীর পূর্ব-তীরে ও আদিগঙ্গার ধারে।

সন্দেহ নেই যে নদীকূলে একটি 'ঘাট' ছিল, যেখানে তীর্থযাত্রীরা এবং পারা-পারের বাসিন্দারা, অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা গোবিন্দপুর চৌহদ্দিতে

৯৩. *Calcutta Review*, April, 1891, p, 304 (*Keepsake*, p. 8).

দেবী কালী দর্শনের জন্য অবতরণ করতেন। অবিলম্বে সেই ঘাটের নাম হয়ে যায় কালীঘাট এবং সেই থেকে বর্তমান অঞ্চলের এই রকম নাম হয়েছে।[২৪] এখনকার মন্দিরের সন্নিকটে আদিগঙ্গার কূলে এই 'ঘাট' হতে পারে না। কারণ ১৮০৯-এর আগে দেবীকে বর্তমান অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয় নি এবং ঘাটে ডুব দিয়ে সকল অপবিত্রতা দূর ক'রে দেবীর পূজায় যাওয়াই রীতি ছিল। প্রিন্সেপ ঘাটের পর 'বালুঘাট'[২৫] (Bolt-এর Consideration-এ Ballegot) নামে একটি 'ঘাট' ছিল। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৫-এর মধ্যে জনসাধারণের অর্থসাহায্যে জেম্‌স প্রিন্সেপের (James Prinsep) স্মরণে কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রিন্সেপ ঘাট নির্মিত হয়। সম্ভবত প্রাচীন 'কালীঘাট' এখানেই ছিল, এবং কালীর মন্দির ছিল পাড়ের গোবিন্দপুরে চৌরঙ্গির ঘন জঙ্গলের মধ্যে (যা এখন ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে বিলীন)। হল্‌ওয়েলের উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে নদীকূলে গোবিন্দপুর নামে শেঠ-বশাকদের একটি ছোট গ্রাম ছিল।

ভোলানাথ চন্দ্র বলেন যে, তীর্থযাত্রীরা যাঁরা নদীর অপর পার থেকে আসতেন তাঁরা পুরনো Vanzan Creek ও চাঁদপাল ঘাটের মধ্যবর্তী একটি 'ঘাটে' অবতরণ করতেন, কারণ গৌড়ের পাঠান শাসন-কেন্দ্র থেকে চিৎপুর হয়ে যে বিরাট সড়ক চলে এসেছে সেখান থেকে এটিই মন্দিরে যাওয়ার নিকটতম পথ ছিল। চৈতন্য-পরবর্তী ও টোডর মলের পূর্ববর্তী পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালীন সময় ছিল সেটি। জঙ্গল ও জলাভূমি আকীর্ণ সুতানটি ও গোবিন্দপুর ছিল তখন নামগোত্রহীন স্থান। কলকাতাও তাই। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অবতরণের 'ঘাট'টি 'কালীঘাট' নামে সে সময়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল—From this great *ghat* not only did the surrounding locality first acquire its name, but also the fiscal importance that procured it a place in Akbar's Revenue Settlement. It is therefore in the corruption of Kalighat into the Moslemized Kalikata of the *Asl-i-JamaTumar* that we

---

২৪. *Cal. Review*, April, 1891, p. 311 (*Keepsake*, pp. 16-17).
২৫. See map of Calcutta in Newell's *Calcutta Guide*, Calcutta, 1917.

must look for the derivation of the Anglicised Calcutta of the present day.'[১৬]

চৌরঙ্গি ছিল ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ জঙ্গল, সেইজন্য গৌড় ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত তীর্থযাত্রীরা চিৎপুর রোড হয়ে সম্ভবত 'কালী'-ঘাট থেকে নৌকারোহণে কালীঘাট যেতেন। হাসান সুরাবর্দী বলেন যে, হয় কুসংস্কার, নয়তো স্থানীয় হিন্দুদের খুশি করার জন্য ইয়োরোপীয় বণিকরা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে এই দেবীকে তুষ্ট করতে বড় ক'রে পুজো দিতেন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তীর্থযাত্রীর পথ নিরাপদ ছিল না বলে তাঁরা মন্দিরে যেতে নদীপথ নিতেন এবং '...alighting at the *ghat* or landing-stage called Kalighat, which meant the landing-stage of the temple of Kali. It is very probable that *ghat* was transliterated in English or *ghata*, just as the Europeans write Ram as Rama, Navadwip as Navadwipa, Thus *Kali ghat* became Kalıghata, and its transition thence to Kali-kata, and Calcutta is easy to follow.'[১৭] 'ঘাট' (ghat)-কে আগে 'ঘাট' (ghata)-ই বলা হতো। সুরাবর্দী সাহেব এই শব্দটির মূল কালী-দেবীর মন্দিরে যাওয়ার জন্য নদীকূলে কালী-'ঘাট' নামে একটি ঘাটে নামতে হতো।

ভবিষ্য-পুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড, ২২.৯) গোবিন্দপুর জঙ্গলের প্রান্তভাগে এক দেবী কালীর উল্লেখ পাওয়া যায় :

তাম্রলিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধনীতটে ॥[১৮]

ওলন্দাজদের প্রাচীন মানচিত্রে গোবিন্দপুরকে গোবর্নপুর (Governapore) নামে দেখানো হয়েছে, ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন একথা সমর্থন করেছেন। হ্যামিলটন কালীঘাট মন্দিরের অবস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি। প্রচলিত লোককথা বলে যে যোগী চৌরঙ্গির শিষ্য জঙ্গল গিরু (গিরি) নামে একজন 'দশনামী' সেবায়েৎ

---

১৬. *Calcutta University Magazine*, January 1897, p. 175, (*Keepsake*, p. 6).

১৭. *Calcutta and Environs*, December 1923, p. 5.

১৮. *Calcutta Review*, April 1891, p. 315 note (*Keepsake*, p. 21 note).

সন্ন্যাসী গোবিন্দপুরের কাছে দেবী কালীর প্রতীককে প্রথম পূজা করেন। 'হটপ্রদীপে' যোগী চৌরঙ্গির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম আদিনাথ থেকে ইনি ষষ্ঠ গুরু এবং কবীরের সমসাময়িক গোরক্ষ হলেন অষ্টম গুরু। লোকে আরো বিশ্বাস করে যে যোগী গোরক্ষ এই একই প্রতীকের পূজা করতেন। গোরক্ষ বিজয়ে তেমন কথাই লেখা হয়েছে। যেহেতু যোগী চৌরঙ্গি এবং গোরক্ষনাথ সম্ভবত অ-বাঙালি ছিলেন, সেইজন্য গোবিন্দপুর এলাকার দেবী কালী স্থানীয় বাঙালি অপেক্ষা উত্তরাপথের তীর্থযাত্রীদের দ্বারাই অধিক পূজিতা হতেন। শেঠ-বশাকরা প্রতিবেশী এই দেবীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখাতেন, কেননা তারা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁদের দেবতা গোবিন্দজীর পূজাই তাঁরা করতেন, যার ফলে স্থানের নাম হয়েছিল 'গোবিন্দপুর'। এমন কি শ্রীচৈতন্য কলকাতার উপকণ্ঠে এসেছিলেন, তবুও তিনি এই মন্দির দর্শন করেন নি। কালীঘাটের বর্তমান মন্দির বহু উত্তরভারতীয়, বিশেষ ক'রে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির অধিবাসীরা দর্শন করেন। গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীরা এটিকে তাদের পরিক্রমা-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা এটাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে উত্তর-ভারতীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ভক্ত এখনো কালীঘাট মন্দির দর্শন ক'রে থাকেন। তাঁরা নদীতীরে 'কালীঘাটে' নেমে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতেন। এটা স্বাভাবিক যে বাংলভাষায় অধিগ্রহণের আগেই অশিক্ষিত ভক্তদের মুখে মুখে 'কালীঘাট্ট' (Kalighatta) শব্দটি 'কলিকাতা'য় (Kalikata) রূপান্তরিত হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন : 'Thus the word "Calcutta"(*Kalikata*) is not derived from the word "Kalighat" as the Bengalis pronounce it, but from *Kalighatta*, the form by which the upcountry people used to designate it.'[১৯]

দীনেশচন্দ্র তাঁর Glimpses of Bengal Life (p. 116)-এ লিখেছেন : 'In fact the name Calcutta has sprung from the distorted pronunciation of the word 'Kalighat' by North-western men. It used to be called "Kalighatta" by these people and Calcutta is only a softened form of this word.'

---

১৯. *Calcutta Review*, April, 1891, pp. 310-311 and notes (*Keepsake*, pp. 15-17).

'পীঠস্থান' কালীঘাট শব্দটি উত্তর-ভারতীয়দের দ্বারা বিকৃত হয় নি, কিন্তু অবতরণক্ষেত্র 'কালীঘাট্টা' শব্দটি হয়েছিল, বাংলাভাষায় কালীঘাট এবং কলিকাতা দু'টি শব্দ পাশাপাশি থাকার কারণ এর থেকে বোঝা যায়। গৌরদাস বসাক নির্দিষ্টভাবে বলেছেন[১০০] যে কোনো হিন্দু এমন কি সব চাইতে অজ্ঞান মূর্খ মানুষটিও কালীঘাটে অবস্থিত সর্বজনবন্দিতা দেবীর মন্দিরের স্থান-নামটিকে বিকৃত ক'রে 'কলিকাতা' বলবে না। 'কালীঘাট' শব্দের অপভ্রংশ 'কলিকাতা' অবজ্ঞাজনিত নয়, বরং ভাষার প্রয়োজনেই এমন বিকৃতি। কালীঘাটের মধ্যে কঠিন ব্যঞ্জন বর্ণ (মহাপ্রাণ বর্ণ) 'ঘা' লোকমুখে নরম হয়ে অল্পপ্রাণ 'কা'তে পরিণত হয়েছে, এবং এইভাবে আমরা বাংলায় 'কলিকাতা' শব্দটি পেয়েছি। 'ঘা' থেকে 'কা'য়ে রূপান্তর ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মও লঙ্ঘন করে না। 'কলিকাতা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করবার পর আমরা দেখব 'ক্যালকাটা' (Calcutta) শব্দটি এই বাংলা শব্দ থেকে এসেছে কি না।

'ক্যালকাটা' শব্দের অর্থ

কলকাতাকে ঘিরে অনেক 'খাল'[১০১] আছে—যেমন কাঁটাতলা কাটা খাল, বাঙ্গর কাটা খাল, ঘিপুকুর কাটা খাল, ভানিপুর কাটা খাল, সুলকুনি কাটা খাল ইত্যাদি। বাংলা, মুণ্ডাগোষ্ঠীর ভাষা যেমন মুণ্ডারি, ভূমিজ, হো ইত্যাদি এবং সাঁওতালী ভাষায় 'খাল' অর্থ গভীর জলের ডোবা, আবদ্ধ জল ইত্যাদি।[১০২] প্রায় সমস্ত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় 'কাল' অর্থ একটি ছোট অথবা সরু খাল।[১০৩] সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি হ'ল 'খল্ল' এবং প্রাকৃতেও 'খল্ল' বা 'খাল'।[১০৪] অতএব সমস্ত মুখ্য ভারতীয় ভাষায় খাল (*Khal*) অর্থ অসম গভীর প্রাকৃতিক খাল, যেখানে কেবল বিশেষ ঋতুতে জল থাকে। 'কাটা' সাঁওতালী ও বাংলা ইত্যাদি ভাষায় 'কাটাও' শব্দের অতীত কাল। অতএব 'খাল+কাট্টা' অর্থ প্রাকৃতিক

---

১০০. *Calcutta Review*, 1918, pp 68-69.

১০১. Hunter, *Statistical Account*, vol I, p. 31.

১০২. Campbell's *Santali Dictionary*, Manbhum, 1933, p. 332.

১০৩. T. Burrow & M. B. Emeneau, *A Dravidian Etymological Dictionary*, Oxford, 1961, Entry No. 1239, p. 104.

১০৪. Burrow & Emeneau *ibid*, Entry No. 1239.

খাল এবং যার দ্বারা গ্রামের সীমা নিরূপিত। অপরদিকে 'কাটা-খাল' অথবা মানুষের তৈরি খালের গভীরতা ও বিস্তার সর্বত্র সমান হয়, গভীর ডোবা সৃষ্টি বা জল আবদ্ধ হয়ে থাকবার সুযোগ ঘটে না।

বাংলাভাষার প্রথম উল্লেখে ('পদ্মাবতী') এবং ফার্সিতে ('বায়নামা'য়) কলকাতাকে 'খালকাটা' [Khalkhatta (h)]-রূপে দেখা যায়। 'খালকাটা' শব্দটি ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে 'ক্যালকাটা'য় পরিণত হয়। কলকাতার 'খাল' সম্বন্ধে কিছু বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এখন প্রশ্ন হল খালটি কোথায় ছিল? এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধ নেই যে সুতানটি, কলকাতা এবং গোবিন্দপুর একত্রে মিশে আধুনিক কলকাতার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতানটি ৪৭ নম্বর স্ট্রাণ্ড রোডের পুরনো টাকশাল থেকে শোভাবাজার অথবা আর একটু দূরে বাগবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১০৫] এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম সেখানেই ছিল গোবিন্দপুর। এদের মধ্যবর্তী এলাকায় ছিল কলকাতা গ্রাম। ১৭০৭-এর জুন মাসের জরীপে[১০৬] দেখা যায় যে কম্পানি এই তিন গ্রামের ৫০৭৬ বিঘা, ১৮$\frac{৩}{৪}$ কাঠা জমির অধিকারী, যার ৪৮৮' ১$\frac{৩}{৪}$ এর উপর রয়েছে বাজার, গোবেন্পুর (গোবিন্দপুর)—১,১৭৮-৭-০, টাউন কলকাতা—১,৭১৭-১০-০ এবং সুতানটি (Soota Loota)—১,৬৯২-১২-০। কম্পানি জন নগর (John Nagore = Jaunnagar) ভাড়া নিয়ে টাউন কলকাতার অন্তর্ভুক্ত করেন।

ভোলানাথ চন্দ্র কলকাতা গ্রামের চতুঃসীমা বর্ণনা ক'রে বলেছেন: The village (Calcutta) under this name extended along the river down to a narrow creek which then flowed from the point of Colvin's Ghat to the Salt Water Lake, and formed its southern boundary. Much of it was jungle, 'in which the quarters chiefly inhabited were those adjoining Chuttanutty. Down from the present Jagannath Ghat to the creek, it was an unoccupied

---

১০৫. R, C. Sterndale, *Historical Account of the Calcutta Collectorate.* Calcutta, 1885 (reprint, pp. 76-80 for Sootanati.

১০৬. C. R Wilson, *Early Annals*, I, pp. 284-86.

tract. This was taken up by the English for their new locale.'[১০৭] ব্লকম্যান (Blochmann) ব্যাখ্যা করেন: Near the southern limit of Calcutta itself, there was a creek which ran from Chandpal Ghaut to Ballia-Ghaut near the Salt Lakes. Orme calls this canal or creek a deep miry gully. The ditch took its course before Government-house, and across Dhurmtollah towards Wellington Square. Wellington Square tank was made upon the site of this ancient creek, which has been the cause of its banks and *ghauts* continually giving way. There was also quicksand in the bed of the tank, and the water could not be retained, until, in 1849 the banks and the bed were at some cost, reconstructed. I may mention that the tank, as well as several others, were made by the Lottery Committee. Until lately there was a ditch to the south of Boitakkhanah, which showed traces of the continuations of this creek. The creek has given the name Creek Row, whilst its native name, Dinga Bhanga is said to have its origin in the wrecking at that place, of a ship, which during the terrible cyclone of 1737 had been driven up by a storm-wave from the river.'[১০৮]

কম্পানির নথি থেকে খাঁড়ির গতিপথ পরিষ্কারভাবে জানা যায়। এটি লবণহ্রদে উৎপত্তি হয়ে বেলেঘাটা, শিয়ালদহ, ক্রীক্ রো, ধর্মতলা স্ট্রীট, এসপ্লানেড ইস্ট, গর্ভনমেন্ট প্লেসের উত্তর ভাগ, হেষ্টিংস স্ট্রীট হয়ে কল্‌ভিন ঘাটের কাছে হুগলি নদীতে পড়েছে। কল্‌ভিন ঘাটকে বলা হতো কাচাগুড় ঘাট, কারণ এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের নৌকাগুলিকে মেরামত করা হতো। অষ্টাদশ

১০৭. *Calcutta University Magazine,* vol. IV, 1897, p. 214 (*Keepsake,* p. 39).

১০৮. *Calcutta During Last Century,* pp. 4-5 (*Keepsake,* p. 61); W. K. Firminger, *Thacker's Guide to Calcutta,* 1906, p. 5, 10.

শতাব্দীর প্রথমভাগে এখানে গোবিন্দপুর যাওয়ার জন্য দু'টো বা তিনটে সেতু ছিল। এখানকার হেষ্টিংস স্ট্রিটের উপর পুরনো ইংরেজ কবরখানা (সেণ্ট জন্ চার্চ) থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত যে সেতুটি ছিল সেটি ইংরেজ কম্পানি একাধিক বার মেরামত করেছেন।[১০৯] ১৭৩৭-এর পূর্বে যে খাঁড়িটি নাব্য ছিল সেটি ক্রমশ পলি পড়ে বন্ধ হয়ে গেল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বণিকরা এই নদীপথ ধরে ঢাকা থেকে সপ্তগ্রাম/হুগলি যাতায়াত করতেন, কেননা তানাহ্-এর (বোটানিকাল গার্ডেন) পরে নদীবক্ষে পোর্তুগিজ জলদস্যু এবং তাদের সমগোত্রীয় মগদের উপদ্রব হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নদীপথ বেতড় এবং সুতানটির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নথিপত্রে এর নাম ছিল 'Ballegot Passage through the woods'।

সেই সময় এটি একটি প্রাকৃতিক 'খাল' ছিল। পুবের বিরাট হ্রদ (লবণ হ্রদ) বর্ষাকালের জলে পূর্ণ হয়ে উপ্চে পড়ায় এই খালের উৎপত্তি হয়। লোকে বলত 'খাল কাট্টা'। খালকাট্টা গ্রাম এই 'খালে'র নামে নাম গ্রহণ করেছিল। যেহেতু গ্রামের নামগুলি তাদের বৈশিষ্টপূর্ণ সীমাচিহ্ন অনুসারে নাম গ্রহণ করে, সেইজন্য এই ব্যাখ্যা ন্যায়সংগত মনে হয়। Mrs. Blechyenden এই কথা মনে রেখে লেখেন : ' there seems no apparent reasons why the name may not have originated from the position of the village on the bank of the *Khal*, *Khal-Kutta*, where the creek or stream had cut its way in some great flood, or had been cut by the villagers to drain their low-lying fields.[১১০] এ কে. রায় যে ভূমিকম্পের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেছেন তার ফলেও ক্লাইভ স্ট্রিটের জমি উঁচু হয়ে উঠতে পারে এবং যার ফলে সৃষ্টি হয় এই গভীর খাল। চার্নক এখানে অবতরণের অনেক আগেই 'খালকাট্টা' (Khalkatta) গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। 'খালকাট্টা' ইংরেজদের দ্বারা বর্ণান্তরিত হয়ে 'ক্যালকাটা' (Calcutta)-তে পরিণত হয়েছে।

---

১০৯. C. R. Wilson, *Old Fort William*, London, vol. I, pp. 110, 135 etc.

১১০. *Calcutta Past & Present*, Calcutta, 1905, p. 5

এখন পরিষ্কার যে 'ক্যালকাটা' নামের ব্যুৎপত্তিগত মূল হল বাংলা শব্দ 'খাল'। খাল অর্থে 'খাল' বা 'কাল' শব্দ মোটামুটি সব কয়টি ভারতীয় ভাষাতেই বর্তমান, সেইজন্য ঐ শব্দটি থেকে 'ক্যালকাটা' (Calcutta) নামের উৎপত্তি, আমার মনে হয়, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, ভাষাতাত্ত্বিক সব দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত। সাধারণ বুদ্ধির কাছে এটি আবেদন রাখে।

পরিশেষে একটি মানচিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করছি। এটি সম্প্রতি আমাকে দেখার সুযোগ দিয়েছেন শ্রীবিভাস গুপ্ত। 'ক্যালকাটা' নামটি যে 'খাল' বা খাঁড়ি থেকে এসেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে D. Anville প্রণীত (১৭৪৩) হুগলির এই ফরাসি মানচিত্রটিতে। খাল বা খাঁড়িটি এতে চিহ্নিত হয়েছে 'Calcutta R[iver]' এবং শহরটি চিহ্নিত হয়েছে 'COLICOTTA' রূপে।

VAN DEN BROUCKE'S MAP (1660 A. D.)

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের যে সব মানচিত্র আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহার কোনটিতেই Calcutta-র কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র Van den Broucke কৃত Bengal এর মানচিত্রেই[১১১] Calcutta মুদ্রিত হইয়াছে তবে তাহাও প্রামান্য তথ্যনহে। Fr. Valentyjn তাঁহার Oud en Niew Oost-Indien (1724-26) মানচিত্রে Van den Broucke-এর উক্ত মানচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। এই মান চিত্রে Hooghly নদীর পূর্ব্বতীরে Barrenger (Baranagar) এর নীচে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত হইয়াছে। Soelanatti (Sootanatti = Sutanati), Oarhens Spruyt, Chandernagor, Jannengad, Collecatte (Calcutta), Deense Logia (Dane's Lodge) and Calcula Soelanatti, Collecatte and Deense Logia প্রয়োজন ভিত্তিক বন্দর বলিয়া উল্লেখ থাকায় ঐ সকল স্থানে কল কারখানার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু নিম্নলিখিত তথ্য সকল প্রমাণ করিতেছে যে পূর্ব্ব বর্ণিত মানচিত্র প্রকৃত মানচিত্র নহে।

(ক) ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে Soelanatti তে ইংরাজদের কোন কলকারখানা স্থাপিত হয় নাই।

(খ) ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে Collecatte-তেও ইংরাজদের কোন কলকারখানা স্থাপিত হয় নাই।

---

১১১. Van den Broucke-এর মানচিত্র *Bengal*-এর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে (Dacca University)।

(গ) Soelanatti এবং Collecatte কে প্রয়োজন ভিত্তিক বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করাও সত্য নহে।

Soelanatti এবং Collecatte দুইটি পৃথক এবং সংলগ্ন গ্রাম। এই দুইটি লইয়াই Collecatte.

(ঘ) Soelanatti-কে Baranagar এর নীচে কিন্তু Chandernagar এর আগে দেখানো হইয়াছে। Chandernagar এর নীচে কিন্তু Chandernagar এর আগে দেখানো হইয়াছে। Chand rnagar এর নীচে এবং Collecatte-র আরো নীচে Jannengad কে দেখানো হইয়াছে। Soelanatti Chanderngar এর উপরে হইতে পারে না।

Van den Broucke যিনি 1662-64 খৃষ্টাব্দে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান ছিলেন এবং হুগলী নদীর মোহানা থেকে Chinsurah পর্য্যন্ত হুগলী নদীর তীর সম্বন্ধে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল তিনি কখনই এইরূপ ভুল করিতে পারেন না। তাঁহার মানচিত্র (1660. A. D) তাঁর জীবদ্দশায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই। Valentyjn-ই তাঁহার ইষ্ট ইণ্ডিজের বিবরণীতে উক্ত মানচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন।

Van den Broucke এর মানচিত্র কখনই Valentyjn এর মানচিত্র বলা যায় না কারণ Valentyjn নিজেই Calcutta-র অবস্থান যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "হুগলীগামী জাহাজগুলিকে প্রথমে Collecatteর ইংলিশ লজের পাশদিয়া যাইতে হইবে যাহা আমাদের ডাচ লজ হইতে ৯ (ডাচ) মাইল নীচে এবং আরো নীচে ফরাসীদের লজ Chandernagar"[১১২]।

এন, কে, ভট্টশালী,[১১৩] যামিনীমোহন ঘোষ এবং আরও অনেকেই Van den Broucke-এর মানচিত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরায় ব্যাখ্যা হইলে এই মানচিত্রকে বর্ত্তমান শুদ্ধ বানান প্রয়োগদ্বারা অভিযোজন আরও বিভ্রান্তিকর[১১৪]।

---

১১২. Valentyjn, পঞ্চম খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠা, Yule & Burnell *Hobson-Jobson*, s. v. Calcutta.

১১৩. *Bengal Past & Present*, Jan.-March, 1936. *Old Calcutta*-র উপরে প্রবন্ধ ; J. M. Ghosh-এর *Magh Raiders in Bengal*, Calcutta, 1960-র 114 পৃষ্ঠা.

১১৪. Atulchandra Ray-এর *A History of Mughal Navy & Naval Warfares*, Calcutta, 1972, pp. XIII—1.

১৭০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের ইংরাজদের কোন মানচিত্রে কিংবা কোন তালিকাতেও Calcuttaর উল্লেখ নাই যদিও হুগলী নদীতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দেই জাহাজ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা, মালদা এবং ঢাকাতে, Calcutta বাঙ্গলার সদর নির্ব্বাচিত হওয়ার পূর্ব্বেই, কলকারখানা স্থাপিত করিয়াছিল। Kitherpore (Kidderpore), Governapore (Govindapur and Soolanatti (Sutanati) গ্রামগুলি ইংরাজদের প্রথম দিকের অনেক তালিকাতেই স্থান পাইয়াছে কিন্তু Calcutta যেমনটি হওয়া উচিত সেভাবে সেইসব তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংরাজদের কোন বিবরণীতেও Calcuttaর উল্লেখ নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব বিবরণ ছাড়াও ১৬৬৯ হইতে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্যাবলীর চারিটি বিবরণ আমাদের হাতে আসিয়াছে।

Thomas Bowrey একজন সুদক্ষ নাবিক এবং হুগলী নদী সম্বন্ধে তাঁর দশ বছরের অভিজ্ঞতা। ১৬৬৮ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানগুলির ভৌগলিক[১১৫] বিবরণে তিনি Calcuttaর উল্লেখ করেন নাই। সমসাময়িক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন পাটনায় কর্ম্মরত John Marshall ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও মন্তব্যে[১১৬] Calcuttaর উল্লেখ করেন নাই। কোম্পানীর পরিদর্শক Streynsham Master যিনি ১৬৭৬ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী ও কাশিমবাজার পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি তাঁহার বিস্তারিত[১১৭] দিনপপঞ্জীতে Calcutta অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন ইংগিতও রাখিয়া যান নাই যদিও Betor এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির উল্লেখ তাঁহার দিনপঞ্জীতে পাওয়া যায়। William Hedges যিনি হুগলীতে দুই বৎসরেরও অধিককাল কোম্পানী-র প্রতিনিধি রূপে ছিলেন তিনিও তাঁহার দিনপঞ্জীতে[১১৮] Calcutta সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন

---

১১৫. R. C. Temple কতৃক Hakluyt Society-র জন্য 1905 সালে সম্পাদিত।

১১৬. Shafaat Ahmed Khan, *John Marshall in India*, Oxford, 1927.

১১৭. *Diary of Streynsham Master*, R. C. Temple কর্ত্তৃক সম্পাদিত ২ vol., London, 1911.

১১৮. R. Barlow (vol. 1) কর্ত্তৃক সম্পাদিত and Col. Henry Yule, (vols. II & III).

নাই। Bowrey, Marshall, Master এবং Hedges-এর বিবরণী[১১৯] এখন ছাপানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কী:কোম্পানীর অতীত ইতিহাসে কী Bowrey, Marshall, Master-এ Hedges এর বিবরণীতে Calcutta এবং স্থতানুটীর অনুপস্থিতি এবং একই সময়ে Van den Broucke এর নামীয় মানচিত্রে ইহাদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই ভুলবশতঃ হইয়াছে। এই মানচিত্র এমন একজন কর্তৃক মুদ্রিত হইযাছিল যাহার Bengal সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল। Valentyjn অথবা Van den Broucke উভয়েই ভাগীরথীর মোহানা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত সকল স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, স্থতরাং এই মানচিত্র তাঁহাদের কাহারও দ্বারা কৃত অথবা তাঁহাদের কাহারও পরামর্শমত প্রস্তুত হইতেই পারেনা। Valentyjn এর Calcutta সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা,তিনি যে উক্ত মানচিত্র Van den Brouckeর কৃত উল্লেখে রচনা করিয়াছেন তাহার অসত্যতা প্রমাণ করে। Sir Henry Yule কৃত William Hedges-এর দিনপঞ্জীর তৃতীয় খণ্ডে হুগলী নদীর প্রথম দিকের নকশা ও নিখুঁত স্থান বিষয়ক বিবরণ এবং English Pilot-এর ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে হুগলী নদীর মোহানা হইতে হুগলী সহর পর্য্যন্ত নৌ যাতায়াতের নকশা যাহা সম্ভবত প্রথম হুগলীর নাবিক George Herron কর্তৃক অঙ্কিত আমাদের বর্ত্তমান মানচিত্র বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক করিয়াছে।

সারাংশ

Calcutta ফার্সি শব্দ *Kalkatah*-র ইংরেজি রূপ। ১০ নভেম্বর ১৬৯৮-তে সম্পাদিত 'বায়নামায়' এই ফার্সি শব্দটির প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ পাওয়া যায়। ২২ জুন ১৬৮৮-র পর থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কাগজপত্রে কলকাতা নামের (ফার্সিতে *Kalkatah* বানানে) উপস্থিতি দেখা গেছে। ১৬৮৮-র দু'টি নথিতে ছয়বার *Calcutta*-র উল্লেখ রয়েছে। ১৫৮২-তে সম্পাদিত রাজা টোডর মল্লের 'অসল্-ই-জমা-তুমর্' বা মাশুলের তালিকায় উল্লিখিত এবং বাদশাহের সচিব ও প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল-অল্লামির 'আইন-ই-আকবরি'তে (১৫৯৬) অন্তর্ভুক্ত বায়নামা, যাতে ফার্সি ভাষায় Kalkatah শব্দটি আছে, তাতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Kalkatah সম্বন্ধে Francis Gladwin এবং

১১৯. Vol. III, pp. 196-220.

H. Blochmann কর্তৃক পাঠোদ্ধার সম্ভবত সঠিক, কেন না বায়নামায় এটিকে সমর্থন করা হয়েছে। আকবরের প্রধানমন্ত্রী সরকারী জায়গীর অথবা খাসমহল হিসাবে Kalkatah-কে বাদ দিতে পারতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কলিকাতা'র উল্লেখ নেই। 'মনসামঙ্গল' এবং 'চণ্ডীকাব্যে' পরবর্তী কালে এই নামটি সংযোজিত হয়েছে। আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে *Kalghatta*-র উল্লেখ ফার্সি ও ইংরেজিভাষার উক্তিগুলির সঙ্গে খাপ খায়। ইংরেজি শব্দটি Calcutta ফার্সি থেকে এসেছে, বাংলা শব্দ 'কলিকাতা' থেকে নয়। শব্দটি ফার্সি অথবা ইংরেজির থেকে গৃহীত নয়। কোনো সংস্কৃত সাহিত্যে *Kalkatah*-র উল্লেখ নেই, কেননা কালীঘাট, কালীপীঠ, কালীক্ষেত্রের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশাল সংস্কৃত অভিধানের ভূমিকার তারিখ-স্থানটি লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে তিনি কলকাতার জন্য কোনো সংস্কৃত নাম খুঁজে পান নি।

Kalkatah নামের উদ্ভব হয়েছে 'খাল (খাঁড়ি) শব্দ থেকে, কেননা কলকাতা এবং গোবিন্দপুরের সীমা নির্দেশ করত একটি খাল। বর্ষাকালে লবণহ্রদের অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসে এই খালের সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতাকে বেষ্টন ক'রে আরো কতকগুলি মানুষের কাটা খাল ছিল, তাদের থেকে পৃথক বোঝাতে এই প্রাকৃতিক খালটিকে বলা হতো 'খাল+কাট্টা'। Calcutta খালকাট্টা'র ইংরেজি রূপ। এই 'খালকাটা' শব্দটি বাংলা, ফার্সি, মুণ্ডা, সাঁওতালী এবং অন্যান্য উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারতীয় ভাষায়, এমন কি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীতেও বিদ্যমান।

'কাল-কাটা'-র মতো প্রচলিত লৌকিক ব্যুৎপত্তিগুলিকে যদিও অবান্তর বলে বাতিল করা হয়েছে, তবুও এর মধ্যে কিছু সত্যতা রয়েছে। কেননা 'কাল' অর্থ গতকাল নয়, 'খাল'। 'খাল' শব্দটি মারহাট্টা ডিচের কথা বলে না, এটি একটি প্রাকৃতিক খালের কথা স্মরণ করায়। পূর্ববর্তী লেখকগণ এটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নি। Calcutta-র কলকত্তা (Kalkatta) আখ্যা শাস্ত্রসম্মত ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা নয়। যদিও Calicut এবং Calcutta এই শব্দ দুটির উচ্চারণে সাদৃশ্য রয়েছে, তবুও এটা নিশ্চিত যে Calcutta কালিকট্ থেকে আসে নি।

Calcutta কালীর আবাসস্থল কালীঘাটের ইংরেজি রূপ নয়। Khalkatta (খালকাট্টা) বা Kalkatah গ্রামের অবস্থান পরিবর্তিত হয় নি, কিন্তু কালীর

সিংহাসন একস্থান থেকে অপর এক স্থানে সরানো হয়েছে। Calcutta শব্দের *Cal* হচ্ছে *Khal* (খাল), Kalı (কালী) শব্দের *i* বাদ দিয়ে এটির সৃষ্টি হয় নি ' কালীঘাট শব্দটি বিকৃত হয়ে কলিকাতা বা Calcutta হয়েছে, এটি গ্রহণযোগ নয়, কেননা, 'কালী' থেকে আমরা মূল শব্দ 'খাল' পাচ্ছি না।

দেবী কালীব ভক্ত উপাসকগণ Calcutta শব্দেব শাস্ত্রসম্মত ব্যুৎপত্তি না খুঁজে কালীকোটা, কালীকুট্টা ইত্যাদি শব্দ থেকে 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি উদ্ভাবনে চেষ্টা করেছেন। এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে দুই একটিতে কিছু সত্যতা থাকে পারে, যেটা ব্যাখ্যাকর্তারা নিজেরাই পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারেন নি। কলকাতার শৈশবাবস্থায় তাকে 'গোলগোথা' নামে ডাকার ঘটনাটি সত্য। কিন্ত নামটিকে গোলঘাট অর্থাৎ যেখানে ইংরেজদের আদি ফ্যাক্টরি এবং নতুন বর্সা স্থাপিত হয়েছিল, সেই স্থানটির সঙ্গে গণ্ডগোল করা হতো। ঐতিহাসিক যুক্তি অভাবে অধ্যাপক স্নীতি চট্টোপাধ্যায়ের কলি (চুন) এবং কাতা (ভাটি) থেকে কলকাতা নামের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়।

দেবী কালীর সিংহাসন যখন গোবিন্দপুরে ছিল তখন মন্দিরের সন্নিকটে নৌকাবতরণের জন্য যে ঘাট বা ঘাট্টা ছিল সেই কালীঘাট বা কালীঘাট্টা থেকেই 'কলিকাতা' শব্দের উৎপত্তি। উত্তরদেশীয় তীর্থযাত্রীরা 'কালীঘাটা'-র বিকৃত রূপ দিয়েছেন 'কলিকাতা' সুতরাং সর্বজনবন্দিত কালীঘাট, কালীপীঠ বা কালী ক্ষেত্র থেকে 'কলিকাতা'র উৎপত্তি হয় নি। কালী দর্শনের জন্য নামার ঘাট 'কালীঘাটা'র বিকৃত রূপই হল 'কলিকাতা'।

অতএব আমরা দেখতে পেলাম যে ইতিহাস, ভূগোল এবং ধর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় 'কলিকাতা' এবং 'কালীঘাট' শব্দ দু'টির অস্তিত্ব পাশাপাশি বর্তমান রয়েছে, এতে কোনো বিরোধ নেই। Calcutta 'খালকাটা'র ইংরেজি রূপ। খালকাটা শব্দটি বাংলা, ফার্সি, সাঁওতালী এবং মুণ্ডাদের ভাষাতে বিদ্যমান। 'ক্যালকাটা' (Calcutta) ও কলিকাতা এই দু'টি শব্দের মূল ভিন্ন এবং তাদের ব্যুৎপত্তি পরস্পর নির্ভরশীল নয়।

Kolkata এই নামের শব্দতত্ত্ব Kol+katta শব্দ দুইটি হইতে পাওয়া যায়। এখানে Kal Kol-জাতিকে না বুঝাইয়া ক্রোড বুঝায়। এই Kol শব্দটি সাধারণতঃ পলিজ বদ্বীপ গঠনের, যাহা Bengal-এর নদীগুলির বিভিন্ন স্রোতের সাহায্যে উৎপন্ন হয়, মুক্ত প্রান্তকে বোঝায়। এই Kal গুলি যতদিন পর্যন্ত

বর্ত্তমান থাকে ততদিন প্রাকৃতিক বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই Kal গুলি ঘিরিয়া যে সব উপদ্বীপের উৎপত্তি হয় তাহা কালে নদীর পরিবর্ত্তিত স্রোতের কারণে কত্তৃত হয়। তখন ঐ সব স্থানগুলিকে Kata Kol অথবা Kol Kata বলা হয়। বর্ণানুক্রমিক অর্থে কাটা কোল এমন নদীতীরবর্ত্তী অনেক গ্রাম আছে যাহাদিগকে Kata Kol বলা হয়। এই রূপেই Kolkattaর নাম যাহাকে বাঙ্গালীরা Calcutta বলে, তাহা পরিষ্কার Kal এবং Kata এই মৌলিক শব্দ দুইটির ভিন্নরূপ সংযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচায্য কর্ত্তৃক তাঁহার 1896 সালে প্রকাশিত (1968 পুনঃপ্রকাশিত, 247 পৃষ্ঠার টীকা) *Hindu Castes and Sects* গ্রন্থে দত্ত এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত। এইরূপে আমরা Calcuttaর শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলাম। Kalikata and Kolkata শব্দগুলি সবই এই বৃহৎ কলিকাতা মহানগরীকে বোঝায়।

টীকা ও নির্দেশিকা

শ্রীঅলোক রায় সম্পাদিত *Calcutta Keepsake* (Calcutta, 1978) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই প্রবন্ধ / পুস্তিকাগুলি : (১) Blochmann, 'Calcutta During Last Century', (২) Bysack, 'Kalighat and Calcutta' (*Calcutta Review*, 1891 থেকে), (৩) Chunder, 'Antiquity of Calcutta and its name' ও 'Calcutta : its origin and growth' (*Calcutta University Magazine*, 1897 থেকে) এবং (৪) Marshman, 'Notes on the left bank or Calcutta bank of Hooghly' (*Calcutta Review*, 1845 থেকে)। এগুলিতে মূল পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া আছে। বর্তমান নির্দেশিকায় *Keepsake* উল্লিখিত হলে এই গ্রন্থটি ও এতে প্রদত্ত পৃষ্ঠা-সংখ্যা বুঝতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

জব চার্নক

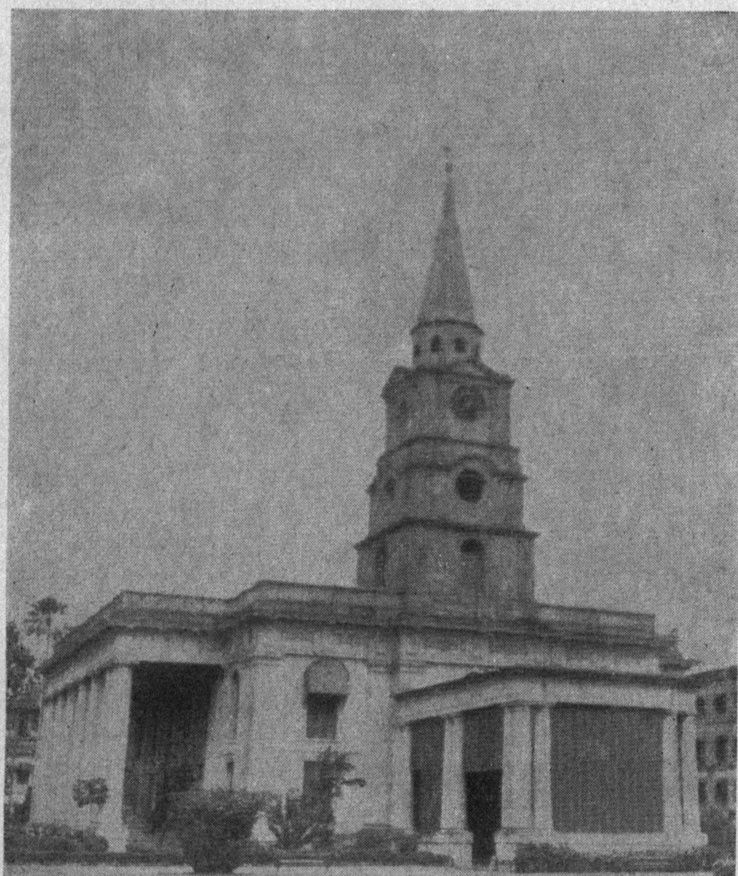
কলকাতা সম্বন্ধে লিখতে গেলেই সচরাচর জব চার্নক দিয়ে শুরু করা হয়। এও দেখা যায় যে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেও তাঁর সময়ের জমি-ব্যবস্থা, নাটক ইত্যাদি নিয়ে লেখার প্রবণতা অনেকের রয়েছে! এমন কি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংস্করণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র[১] মতো প্রামাণ্য পুস্তকেও জব চার্নক সম্বন্ধে কয়েক লাইনের বেশী লেখা নেই। 'ডিক্শনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' চার্নকের জন্ম, প্রথম জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে কোনো বিবরণ দেয় না। স্বভাবতই চার্নক সম্বন্ধে এমন অনেক গল্প ও অবাস্তব কল্পনা গড়ে উঠেছে যে তাঁর সম্পর্কে সত্যমিথ্যা নির্ধারণ খুবই দুরূহ কাজ। বর্তমান প্রবন্ধে চার্নকের একটি প্রামাণিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যাদি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় সেটাই এই বিবরণের মূল ভিত্তি।

চার্নকরা ছিলেন ল্যাংকাশায়ারের একটি পরিবার[২]। কথিত আছে যে তাঁরা

---

১. চার্নক সম্বন্ধে *Encyclopaedia Britannica* (১৪শ সংস্করণ ১৯৭৩)-তে অপেক্ষাকৃত ভাল বিবরণ পাওয়া যায়। ১৫শ সংস্করণ (৩০ খণ্ড শিকাগো, ১৯৭৪, *Micropaedia*, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৭০) চার্নকের বিকৃত পরিচয় দেয়। ঐ অংশের লেখক আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের বিবরণের ওপর নির্ভর করেছেন মনে হয়। পরিচিতির সঙ্গে চার্নকের প্রথম প্রকাশিত ছবি বলে যেটি ছাপা হয়েছে সেটি ভেজাল হওয়াই সম্ভব। দাবি করা হয়েছে যে হোয়াইটের একটি পোর্ট্রেট (ম্যানসেল সংগ্রহ) অনুসরণে টি. ট্রটার (১৭৫০-১৮০৩) যে ছবি এনগ্রেভ করেন, বর্তমান ছবিটি তার অনুলিপি। ছবিটিতে চার্নককে ইংরেজ পোশাকে অ্যাপোলোর মতো সুন্দর এক যুবকরূপে দেখানো হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর সরকারী নথিপত্র ও সমসাময়িক বিবরণের সঙ্গে এর কোনোই সামঞ্জস্য নেই।

২. জীবনী সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন India Office Records (বর্তমান লেখকের কাছে তাঁদের পত্র FL 2/PN/108 dated Aug. 22, 1974)। Lancashire Archives-এ কোনো তথ্য নেই (বর্তমান লেখকের কাছে তাঁদের পত্র L. 33 dated May 29, 1974)।



St. JOHN'S CHURCH,
Calcutta, in, 1977.



THE CHARNOCK MAUSOLEUM,
St. John's Churchyard, Calcutta, in 1977.

Tombstones of **JOB CHARNOCK** *(left, top portion)* and his daughters (1) **MARY** *(left, bottom)* and (2) **CATHERINE WHITE** (*right*) with their epitaphs inside the Charnock Mausoleum.

ঐ কাউন্টির লেল্যাণ্ড হাণ্ডেড এলাকায় যেখানে বাস করতেন তারই স্থানীয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। চার্নক রিচার্ড, হিথ চার্নক ও চার্নক গোগার্ড নামে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন। এ সবের উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দিতে এবং এখনো চার্নক রিচার্ড ও চার্নক হিথ নামের গ্রাম রয়েছে। এই চার্নকদেরই একটি শাখা লণ্ডনে বসবাস শুরু করেন ষোড়শ শতাব্দীতে, আর একটি শাখা চলে যান বেডফোর্ডশায়ারের হালকটে। কলকাতার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পিতা রিচার্ড চার্নক লণ্ডনের নাগরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন ল্যাংকাশায়ারের চার্নকদের বংশধর।

রিচার্ড চার্নক, যাঁর উইলটি[৩] পাওয়া গিয়েছে, ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত জোতদার ও পেশাদার আইনজ্ঞ। তিনি তাঁর উইলে টমাস বেটম্যান নামে এক ব্যক্তিকে সম্পত্তির কিছু অংশ দিয়ে যান। উইলে আছে যে সওদাগর টমাস বেটম্যান, যিনি কিছুকাল মাইকেল মার্কল্যাণ্ডের কর্মচারী ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের আইন-স্বীকৃত ছ'পাউণ্ড অর্থ পাবেন। এ ছাড়া চ্যাণ্ডেলউইক স্ট্রিটের উলের বস্ত্র-ব্যবসায়ী জেম্স হল পাবেন ছ'পাউণ্ড। উইলটি দীর্ঘ এবং বাকি অংশে আছে দুই ভাই স্টিফেন ও জব চার্নকের নাম। সেখানে বলা হয়েছে যে বাদবাকি সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি '…I give and bequeath unto my said Two Sonnes Stephen Charnocke and Job Charnocke to be equally.divided between them which said Stephen Charnocke and Job Charnocke my sonnes I DOE MAKE ordaine and appoint the full executors of this my present Testament and Last Will.'

রিচার্ড চার্নকের উইলে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে তাঁর পুত্র জব চার্নক বিদেশে ছিলেন। কারণ উইলের একটি অংশে আছে—'যদি আমার উল্লিখিত পুত্র জব চার্নক ইংল্যাণ্ডে ফেরার আগে দেহত্যাগ করে…' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, উইলটি রিচার্ড চার্নকের সঙ্গে জব চার্নকের সম্পর্কটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর তারিখে পাটনা থেকে

---

৩. উইলে বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন একজন 'yeoman'। স্টিফেন চার্নকের পিতা নিশ্চয়ই ছিলেন একজন অ্যাটর্নি বা সলিসিটার। Wills, *Prerogative Court of Canterbury*, 58 Hyde.

হেনরি অল্ডওয়ার্থকে লেখা জব চার্নকের একটি চিঠিতে এই সম্পর্কের আরো একটি বাড়তি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় অল্ডওয়ার্থ হুগলি থেকে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চার্নক ও পাটনার ফ্যাক্টরিতে তাঁর উচ্চতর কর্মচারী আয়ন কেন্ যে 'হঠাৎ' হুগলিতে এসে হাজির হতে পারেন তার সম্ভাবনার কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত অল্ডওয়ার্থ রওনা হওয়ার আগে তাঁরা পৌঁছাতে পারেন নি। অল্ডওয়ার্থকে অনুরোধ করা হয়েছিল চার্নকের পিতা আর বেটম্যানের কাছে কয়েকটি চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য। চার্নক লিখেছেন: 'জানি না এ বছরেই বাড়ি যেতে পারব কিনা। যদি না পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আগামী বছর যাব। আরো আগেও যেতে পারি, কারণ স্থলপথে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। মিঃ কেন্-এরও তাই ইচ্ছে[৪]।'

এই চিঠির 'পুনশ্চ'তে বলা আছে যে টুপি ও পোশাকের নানা সরঞ্জাম বিক্রেতা[৫] ক্যানন স্ট্রিটের[৬] মিঃ হল-এর কাছে রিচার্ড চার্নকের হদিশ পাওয়া যাবে। উত্তরাধিকারী হওয়া ছাড়াও টমাস বেটম্যান ও জেম্স হল ছিলেন রিচার্ড চার্নকের উইলের এক্সিকিউটর। উইলের তারিখ ছিল ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২ এপ্রিল। মনে হয়, জব চার্নকের ঐ চিঠি লেখার সময় রিচার্ড জীবিত ছিলেন না। ১৬৬৫-র ২ জুন স্টিফেন চার্নক উইল অনুযায়ী তাঁর বংশের স্বত্বাধিকার লাভ করেন, আর জব চার্নক ইংল্যাণ্ডে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর (জবের) স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা স্থগিত থাকে। অল্ডওয়ার্থ 'রয়্যাল ক্যাথারিন' জাহাজে ইংল্যাণ্ড রওনা হয়েছিলেন বটে[৭], কিন্তু সমুদ্রপথেই তাঁর মৃত্যু ঘটায় রিচার্ড চার্নকের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

রিচার্ড চার্নকের পরিচয় জানার পর এবার জব চার্নকের সঙ্গে স্টিফেন চার্নকের[৮] সম্পর্কটা তদন্ত ক'রে দেখা যাক। স্টিফেন চার্নক ছিলেন হেনরি

---

৪. EF 1661-64, p. 294 and note 1.

৫ . Haberdasher : a seller of small wares.

৬. Candleweeke Street বর্তমান নাম Cannon Street.

৭ *Court Minutes*, dated August 3, 1664.

৮. *The Dictionary of National Biography* (Edited by Sir Leslie Stephen & Sir Sidney Lee), Oxford, 1950, vol. iv. p. 134 ; উইলের জন্য, Wills, *PCC*, 92, Bath.

ক্রমওয়েলের যাজক, আর এই হেনরি ছিলেন বিখ্যাত অলিভার ক্রমওয়েলের (যিনি ছিলেন ১৬৫৩-৫৮তে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্রের লর্ড প্রোটেকটর) পুত্র। তৎকালে-প্রখ্যাত পিউরিটান ধর্মতাত্ত্বিক এই স্টিফেন চার্নক ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের ক্রী চার্চের সেণ্ট ক্যাথারিন যাজকপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। জব চার্নক তাঁর উইলে এই চার্চের দরিদ্রদের ('poore of the Parish of Cree Church London') জন্য পঞ্চাশ পাউণ্ড দান ক'রে গিয়েছিলেন[৯] এর থেকে ধারণা করা সহজ হয় যে পিউরিটান ধর্মতাত্ত্বিক ব্যক্তিটি জব চার্নকের নিজের ভাই ছিলেন। রিচার্ড চার্নকের উইলে স্টিফেনের পেশার কোনো উল্লেখ না থাকার কারণ সম্ভবত দুটি: প্রথমত, অলিভার ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর স্টিফেন রাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বিষনজরে পড়েন এবং প্রায় পনের বছর অবজ্ঞাত-ভাবে লণ্ডনে অতিবাহিত করেন। কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বেও তিনি এই সময় ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, রিচার্ড চার্নক সম্ভবত ছিলেন রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং তাঁর পুত্রের পিউরিটান মনোভাবের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক। রিচার্ড, স্টিফেন ও জব চার্নকের উইলগুলি যখন আমাদের হাতে

---

৯. লণ্ডনের St. Catherine Cree Church-এর Vestry Minutes (28, Aug. 1695-এ লেখা আছে) Guildhall Library 1196/1 p. 437): 'Whereas Mr. Job Charnock late of East India, merchant, hath given fifty pounds to the poore of this parish, 'tis ordered that in Consideration of the said fifty pounds the poore shall have distributed among them three pounds yearely for ever, by two equall payments, viz, upon the 5th of November and the 5th of February yearely.' (তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন Keeper of Manuscripts, City of London Libraries, Guildhall Library, Basinghall Street, London, EC2P 2EJ vide letter CC/GS dated 18th September, 1974.)
এই সাহায্য নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ঐ বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি এটিকে City Parochial Foundation-এর কেন্দ্রীয় ফাণ্ডের অন্তর্গত ক'রে নেওয়া হয়। (তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন India Office Records)।

এসে পড়েছে এবং যেহেতু এগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য রয়েছে, আমাদের ধরে নিতে বাধা নেই যে রিচার্ড ছিলেন জবের পিতা ও স্টিফেন ছিলেন জবের ভাই।

জব চার্নক সম্ভবত জন্মেছিলেন ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে। তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ তাঁর উইলে বয়স সম্বন্ধে কিছু বলা নেই। জব যে উইল করেন তার তারিখ হচ্ছে ১৬৯২ (৯৩) এর ৯ জানুয়ারী। এর একদিন পরেই তিনি মারা যান[১০]। স্টিফেন আগেই মারা গিয়েছিলেন (২৭ জুলাই ১৬৮০) —তাই জবের উইলে তাঁর পিতামাতা বা ভাইয়ের জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল না। রিচার্ড চার্নকের উইলে তাঁর পত্নীর নামের উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জবের মা ১৬৬৩-র আগেই মারা গিয়েছিলেন।

লণ্ডনে জব চার্নকের প্রথম জীবনের কথা কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত তিনি তাঁর ভাইয়েরই মতো কেম্ব্রিজের এমানুয়েল কলেজে লেখাপড়া শেখেন[১১]। কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি সে যুগের যথেষ্ট উপযোগী শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র দেখলেই বোঝা যায় তাঁর শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাঁর রচনাশৈলীর মধ্যে পাওয়া যায় সংযত ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার ছাপ[১২]।

জব চার্নক ১৬৫৫ বা ১৬৫৬-তে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কিন্তু এমন

---

১০. ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে স্টিফেনের জন্ম বলে চার্নকের জন্ম ধরে নেওয়া যায় ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে। St. Catherine Cree Church-এর রেজিস্টার ১৬৬৩-র আগে শুরু হয় নি। চার্নক তখন ভারতে বলে তাঁর নাম সেখানে থাকার কথা নয়। অতিরিক্ত তথ্য Guildhall Library দিতে পারে নি।

১১. Dr. Wilson (*Early Annals*, vol. I, pp. 142-43)-এর বক্তব্য: 'he may have been imperfectly educated.'। একথা বলা অন্যায়। রিচার্ড চার্নক যেহেতু আইনজ্ঞ ছিলেন এবং স্টিফেনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, এটা ভাবা অযৌক্তিক হবে যে তিনি জবের জন্য তৎকালীন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি। জবের শিক্ষার মান উন্নত না হলে তাঁর পক্ষে হিন্দু দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি আয়ত্ত করা কষ্টকর হতো।

১২ জব চার্নকের সই করা কিছু চিঠির প্রতিলিপি স্যার হেনরি ইউল তাঁর *Diary of William Hedges*, vol. II গ্রন্থে ছাপিয়েছেন। আরো কিছু চিঠি পাওয়া যেতে পারে *Diaries of Streynsham Master* (ed. Sir R. C. Temple)-এ।

কোনো নথিপত্রের প্রমাণ নেই যার জোরে বলা যায় যে লণ্ডন কোম্পানির কাজেই তাঁকে এদেশে পাঠানো হয়েছিল। ইউনাইটেড স্টক কোম্পানি যখন ভাঙনের মুখে তখন ১৬৫৫-তে মরিস টমসন আর একটি কোম্পানি চালু করেন[১৩]। প্রথমে তিনি একাই স্বাধীনভাবে কাজ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ইউনাইটেড স্টক কোম্পানি পুরোপুরি ভেঙে গেল তখন তিনি পুনরুজ্জীবিত লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হন। মরিস টমসন কর্তৃক নির্বাচিত কোম্পানির অধিকাংশ প্রতিনিধিই (factors) ছিলেন নামকরা যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত[১৪]। জবের সহকর্মী ও ইংল্যাণ্ডের কার্যনির্বাহক (executor) ড্যানিয়েল শেলডন[১৫] ছিলেন ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ গিলবার্ট শেলডনের ভাইপো। আয়ন কেন্ ছিলেন স্বনামধন্য বিশপের বড় ভাই, আর জব চার্নক (আমরা আগেই দেখেছি) ছিলেন পিউরিটান ধর্মতাত্ত্বিক স্টিফেন চার্নকের ভাই। পুরনো চিঠিপত্রের একটিতে

---

১৩. অলিভার ক্রমওয়েল লণ্ডন কোম্পানিকে নূতন ক'রে ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্য দিতে দ্বিধা করেন এবং ইউনাইটেড জয়েণ্ট স্টক ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দের পর ভারতে মূলধন পাঠানো প্রায় বন্ধ করে। Dodwell, *The Cambridge History of India*, vol. V, pp 94-95। William Foster-এর *The East India Company 1600-1740*-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১৬৫৭-তে প্রধান ব্যবসায়ীরা (এমন কি অবৈধ বাণিজ্যকারীরাও) জয়েণ্ট স্টক ব্যবস্থা চালু রাখতে রাজি হন। ১৬৫৭-র ১ অক্টোবর লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন চার্টার দেওয়া হয়। পুরনো জয়েণ্ট স্টকের মালিকরা ১৬৫৫-তে বাংলার ফ্যাক্টরিগুলি গুটিয়ে ফেলার আদেশ দেন। মরিস টমসন ও তাঁর সঙ্গীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের নামেই ব্যবসা করছিলেন। ১৬৫৭-তে টমসন লণ্ডন কোম্পানির গভর্নর হন।

১৪. EF 1655-60, p. 90.

১৫. কেন্ ও শেলডন ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৬৫৮ তারিখে কাশিমবাজারে যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও দ্বিতীয় পদাধিকারী নিয়োজিত হন। ১৬৬৪-তে শেলডন দেশে ফিরে যান। তিনি কাশিমবাজার রেশম-বাণিজ্যের জনক ছিলেন। দেশে ফিরেও তিনি বহুদিন কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং ১৬৭০-এ ১০৫০ পাউণ্ড মূল্যের শেয়ার-হোল্ডার হন। কেন্ ও শেলডন একই সঙ্গে দেশে ফেরেন। কাশিমবাজারে ব্যবসার বিবরণ পাওয়া যায়: Dr. Wilson, *Early Annals* (vol I. p. 376 ff). এ।

এমন তির্যক ইঙ্গিত রয়েছে যে মরিস টমসন পূর্বভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারের চেয়ে যিশুর বাণী প্রচারে বেশী উৎসাহী ছিলেন[১৬]।

কমিটির কোর্টের বিবরণীতে জব চার্নকের আবেদনপত্রের কোনো উল্লেখ নেই। আসলে জব চার্নক ছিলেন কোম্পানির একমাত্র প্রতিনিধি যিনি কোনো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেই চাকরিতে ঢোকেন[১৭] এবং ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে কাজ করতে থাকেন। ইংল্যাণ্ড থেকে যাঁরা ভারতে আসেন সেইসব নৌযাত্রীদের ১৬৫৫, ১৬৫৬ ও ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের কোন তালিকাতেই জব চার্নকের নাম পাওয়া যায় না[১৮]। এতে প্রমাণ হয় যে তিনি হয় একজন বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী অথবা 'কমিটির' বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর নাম আমরা প্রথম পাই কোর্টবুকের নামের তালিকায়[১৯]। ১৬৫৭ (৫৮)-র ১২-১৩ জানুয়ারি তারিখে তাঁর নামের উল্লেখ রয়েছে কাশিমবাজার কাউন্সিলের একজন কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে: 'জব চার্নক, চতুর্থ (বেতন) ২০ পাউণ্ড'।

১৬৫৭-র ২৭ ফেব্রুয়ারী 'আমাদের এজেন্ট ও প্রতিনিধিদের' কাছে লেখা কোর্টের চিঠিতে[২০] বলা হয়েছে: হুগলীতে আমরা নিযুক্ত করেছি · কাশিমবাজারে (আয়ন কেন্-কে প্রধান হিসেবে, ৪০ পাউণ্ডে, ড্যানিয়েল শেলডনকে

---

১৬ H. D. III, pp. 192-93, O. C. 2673 *also*, EF 1655-60, p. 195.

১৭. জামিনসহ বণ্ড সই না করলে কোম্পানি কোনো প্রতিনিধিই নিয়োগ করত না। হুগলির এজেন্ট ম্যাথিয়াস ভিনসেণ্ট ১৬৮১-র ২৯ জুন চার্নককে যে চিঠি লেখেন (Khan, Shafaat Ahmed, *Sources for the History of British India in the 17th Century*, O. U. P. 1926, p. 338) তাতে বাধ্য হয়ে এতদিন পরে চার্নক ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে চুক্তিপত্রে সই করেন এবং ঐ মাসের ১৪ তারিখে তাঁর লেখা চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু India Office Records-এ অন্য কিছু-কিছু চিঠিপত্র ইত্যাদি পাওয়া গেলেও এই চুক্তিপত্রটি পাওয়া যায় নি। (India Office থেকে বর্তমান লেখককে লেখা চিঠি, ৩ জুন ১৯৭৩)।

১৮. এই কয়েক বছরের *Court Minutes* আমি সন্ধান ক'রে দেখেছি।

১৯. H. D. II, p. 45; ইউল পুরো হদিশ দেন নি। এটি পাওয়া যাবে *Court Minutes*, vol. XXIV, p. 51-এ।

২০. H. D. III, p. 189.

দ্বিতীয় হিসেবে, ৩০ পাউণ্ডে, জন প্রিডিকে তৃতীয় হিসেবে, ৩০ পাউণ্ডে, জব চার্নককে চতুর্থ হিসেবে, ২০ পাউণ্ডে)... ।' ১৬৫৮-র ৩ ডিসেম্বর তারিখে বালাসোর থেকে মাদ্রাজে লেখা একটি চিঠিতে এইভাবে প্রকৃত ব্যবস্থাটা বোঝানো হয়েছে[২১]: হুগলিতে—হপ্‌কিন্স রোজার্স, চার্নক ও টমাস গিফোর্ড... ।'

মরিস টমসন ও তাঁর সহযোগীরা টমাস হপ্‌কিন্স, আয়ন কেন্‌, রিচার্ড চেম্বারলেন, এডমাণ্ড বুগডেন ও (সম্ভবত) জব চার্নককে বাংলাদেশে পাঠান। পরে পুরনো কোম্পানির প্রধান উইলিয়াম ব্লেক এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বাংলার অধিকর্তা শা সুজার কাছ থেকে টমাস বিলিজ একটি পৃথক 'নিশান' সংগ্রহ করেন[২২]। উপরের বিবরণ থেকে আমরা দেখেছি, যদিও ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ জব চার্নককে কাশিমবাজারে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল ফ্যাক্টরির এজেন্ট তাকে হুগলিতে রেখে দিয়েছিলেন।

এমন কোনো তথ্য নেই যাতে প্রমাণ করা যায় যে জব চার্নক কাশিমবাজারে কাজ করেছিলেন[২৩] ১৬৫৭ বা ১৬৫৮-তে। বালাসোর থেকে লেখা টমাস বেটম্যানের চিঠি থেকে জানা যায় যে ১৬৫৮-র অগাস্ট পর্যন্ত তিনি বালাসোরে ছিলেন। বেটম্যান লিখেছেন: 'তোমার বন্ধু কেন এখনো সেরে ওঠে নি, বরং একদিন অন্তর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে' আর বেচারা জব (চার্নক) বেজায় মুষড়ে পড়তে থাকে ও আয়নের অসুস্থতার অংশীদার হয়ে পড়ে[২৪]।' হুগলিতে অল্পকাল থাকার পর জব চার্নক পাটনা রওনা হন এবং পথে রাজমহলে পৌঁছান ১৬৫৮ (৫৯)-এর ৩১ জানুয়ারি। ঐ ফেব্রুয়ারিতে টমাস ডেভিসকে লেখা হেনরি অল্ডস্‌ওয়ার্থের চিঠিতে পাই: 'মিঃ চেম্বারলেন ও মিঃ চার্নক আগামীকাল পাটনা যাচ্ছেন; চার্নক তাড়াতাড়ি যাত্রার কাজ এগিয়ে রাখবার

---

২১. EF 1655-60, pp. 190-91.

২২. মৌলভী মুহামদ ইসরায়েল খান-এর করা শা সুজার 'নিশান'-এর একটি নতুন অনুবাদ পাওয়া যায়। দ্র. *English Factories in India, 1655-60*, pp. 111-12. নিশানের তারিখ ৬ এপ্রিল ১৬৫৬।

২৩. চার্নক যে প্রথম ১৬৫৭/৫৮ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজারে কাজ করেছিলেন এমন একটা ভুল ধারণা সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। চার্নক সম্বন্ধে *Encyclopaedia Britannica* (১৫শ সংস্করণ)-র লেখক বলেন: 'he was stationed first at Cossimbazar, now an industrial town north of Calcutta.'

২৪. H. D. III, pp. 112-93.

জন্য মাথার চুল ছাটছেন এবং তাঁর ইচ্ছে আজই তিনি 'মুর' ফ্যাশানে অনুপ্রবেশ করেন। তাঁর চুলের এক গোছা তোমাকে পাঠাতে পারতাম যাতে তুমি সেটিকে পুরাবস্তু হিসেবে রক্ষা করতে পারতে, কিন্তু সে-কাজটা মিঃ চেম্বারলেনই করবেন স্থির করেছেন[২৫]।'

দেখা যাচ্ছে, চানকই প্রথম ইংরেজ যিনি জমকালো পরচুল ছেড়ে ও ছোট ক'রে চুল ছেটে ভারতীয় বেশভূষা গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে বাংলার (বিহার ও উড়িষ্যা সহ) অধিবাসীদের প্রিয়জন হয়ে ওঠা সহজ হয়। গোড়া থেকেই তিনি দেশীয় লোকদের স্বভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন।

পাটনায় ইংরেজ ফ্যাক্টরি গণ্ডক নদীর বাঁ তীরে, শহর থেকে পনের মাইল উত্তরে লালগঞ্জের কাছে 'সিঙ্গিতে' (সিংঘিয়া) অবস্থিত ছিল। চার্নক ১৬৫৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পাটনা পৌছান এবং পরবর্তী বিশ বছর সেখানেই থেকে কোম্পানিকে সোরা চালান দেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন। চেম্বারলেন ছিলেন পাটনায় ইংরেজ ফ্যাক্টরির প্রথম অধ্যক্ষ। তাঁর পরে আসেন আয়ন কেন্। চার্নককে ক্রমানুসারে পঞ্চম স্থানাধিকারীরূপে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত করা হয়। এটি জানা যায় ১৬৬২-র ৭ অক্টোবরের পত্র থেকে।

তৎকালীন নিয়ম অনুসারে হয়ত প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য চার্নক কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। চুক্তি অনুসারে কাজের মেয়াদ শেষ হওয়া নিয়ে তাঁর স্মারকপত্রের[২৬] তারিখ পাওয়া যাচ্ছে ১৬৬৩/৪-র ২৩ ফেব্রুয়ারি। চার্নক ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিলেন, কিন্তু বেঙ্গল ফ্যাক্টরির নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ উইলিয়াম ব্লেক তাঁকে আরো কিছুদিন থেকে যেতে রাজি করান[২৭]। চার্নকের ২৩ ফেব্রুয়ারির চিঠি[২৮] থেকে জানা যায় যে তিনি ব্লেকের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন এই শর্তে যে তাঁকে পাটনা ফ্যাক্টরির অধ্যক্ষ করা হবে। সেটাই করা হল, কারণ আগেই আয়ন কেন্ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় টমাস স্টাইল্সকে কাজের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে চার্নক পাটনা ফ্যাক্টরিতে অধ্যক্ষ হিসেবেই থেকে গেলেন ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৯ পর্যন্ত। তাঁর মতপরিবর্তনের কারণ হয়ত পিতৃবিয়োগের সংবাদপ্রাপ্তি। মা-বাবা কেউ জীবিত নেই, একমাত্র ভাই

২৫. H. D. III, p. 194 ; O. C. 2690.
২৬. H. D. II, p. 45 এবং ১ নং টীকা।
২৭ ২৮. EF 1661-64, p. 393.

ষ্টিফেন কোনোক্রমে দিন গুজরান করছে—এসব ভেবে বোধহয় তিনি দেশে ফেরার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ল্যাটিমার অনুমান করেন যে চার্নক ১৬৬৩-তে বিবাহ করেছিলেন।[২৯] কিন্তু ঐ বছরে বিবাহ ক'রে থাকলে ১৬৭০ এ তিনি আবার দেশে যাওয়ার সংকল্প করতেন না।

১৬৭০-এ কর্মক্ষেত্রে অসন্তোষের জন্যে চার্নক পদত্যাগ করতে চান। ঐ বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখের হুগলিতে অনুষ্ঠিত এক পরামর্শসভার বিবরণে জা. যায় যে পাটনার অধ্যক্ষ জব চার্নক কোম্পানির কাজে ইস্তফা দিতে চান, এই কারণে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর না ক'রে কর্তৃপক্ষকে ফেরত পাঠান এবং তাতে তাঁদের ধারণা হয় যে চার্নকের প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যথোচিত পদোন্নতি না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েই তিনি পদত্যাগ করতে চাইছেন[৩০]।

সেই সময় বেঙ্গল ফ্যাক্টরির এজেন্ট শেম ব্রিজেস চার্নককে অন্তত আরো একবছর চাকরিতে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে চার্নকের মনোবাসনা জানতে পারলে তিনি সেইমতো কোম্পানির কাছে আর্জি পেশ করবেন। তিনি মনে করেন চার্নকের মতো যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা হারানো উচিত নয়[৩১]। পাটনায় অধ্যক্ষ হিসেবে চার্নকের নিয়োগ[৩২] বিধিবদ্ধ হয় ডিসেম্বর ১৬৬৯-এর কোর্ট অফ কমিটিস-এর কার্যবিবরণী অনুযায়ী। ১৬৭১ এর (২৫ অক্টোবর) এক আদেশনামায় কোর্ট চার্নকের বেতন

---

২৯. Latimer, Eardley—*Handbook to Calcutta And Environs*, Second Edition, Calcutta 1966, p.3.
খুবই বিস্ময়কর যে Calcutta Historical Society-র একজন সদস্য উদ্ধৃত অংশে কি মারাত্মক ভুল করেছেন: 'In the same year—1663—he was appointed Chief of the Company's factories in Hooghly…'। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি দেখি নিম্নোক্ত দু'জনের বই-য়ে: Geoffrey Moorhouse (*Calcutta*, Penguin, p. 29) এবং Desmond Doig (*Calcutta, An Artist's Impression*, Calcutta, 1964, p. 2)!

৩০. EF 1670-79, pp.330-31.

৩১. *Factory Records, Hugli* vol. I, p. 13.

৩২. Public Despatches from England, December 1669, 4 L.B., pp. 289, 306.

বাড়িয়ে ৪০ পাউণ্ড করে, এর একমাস বাদে তাঁকে আরো জানানো হয় যে যদি তিনি কোম্পানির চাকরিতে থাকেন তাহলে পূর্বতন কাজের জ' আরো পুরস্কার বিবেচনাধীন থাকবে[৩৩]। চার্নক আবার মত পরিবর্তন করলে ও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছেয় তিনি ১৬৭২-এ কোম্পানির কোনো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃত হন[৩৪]।

বাংলার অধ্যক্ষ ও কাউন্সিল কোম্পানিকে তাঁদের ২৮ ডিসেম্বর ১৬৭৪ তারিখের চিঠিতে লেখেন যে চার্নক তাঁদের সোরার ব্যবসা এমন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ক'রে থাকেন যা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় তবে কোথাও যদি কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী কিছু ঘটে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা সম্পূর্ণই তাঁর আয়ত্তের বাইরে[৩৫]। ফোর্ট সেই জর্জে (যার অধীনে ছিল বাংলার ফ্যাক্টরিগুলি) কোম্পানির এজেন্ট স্যার উইলিয়াম ল্যাংহর্নেরও চার্নক সম্বন্ধে সমান উচ্চ ধারণা ছিল। এটা বোঝা যায় ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে চার্নকের সপক্ষে তাঁর প্রেরিত সুপারিশে। তাঁর বক্তব্য ছিল যে যদি ওয়াল্টার ক্ল্যাভেল দেশে ফিরে যান (জানা যায় সেটাই তাঁর ইচ্ছে) এবং ম্যাথিয়াস ভিনসেণ্ট সেই পদ গ্রহণ করেন, (পরবর্তী পদাধিকারী হিসেবে) তাহলে কাশিমবাজারের অধ্যক্ষপদে চার্নকের দাবি থাকলেও তাঁকে পাটনাতেই রেখে দেওয়া উচিত—কারণ, 'যেহেতু আপনাদের সোরার ব্যবসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাতে তাঁকে খুবই দরকার এবং সবরকম রিপোর্ট অনুযায়ীই এই ব্যবসায়ে লোকটি যোগ্যতম ব্যক্তি[৩৬]।

ইংল্যাণ্ডের কোর্ট ২৪ ডিসেম্বর ১৬৭৫ তারিখের এক নির্দেশে ফোর্ট সেণ্ট জর্জকে জানান আপনাদের সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পাটনায় আমাদের কাজে বহাল থাকাকালীন জব চার্নককে উৎসাহদানের

---

৩৩. H. D. II, p. 46.

৩৪. বালাসোর থেকে তারিখহীন চিঠি কোর্টকে লেখা *Factory Records, Hugli*, vol. IV, pp. 15-16 , EF 1670-77, p. 338.

৩৫. বালাসোরের চিঠি কোর্টকে লেখা, তারিখ ১৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ১৬৭৪ , *Factory Records, Hugli*, vol. IV, p. 36 ; EF 1670-77, p. 367.

৩৬. O.C. 4044, f. 14 , EF 1670-77, p. 367.

খাতিরে বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে[৩৭]।' ১৬৭১-এ শেষ ব্রিজেসর স্থলাভিষিক্ত হন ওয়াল্টার ক্লাভেল এবং চার্নক 'বে কাউন্সিলে' পঞ্চম পদে নিযুক্ত হন। ১৬৭৬-এর ১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে চার্নক যোগ দেন[৩৮]। তিনি হুগলী ত্যাগ ক'রে পাটনা অভিমুখে রওনা দেন পরের বছর ১ ফেব্রুয়ারিতে। ফোর্ট সেণ্ট জর্জে তাঁকে পঞ্চম পদটি গ্রহণে আহ্বান করা হয় ১৬৭৮-এ।

কিন্তু চার্নক এই পদ গ্রহণ করেন নি, পদটি তাঁর কাছে আশানুরূপ ছিল না। তাছাড়াও তিনি সম্ভবত বাংলা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন[৩৯]। ১৬৭৮-এর ২৮ অক্টোবর তারিখে পাটনা কাউন্সিল থেকে কোর্টকে লেখা চিঠিটি এ-বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে: 'আমরা লক্ষ করেছি যে আপনাদের মহামান্য এজেণ্ট ও কোর্টের কাউন্সিল তাঁদের চিঠির একটি অংশে জব চার্নকের কথা উল্লেখ করেছেন। তার উত্তরে চার্নক জানাচ্ছেন যে তিনি এখনো খুশি হতে পারছেন না, কারণ তিনি ভাবতেই পারেন না যে কাউন্সিলের মাত্র পঞ্চম পদটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। এই কারণে তিনি সেখানে না যাওয়ার অনুমতি ভিক্ষা করেছেন। তাঁর যোগ্য পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তিনি বিশেষ বিচলিত এবং এও তিনি আশা করেন যে তাঁর মহামান্য কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন যে তাঁর বিশ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা যেন লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত না হয় এবং তাঁকে যেন যোগ্য পদ দেওয়া হয়[৪০]।'

---

৩৭ Court's General letter to Fort St. George dated London 24th December 1675, para 28, L. B. vol. 5, pp. 213-235, H. D. II. p. 46, EF 1670-77, p. 415.

৩৮ EF 1670-77, pp. 415, 423.

৩৯ চার্নককে লেখা ম্যাথিয়াস ভিনসেণ্ট এবং স্যামুয়েল হারভের চিঠি। তারিখ—ঢাকা, ১ অগাস্ট, ১৬৭৮; Fort St. George Consultation dated 7th Aug. (Wednesday) 1678, para 5.
সম্ভবত ১৬৭৮-এ ভারতীয় মহিলার সঙ্গে চার্নকের বিবাহ হয়। দ্র. *Calcutta Review*, 1847। *The Charm of India*, Claud Field, London, no Year, p. 297-এ সেটির পুনর্মুদ্রণ হয়।

৪০. চার্নকের প্রত্যাখ্যান আলোচিত হয় এক পরামর্শসভায় ফোর্ট সেণ্ট জর্জে, ৯ ডিসেম্বর ১৬৭৮, para 1; H. D. II, p 47. চার্নকের চিঠির (২৮ অক্টোবর, ১৬৭৮) জন্য দ্রষ্টব্য।

১৬৭৯-র ১২ জুলাই মাদ্রাজ কাউন্সিল[৪১] এডওয়ার্ড লিট্‌লটনের পরে ‘স্থার’ জায়গায় চার্নককে বাংলার রেশম ব্যবসার কেন্দ্র কাশিমবাজারে অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। চার্নক এই পদ গ্রহণে সম্মত হন, কিন্তু কার্যভার গ্রহণের জন্য তৎক্ষণাৎ চলে আসেন নি। কারণ সেই সময় তিনি পাটনায় সোরা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নৌকা বোঝাইয়ের কাজ তদারকে ব্যস্ত ছিলেন। এইসব পণ্যদ্রব্যের জরুরি দরকার ছিল ব'লে তাঁর মালিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে হুগলি নদীতে জলদস্যুর উৎপাত ছিল এবং তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে দেশী নৌকা-বোঝাই কোম্পানির সম্পত্তি যাতে নিরাপদে বালাসোরে পৌঁছায়, সেটা নিজে তদারক করাই ছিল চার্নকের উদ্দেশ্য[৪২]।

ফোর্ট সেণ্ট জর্জে (যে কাউন্সিল যার অধীনে) কোম্পানির এজেণ্ট স্যার স্ট্রেনশাম মাস্টার ১৬৭৯-তে বাংলার বাণিজ্য-ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করেন। মাস্টার ১ মার্চ তারিখে মাদ্রাজ ত্যাগ করেন ও চার্নককে কাশিমবাজারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। তিনি চার্নকের কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চান নি এবং ১৫ ডিসেম্বর চার্নকের বিলম্বের জন্য ভৎর্সনা ক'রে চিঠি লেখেন। বলা বাহুল্য, কাশিমবাজার ছিল এই অঞ্চলে কোম্পানির প্রধান কেন্দ্র। মাস্টার চার্নকের পদোন্নতির আদেশ বাতিল ক'রে দেবার ভয় পর্যন্ত দেখান। কিন্তু চার্নক ভাল করেই জানতেন যে কাশিমবাজারে অধ্যক্ষপদে তাঁর নিয়োগ কেউ আটকাতে পারে না, এবং দরকার হলে কোর্ট অন্যান্য অধ্যক্ষদের বরখাস্ত ক'রে দেবে। পাটনায় কোম্পানির যাবতীয় কাজ শেষ ক'রে চার্নক ১৬৮১-র ১৮ জানুয়ারি কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির কার্যভার গ্রহণ করেন।

---

৪১ ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে ম্যাথয়ান ভিনসেন্টকে চিঠি। তারিখ, ১২ জুলাই ১৬৭৯।

৪২. এই অংশের শেষপর্যন্ত আলাদা ক'রে গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হচ্ছে না, কারণ তথ্যগুলি পরিচিত এবং মূল রেকর্ড ছাপা হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে: *Diaries of Streynsham Master* (ed. R. C. Temple, London 1911, 2 vols.) এবং *Diaries of Wilam Hedges* (vol. II, pp. 45-100, ed. Sir Henry Yule, Haklyut Society, 1887-90)। Dr. C. R. Wilson তাঁর *Early Annals of the English in Bengal* (vol. I.) গ্রন্থে তথ্যগুলিকে গল্পের আকারে বলেছেন। আমরা শুধু মোটা তথ্যগুলি দিচ্ছি।

চার্নককে স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং তিনি তাঁর ফ্যাক্টরিতে আক্রান্তও হয়েছিলেন। কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে তিনি নিরাপদে হুগলি পৌছান। কোর্ট ও মাস্টার অনুধাবন করেন যে হুগলিতে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন এবং চার্নক তাঁর বে কোম্পানিতে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলায় কোম্পানির স্বার্থরক্ষার কাজে অনেক বেশী উপযোগী হবেন। বাংলায় কোম্পানির ব্যবসা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৬৬৮-তে বাংলায় মজুত পণ্যের মূল্যায়ন হয় ৩৮০০০ পাউণ্ডে, আর ১৬৭৫-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫০০০ পাউণ্ডে। সুদে অতিরিক্ত ২০০০০ পাউণ্ড ধার নেবার অধিকারও প্রতিনিধিদের (factors) দেওয়া হয়। হুগলিতে চার্নককে প্রথমে দ্বিতীয় পদাধিকার দেওয়া হয়, পরে ম্যাথিয়াস ভিনসেন্টের জায়গায় তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৮৬-র ১৬ বা ১৭ এপ্রিল চার্নক বাংলায় কোম্পানির এজেন্ট হন। উইলিয়াম হেজেস পরে 'স্যার') ও জন বেয়ার্ড, বড় ...কে অতিক্রম ক'রে তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়।

বাণিজ্য-শুল্ক দেওয়া নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মোগল কর্তৃপক্ষের মতভেদ স্পষ্ট শত্রুতার রূপ নেয় ১৬৮৬-র ২৮ অক্টোবরে। ঐ বছর পরিচালকবর্গ চার্নকের অধীনে কিছু ফৌজ মোতায়েন করেন। অবস্থার গতিতে ভীত হয়ে কোম্পানির এজেন্ট চন্দননগরে অবস্থিত ফৌজকে ডেকে পাঠান। ক্যাপ্টেন আরবুথ্‌নট-পরিচালিত ফৌজের সাহায্যে হুগলির ফৌজদারের বিরুদ্ধে চার্নক সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। বাংলার মোগল অধিকর্তা শায়েস্তা খাঁ ইংরেজ ফৌজের গোলাগুলির বহর দেখে হতচকিত হন। ওলন্দাজদের মধ্যস্থতায় তিনি সাময়িকভাবে আপস করতে চাইলেও আসলে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কোম্পানির মালপত্র আটক করার সুযোগও তিনি খুঁজছিলেন। ফলে শায়েস্তা খাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া চার্নকের কোনো গত্যন্তর ছিল না। তিনি সমস্ত লবণের আড়ং ও ধানের গোলা জ্বালিয়ে দিলেন। এমন কিংবদন্তিও রটেছিল যে চার্নক আতস কাচের আগুনে চন্দননগর পর্যন্ত হুগলি নদীর গোটা পাড় জ্বালিয়ে দেন এবং তাঁর নৌকো আটকাবার জন্য নদীর এপার-ওপার দিয়ে যে লোহার ভারি শেকল লাগানো হয়েছিল তা নিজের তলোয়ারের ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত করেন।

হুগলির এই খণ্ডযুদ্ধ সম্বন্ধে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন[৪৩] যে যদি বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য না হতো এবং যদি পরবর্তীকালে পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সমালোচনার উচ্চমান এদেশে না তৈরি হতো তাহলে কোম্পানির এই এজেন্টটি দুর্জয় এক বীরনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হতেন।

হুগলির ডানপাড়ে সুতানুটিতে, যেখানে জাহাজী মরশুমে তুলোর [illegible] জা[illegible] গজিয়ে উঠত, সেখানে চানক ক্ষণিক যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর [illegible] হিজলি অভিমুখে রওনা হন। সেখানে তাকে ১২০০০ মোগল সেনা এক মুখোমুখি আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। সহসা ইয়োরোপ-আগত ৭০ [illegible] উপস্থিতি ঘটনার স্রোতকে প্রতিহত করে। দুঃসাহসী যুদ্ধকৌশলে চানক [illegible] এই নবাগত সেনাদল সম্বন্ধে মোগলদের মনে এক ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেন। প্রচুর পতাকা উড়িয়ে, শিঙা ও দামামা বাজিয়ে, হৈ-হুল্লোড় ক'রে তিনি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় তিনি এক বিশাল সৈন্যদলের নেতৃত্ব করছেন। মোগল নেতা সম্পূর্ণ প্রবঞ্চিত হয়ে আক্রমণ থেকে বিরত হন এবং ১৬৮৭-র ৪ জুন তারিখে চানকের চরমপত্রের ভিত্তিতে শান্তির পতাকা প্রেরণ করেন। চানক যেভাবে সামান্য সেনা নিয়ে মাসের পর মাস দুর্ধর্ষ মোগল বাহিনীকে এই উপসাগর অঞ্চলে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হন তাতে ইংরেজশক্তি সম্পর্কে মোগলরা সহজেই অভিভূত হয়ে পড়ে।

সম্রাট আওরঙজেব দেখলেন বাণিজ্যে বাধা পাওয়ায় রাজস্ব বিপন্ন হচ্ছে, তাই বাংলার নবাবকে ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা বন্ধ করতে আদেশ দেন। বাংলার বিভিন্ন ঘাঁটিতে ইংরেজদের সসম্মানে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। উলুবেড়িয়াতে তাদের ডক্ তৈরি ও অস্ত্রশস্ত্রের আড়ত তৈরির অনুমতিও দেওয়া হয়। চার্নক এইসব অনুমতির অসারতা খুবই বুঝতেন এবং যে মুহূর্তে তিনি শায়েস্তা খাঁর আসল মতলব ধরে ফেললেন, তখনই সব জাহাজ নিয়ে উলুবেড়িয়া ত্যাগ ক'রে সুতানুটিতে চলে আসতে মনস্থির করলেন।

---

৪৩. Wilson, C. R—*Early Annals of the English in Bengal*, vol. 1, p. 102, *also*, Amarendra Mookerji's (ed.) *Glimpses of the Olden Times—India Under East India Company*, Calcutta, 1968—এখানে উইলসনের দেওয়া অনেক তথ্যই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উদ্ধৃতিটির জন্য দ্রষ্টব্য Mookerji, p. 64.

সত্যি-সত্যিই কোনটা সব থেকে প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে এতদিনে চার্নকের একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অভিজ্ঞ চক্ষু নদীপাড়ের এই ছোট্ট গ্রামটির ভৌগোলিক সুবিধা বুঝতে বিলম্ব করে নি। নদীপথে সুতানুটির পাড়ে জাহাজ নোঙর করা সব থেকে সুবিধাজনক। হুগলি নদীর আর কোথাও সুতানুটির মতো সামরিক সুযোগ গ্রহণের উপযোগী জায়গা ছিল না। ১৬৮৭-র সেপ্টেম্বরে এই নতুন আশ্রয়স্থলটিতে চার্নক পৌছান এবং মাটির কুঁড়েঘর দিয়ে এখানে একটি বসতি স্থাপন করা হয়। এই বসতিটিই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরীরূপে। এক বছরের কিছু বেশী সময় চার্নক ও তাঁর দলবল এ যাত্রা সুতানুটিতে ছিলেন।

কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্স কিছুকাল হল এই ধারণা লালন করছিলেন যে চট্টগ্রাম অধিকার ক'রে সেখানে বাংলার ঘাঁটি স্থানান্তরিত করবেন। এই বিপুল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথ নামে জনৈক 'উষ্ণ-মস্তিক, অস্থিরচিত্ত ও বুদ্ধিহীন জাহাজী কমাণ্ডার'কে তাঁরা এদেশে পাঠান। সুতানুটিতে পদার্পণ করেই তিনি চার্নক ও কাউন্সিলের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে বাংলার ঘাঁটিগুলি গুটিয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। ইংরেজ প্রতিনিধিরা তাঁদের সব সম্পত্তি গুছিয়ে নিয়ে বালাসোর অভিমুখে রওনা দিলেন এবং ১৬৮৮-র ২৯ নভেম্বর সেখানে পৌছালেন। শায়েস্তা খাঁর স্থলাধিকারী বাহাদুর খাঁ ক্যাপ্টেন হিথের শর্তাবলিতে সম্মত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই ক্যাপ্টেনও তাঁর দলবল বছরের শেষে চট্টগ্রামে বসবাসের জন্য রওনা দিলেন। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় রাজার বিরুদ্ধতায় স্বল্পবুদ্ধি ক্যাপ্টেনের পক্ষে চট্টগ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করা অসম্ভব ছিল। অতএব সেখানকার নোঙর তুলে ১৬৮৯-র ফেব্রুয়ারিতে তিনি দক্ষিণ-মুখে রওনা হন ও ১৭ মার্চ ফোর্ট সেন্ট জর্জে এসে পৌছান।

বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য উপলক্ষে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাসে আওরংজেব বিচলিত হন। ১৬৯০ এর ২৩ এপ্রিল তারিখে বাহাদুর খাঁর স্থলাভিষিক্ত ইব্রাহিম খাঁকে এক পত্রে লেখেন যে ইংরেজরা যেহেতু অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত ও তাদের ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়েছে, সেই হেতু তাদের যেন আর কোনোরকম অসুবিধায় ফেলা না হয়।

এইভাবে সম্রাটের অনুমতিতে কোম্পানি বাৎসরিক ৩০০০ টাকা খাজনায় বিনিময়ে ব্যবসা করার সুযোগ পায়। আর এজেণ্ট জব চার্নকও তাঁর

পুরনো বন্ধু ইব্রাহিম খানের উপর পুরো আস্থা স্থাপন করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ১৫ মাস ফোর্ট সেণ্ট জর্জে অবস্থানের পর চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা ১৬৯০-এর জুলাই মাসে 'প্রিন্সেস' জাহাজে সুতানুটি অভিমুখে রওনা দেন। ৩০ জনের ইংরেজ দলটি বালাসোরে 'প্রিন্সেস' জাহাজ ত্যাগ ক'রে দুই মাস্তুলঅলা ছোট জাহাজ 'মাডাপোল্লাম'-এ ওঠে এবং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪ অগাস্ট রবিবার দ্বিপ্রহরে সুতানুটিতে আবার আবির্ভূত হয়।

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে জনৈক লেখক জব চার্নকের এই আবির্ভাব কল্পনা করেছেন এইভাবে[৪৪]: '১৬৯০-এর এক গুমোট দিনে অপরিচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছোট্ট গ্রাম সুতানুটির কাছে হুগলি নদীর পাড় থেকে অল্পদূরে কয়েকটি নৌকা এসে দাঁড়ায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মাস্তুলের ডগায় ইংরেজ পতাকা ওড়ানো বড় বজরা। বজরাটি সশস্ত্র ইয়োরোপীয় ও দেশী লোকে বোঝাই এবং অন্য নৌকাগুলিও লোকভর্তি। একজন বয়স্ক মোটাসোটা লোক বজরার ডেকে দাঁড়িয়ে, মাথায় গাঢ় লাল কাপড়ের ছাতা ধরা। তার পরনে আধা ফ্লেমিশ আধা স্পেনীয় পরিচ্ছদ, মাথায় চওড়া ধারঅলা ফ্লেমিশ টুপি। টুপির থেকে বাঁদিকে হেলে পড়া দুটি পাখির পালক। আর টুপির নিচে দেখা যাচ্ছে লম্বা পাকা চুলের গোছা। ঈষৎ হরিদ্রাভ সাটিনের খাটো সাইজের ও আঁটসাঁটো জ্যাকেট তার গায়ে, তার ওপরে তুস বা দেশী সিল্কের আলখাল্লা। তাঁর কণ্ঠকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে এক চক্রবৎ গলাবন্ধ ও লেসের তৈরি নামানো-কলার। কোমরে বিরাট সোনার বক্‌লস-দেওয়া চওড়া চামড়ার বেল্ট। সেই বেল্ট থেকে ঝুলছে লম্বা তরবারি, আর তার ওপর দিকে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া কারুকার্য-করা পিস্তল। তাঁকে যখন বহন ক'রে তীরে নামানো হচ্ছিল তখন সমবেত জনতা তাঁকে সেলাম জানাতে জানাতে অভ্যর্থনা করছিল। তাঁর নত ভ্রূ, কাঁচাপাকা গোঁফ এবং দ্রুত মন্তব্যগুলিতে বা অসমাপ্ত বাক্যে তাঁর মধ্যে কর্তা কঠোরতার ভাব এনে দিচ্ছিল।'

---

৪৪. *Calcutta, Review* vol 7, Jan-June 1847, pp. 259-60; এছাড়া দ্রষ্টব্য Claud Field (ed.)—*The Charm of India*, pp. 296-7.

'সুতানুটি ডায়েরি'তে[৪৫] ব্যাপারটি এভাবে উল্লিখিত আছে : '২৪ অগাস্ট (রবিবার) সাঁকরালে ক্যাপ্টেন ব্রুক আদেশ করেন তাঁর জাহাজ নিয়ে সুতানুটিতে আসতে এবং আমরা দুপুরে সেখানে পৌঁছাই। কিন্তু জায়গাটা খুবই শোচনীয় অবস্থায় ছিল। আমাদের থাকার উপযোগী কিছুই অবশিষ্ট ছিল না এবং দিবারাত্রি বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। আমরা নৌকোয় ফিরে যেতে বাধ্য হই, যদিও বছরের এ সময়ে . খুবই অস্বাস্থ্যকর। (১৬৮৮-র অক্টোবরে) আমরা যখন জায়গাটা ছেড়ে যাই, তখন মল্লিক বরকুদার ও স্থানীয় অধিবাসীরা জায়গাটায় অগ্নিসংযোগ করে ও যা পায় তাই লুঠ ক'রে নিয়ে যায় আমরা আসায় টানা-র শাসক আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর এক অনুচরকে পাঠালেন।'

২৮ অগাস্ট বৃহস্পতিবার যে পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হয়[৪৬] সেখানে এজেন্ট চার্নক ছাড়া উপস্থিত ছিলেন তাঁর কাউন্সিলর ফ্রান্সিস এলিস ও জেরেমিয়া পিচি। এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে চার্নক চারদিনের মধ্যে একটি গুদামঘর ও কয়েকটি বাড়ি তোলার ব্যবস্থা করবেন। উক্ত সভায় স্থির হয় যে মিঃ স্ট্যানলি থেকে চিঠি পাঠানো হবে এই মর্মে যে হুগলি থেকে সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে তাঁরা যেন চলে আসেন এবং জানিয়ে রাখা হবে যে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হতে পারে, বিভিন্ন জাহাজের কামাণ্ডারদেরও এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হোক।

আরো সিদ্ধান্ত হয় যে যেহেতু পুরনো বাড়িগুলো ধ্বংস হয়েছে, তাই যথাসম্ভব সস্তায় প্রয়োজনমতো এই ধরনের আবাস তৈরি করা উচিত, যাতে থাকবে— একটিগুদামঘর, ২. একটি খাওয়ার ঘর, ৩. সেক্রেটারির অফিস, ৪. পোশাক-পরিচ্ছদের ঘর, ৫. একটি পরিপাটি রান্নাঘর, ৬. কোম্পানির ভৃত্যদের জন্য একটি ঘর, ৭. স্বয়ং এজেন্টের ও মিঃ পিচির বাড়ি যা খানিকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তার মেরামত এবং মিঃ এলিসের আগের বাড়িটি পুরো নষ্ট হওয়ায় একটি নতুন ক'রে তৈরি করা, ৮ পাহারাদারদের ঘর। সবগুলিতেই মাটির

৪৫. Wilson, C. R.—*Early Annals*, vol. I p 115; Wilson, C. R—*Old Fort William in Bengal*, London, 1906, vol, I extract no. 5

৪৬. Wilson, C. R.—*Early Annals*, vol. I, p 125; G. W. Forrest, 'Charnock', *Blackwood's Magazine*, June 1902, p. 780, পুরনো বানানসহ মূল প্রতিলিপির জন্য।

দেয়াল ও খড়ের ছাউনি হবে, যতক্ষণ না ফ্যাক্টরি তৈরির উপযোগী জমি পাওয়া যায়।

এইভাবেই কলকাতার পত্তন হয় এবং এই থেকেই ভারতে ব্রিটিশ অভ্যুত্থানের সূচনা। এই সময় পর্যন্ত ইংরেজরা নিরীহ বণিকের বেশে এদেশে কোনো ক্রমে একটু পা রাখার জায়গা চাইছিল মাত্র।

কলকাতা কি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা (*Clamor-ed ct d*)

কোনো শহর একটিমাত্র লোকের কল্পনার ফলে গড়ে উঠেছে এমন দাবি প্রাচ্যে কলকাতা ছাড়া আর কোনো শহর করতে পারবে না। কলকাতা যে জব চার্নকের কল্পনার ফল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। ১৫৫১ র ২৫ ফেব্রুয়ারি 'ট্রান্সপোর্ট ৪৭ নামে ছোট্ট জলযানটি উইলিয়াম বেভিস ও তাঁর সঙ্গী মিঃ বিচার হুগলি নদীতে ভাসাবার পর থেকে আরো বহু ইংরেজ জাহাজ ভাসিয়েছেন তাঁদের 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়িয়ে, কিন্তু ইংরেজদের ব্যবসা রক্ষার্থে সুরক্ষিত বসতি স্থাপনের কথা ভাবতে পারেন নি। ব্রিটিশ শক্তির মহিমা ভারতের মাটিতে রোপণ করার কাজটি জব চার্নকের জন্যই পড়ে ছিল।

এ কথা সত্য নয় যে কলকাতার ভিত্তিভূমিটি নির্ধারিত হয়েছিল মহামহিম এজেন্ট জব চার্নকের এক মধ্যদিনের বিশ্রাম-স্থলটিকে ('mid day halt') কেন্দ্র ক'রে। আর সহরটিও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে নি। এ কথাও অসত্য যে কলকাতা 'হঠাৎ-গজানো', 'সহসা-নির্মিত' পলিমাটির উপরে স্থিত ও উত্তোলিত এক শহর[৪৮]। চার্নক যে কলকাতা শহরের জায়গাটি নির্বাচন করেছিলেন তার মূলে ছিল হুগলি নদী সম্পর্কে তাঁর তিন দশকের অভিজ্ঞতা। এর আগে একটি বন্দর ও শহর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি কয়েকবার করেছেন। সুতানুটির আরো দক্ষিণে উলুবেড়িয়া ও হিজলিতে তিনি কিছুটা পরীক্ষা করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত এই জায়গাটি বাছাইয়ের আগে দু'বার তিনি সুতানুটিতে বাস করেও গেছেন। সুতানুটিতে যে জায়গাটা চার্নক মনোনীত করলেন সমুদ্রগামী জাহাজের

৪৭ O. C. 2211, EF 1651-54, p 48 and O. C 2210, EF 1651-54, p 47.

৪৮. 'A Tale of Two Cities', *Rudyard Kipling's Verse* (Inclusive Edition, 1885-1918), London, p 87.

যাতায়াতের পক্ষে জায়গাটা খুবই সুবিধাজনক। এ ছাড়া আমরা আগেই বলেছি সুতানুটির ভৌগোলিক সুবিধা চার্নক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

১৬৬৭-তেই লণ্ডন কোম্পানির কোর্ট অফ কমিটিস পূর্বভারতীয় নাবিকদের এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন গঙ্গার খাল, গভীরতা, প্রবেশমুখ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ রাখেন এবং একটা লিখিত হদিশ রাখেন যাতে নদীর প্রকৃত গভীরতা প্রবেশপথ, স্রোতের গতি ও নদীগর্ভস্থ বালির প। তন ইত্যাদি বোঝা যেতে পারে[৪৯]।

চানকই প্রথম ইংরেজ য ন নদীবন্দরের সুবিধা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতানুটি জায়গাটা তাঁর মনঃপূত হয় ও এখানেই ভবিষ্যৎ কলকাতা শহরের সূত্রপাত ঘটে। হিজলি, উলুবেড়িয়া ও হুগলির যেসব জায়গায় চার্নক ছলেন সেগুলির তুলনায় সুতানুটি জায়গাটি নৌবাহিনী সুরক্ষিত করার পক্ষে অনেক বেশি নিরাপদ ও নির্ভরশীল মনে হয়েছিল। মোগল বাহিনী ইংরেজদের আক্রমণ করতে চাইলে আরো অনেক উত্তরে নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকে স্থলপথে আসতে হতো। সোজাপথে নদী পার হতে গেলে আক্রমণকারীরা অনিবার্য বিপদের মুখে পড়ত, কারণ ইংরেজবাহিনী নদীবক্ষে সতর্ক প্রহরা রেখেছিল। শত্রুপক্ষ সুতানুটির দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে ইংরেজরা সহজেই তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ক'রে তাদের বিপদে ফেলতে পারত। এ ছাড়া পুবদিকে লবণ হ্রদ ও আশেপাশের জলা-জঙ্গল, সেদিক থেকে অগ্রসর হওয়ার স্বাভাবিক বাধা-স্বরূপ ছিল। অন্যদিকে সুতানুটি থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধাও ছিল। একথা বলা ঠিক নয় যে চার্নক এসব সুবিধার কথা বুঝতে পারেন নি[৫০]। নইলে এটা কেমন ক'রে সম্ভব যে কলকাতাই ভারতের প্রধান বন্দর রয়ে গেল?

---

৪৯ 'Court of Committees to the Agent & Council to the Bay of Bengal at Hooghly, dated 24 January 1667' (পুনর্মুদ্রিত *Diary of William Hedges*, vol. III, p. 199) এবং FF 1668-69, p. 170.

৫০. Ray, A. K—*A Short History of Calcutta* (in *Census of India 1901*, Calcutta), 1902, p. 16; Hunter, W. W.—*Thackerays In India*, Oxford, 1897, pp. 40-41.

জনৈক ঐতিহাসিকের অভিমত : 'কারো কারো হয়ত মনে হতে পারে, কিন্তু একথা অসত্য যে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল[৫১]।... তবে যাই হোক চার্নককেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে। তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই এর প্রয়োজন (ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটি সুরক্ষিত বসত স্থাপন) বুঝতে পারেন নি। কেউ কেউ সেটা বুঝতে পারলেও, কর্তৃপক্ষ তাদের বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগও দেন নি। একমাত্র চার্নকের ওপরই তাঁদের অবিচলিত আস্থা ছিল। চার্নক ইচ্ছে করেছিলেন সুতানুটিতে এক সুরক্ষিত বসতি স্থাপন করবেন, তা তিনি করেও ছিলেন। পৃথিবীতে যাঁরা রাজ্য ও রাজত্ব স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছেন, চার্নক তাঁদের মধ্যে চিরদিনই একটি স্থান পাবেন।'

লণ্ডনের কোর্ট অফ কমিটিসও সুতানুটির সুবিধাজনক অবস্থান সম্পর্কে চার্নকের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৮৯) যে যত শীঘ্র চার্নক কাশিমবাজার ও মালদার ফ্যাক্টরি নতুন ক'রে চালু করেন ততই কোম্পানির পক্ষে মঙ্গল। তাছাড়া সুতানুটি যেহেতু তাঁর বিশেষ পছন্দ, তাই অল্পব্যয়ে সেখানেও তিনি একটি নতুন ফ্যাক্টরি খুলতে পারেন। দরকার মনে করলে তিনি ও তাঁর কাউন্সিল হুগলিতেও ছোট একটা ফ্যাক্টরি খুলতে পারেন[৫২]। আবার ১১ সেপ্টেম্বরে ফোর্ট সেণ্ট জর্জে লেখা চিঠিতে তাঁরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যান। সুতানুটিতে নিজেদের সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করা যাতে নিজেদের পুরো তত্ত্বাবধানে জাহাজগুলি অবাধে চলাচল করতে পারে, তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা বিশেষ দরকার। এমন কি মোগলদের কাছ থেকে 'ফরমান' আদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ৩০।৪০ হাজার টাকা উৎকোচ দানের প্রয়োজনের কথাও ঐ চিঠিতে বলা হয়[৫৩]।

---

৫১ Wilson—*Early Annals,* vol. I, p, 116, 127, Mookerji, p. 79.

৫২. • General Letter from Court to Fort St. George dated February 15, 1689 (*Public Despatches from England,* vol. 9, pp. 44-5), para 33.

৫৩ Court's letter to Fort St. George dated September 11, 1689 (*Public Despatches from England,* vol. 10, pp. 1-13)

কিপ্‌লিঙ মনে করেছিলেন কলকাতা শহর জব চার্নকের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম-স্থলে সহসা গজিয়ে উঠেছিল। সে ধারণা যে ভুল তা উপরের তথ্যাবলির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে।

চার্নকের চরিত্র

জব চার্নকই বোধ হয় লণ্ডন কোম্পানির একমাত্র কর্মচারী যিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন। ইংরেজ ফ্যাক্টরিগুলির প্রায় সব কর্মকর্তাকেই কোর্ট অফ কমিটিস হয় বরখাস্ত করেছিলেন, নয়তো নিন্দা করেছিলেন। ব্রুসের 'অ্যানাল্‌স'[৫৪] (২য় খণ্ড, পৃ ৪৪৯-৫০) অনুসারে বলা চলে, চার্নক কোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এজেন্ট স্যার স্ট্রেনশাম মাস্টার ও তাঁর কাউন্সিলের অনেক কার্যকলাপ সংযত রেখেছিলেন। কোম্পানি ঘোষণা করেছিল যে তাঁরা চার্নককে কাশিমবাজারে অধ্যক্ষ করতে চান, তাতে দরকার হলে অন্য সব এজেন্টদের বরখাস্ত করতেও পিছুপা হবেন না।

দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকেরও বেশি কার্যকালে চার্নকের আচরণে অভিযোগ করার কিছু ছিল না। কোর্টের আস্থাভাজন হবার তিনি উপযুক্ত ছিলেন। তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে—'আমাদের একজন প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ কর্মচারী'[৫৫] বলে। বলা হয়েছে—'এমন একজন, যাঁর আনুগত্য ও নিষ্ঠার ফল আমাদের কাজেও আমরা বোধ করেছি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়'[৫৬] এবং 'একজন, যিনি বিশ বছরেরও বেশি সময় বিশ্বস্তভাবে আমাদের কাজ করেছেন'[৫৭], ইত্যাদি। ক্যাপ্টেন নক্সের

---

৫৪. Bruce, John—*Annals of the Honourable East India Company from their Establishment by the Charter of Queen Elizabeth 1600, to the Union of London and English East India Companies, 1707-1701*, London, 1810; vol. II, pp. 449-50; EF 1678-84, p. 255.
ব্রুস ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ড-রক্ষক।

৫৫. Court's letter dated 18th November 1681 (82) to the Agent and Council in the Bay (of Bengal), para 4.

৫৬. Court's letter dated 18th November 1681 to the Agent and Council in the Bay, para 2.

৫৭. Court's letter dated 5th January 1680 (81) to the Agent and Governor and Council at Fort St. George, para 14.

কাছ থেকে কোর্ট তাদের 'প্রিয় এজেণ্ট চার্নকে'র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লেখে : 'এর জন্যে আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমরা সবাই ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য[৫৮]।'

চার্নকের বিরূপতম সমালোচকরাও জানতেন যে তিনি পণ্যের মূল্য নিয়ে কোম্পানিকে কখনো ঠকান নি। সকলে এও জানতেন যে কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তাঁকে সরানো যাবে না। এই মর্মে কোর্ট লেখে যে 'গত ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায়' চানক সম্বন্ধে আস্থা অপরিসীম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাধারণ কোনো মতামতের দ্বারা কোম্পানির প্রতি তাঁর আনুগত্যের যে দীর্ঘকালীন ধারণা রয়েছে তাকে টলানো যাবে না[৫৯]। চার্নকের বিরুদ্ধে কোনোরকম দল গড়ে ওঠাও কমিটি পছন্দ করে নি এবং বাংলায় তাদের ব্যবসার অধ্যক্ষ হিসেবে চার্নকের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে কমিটি বদ্ধপরিকর ছিল[৬০]।

কোর্ট অফ কমিটিস চার্নককে এমন বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিল যার বলে তিনি কাউন্সিলের পরামর্শ ছাড়াই যে কোনো কর্মচারীকে যেখানে খুশি বসাতে বা সরাতে পারতেন। শুধু কারণটা কমিটিকে জানালেই যথেষ্ট হতো। কমিটি সচেতন ছিল যে এই ধরণের ক্ষমতা 'আমরা ইতিপূর্বে কোম্পানির আর কোনো এজেণ্টকে দিই নি[৬১]।' একবছর পরে (১৬৯৩) চার্নককে এই ক্ষমতা যখন দেওয়া হয় তখন সেটা যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল। কারণ এই ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ তখন সম্ভব ছিল না। কমিটি লেখে যে চানকের জীবিতকালে বা পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপদার্থ ও অবিশ্বস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার তাঁর এই ক্ষমতা বলবৎ থাকবে[৬২]।

---

৫৮. Court's letter dated 3rd January 1693 (94) to the Agent & Council in the Bay ; H. D II p. 89.

৫৯ Court's General Letter to Fort St. George dated February 15, 1689 (*Public Despatches from England*, vol 9, pp. 24-32) ; para 17 ; H. D. II. p. 286.

৬০. Court's General Letter to Bengal dated 27th August 1688 (*Public Despatches from Eugland*, vol. 9, pp 24-32). para 17 ; H. D. II. p 286.

৬১. Court's Instructions to Sir John Goldsborough dated February 29, 1692, para 3 ; H. D. II. p. 157.

৬২. Court's letter to Bengal dt. April 10, 1693 ; H. D. p. 263.

কেবলমাত্র হুগলির খণ্ডযুদ্ধে চার্নকের আচরণ সম্বন্ধে কমিটি তাঁকে তিরস্কার করে। তার ভাষা ছিল এই রকম : 'আমাদের স্বার্থরক্ষায় চার্নকের আন্তরিক চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি ধরার কারণ না থাকলেও (তাঁর সম্বন্ধে আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী) আমাদের আশা ছিল তিনি যেরকম সাধু ব্যবসায়ী সেই পরিমাণে ভাল যোদ্ধাও হবেন...[৬৩]।' চট্টগ্রামের বিফল অভিযানের জন্য তাঁকে অবশ্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় নি।

চার্নকের আপসহীন চরিত্রই তাঁকে এদেশে নিজ কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের কাছে সুনাম অর্জনে বাধা দিয়েছিল। 'তিনি তাঁর সহকর্মীদের সমর্থন আদায়ের জন্য অঙ্গুলি হেলন করতেন না এবং ডিরেক্টারদের কাছে নিজের ভাল দিকগুলি তুলে ধরার কোনো চেষ্টাও করেন নি। তাঁরা তাঁর মূল্য বুঝেছিলেন ও তাঁকে সৎ আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যকদের একজন যিনি নিজস্ব কোনো ব্যবসা খাড়া করেন নি এবং তাঁদের ব্যবসাতে ৩৮ বছর নিযুক্ত থাকার পরও তিনি তুলনামূলকভাবে দরিদ্র অবস্থায় মারা যান।' এটি একজন ঐতিহাসিকের অভিমত[৬৪]।

কোর্ট অফ কমিটিস-এর যে-আস্থা ও উচ্চধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন তার সঙ্গে এ-দেশস্থ নিজ কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সহকর্মীদের বিবরণের কোনো মিল নেই। ভারতে তাঁর থেকে উচ্চতর পদস্থ সব কর্তাব্যক্তির সঙ্গেই চার্নকের বিরোধ ঘটেছিল এবং এইসব কর্তাদের কেউই কোর্টের বিরাগভাজন হওয়া থেকে রক্ষা পান নি। স্যার স্ট্রেনশাম মাস্টার, ম্যাথিয়াস ভিনসেন্ট, উইলিয়াম হেজেস, ক্যাপ্টেন হিথ ও আরো অনেকে যাঁরা চার্নকের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, সকলকেই কোর্ট অপদস্থ করেছিল। চার্নক সর্বদাই ভারতস্থ কর্তাব্যক্তিদের হুকুম সম্পূর্ণ অমান্য করেছেন, যখনই তা কোম্পানির মালিকপক্ষের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে খুব অল্প ইংরেজই চার্নকের মতো ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। বাংলা ও বিহার তাঁর

---

৬৩. Court's letter to Fort St. George dated 28th September, 1687 (*Public Despatches from England*, vol. pp. 181-204) para 14.

৬৪. Penny, Mrs. Frank—*Fort St. George*, London, 1900, ch. XII, p. 121.

নখদর্পণে ছিল। তিনিই প্রথম ইংরেজ যিনি আওরঙজেবের সাম্রাজ্যের অবক্ষয় লক্ষ করতে পেরেছিলেন। যে কাউন্সিলকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির একটিতে তিনি লেখেন : …'গোটা সাম্রাজ্য একটা নিদারুণ দুর্বল অবস্থার মধ্যে ডুবতে বসেছে। বলবান দুর্বলকে লুণ্ঠন করছে। তাদের মধ্যে কোনো সরকারী আইন ও শৃঙ্খলা নেই। রাজার হুকিম (হুকুম) একজন সাধারণ অধিকর্তার মতোই মূল্যহীন[৬৫]।' আবার অন্যত্র তিনি বলেন : 'সাজাহান বা তাঁর মতো অন্য কোনো সম্রাটের ক্ষেত্রে হলে অবস্থা অন্য রকম হতো। কারণ, সাজাহানের ফরমান[৬৬] বা হসবুল হুকিমের[৬৭] প্রতাপ এতখানিই ছিল যা অমান্য করার সাহস কারো ছিল না। কিন্তু এই সম্রাটের ক্ষেত্রে ব্যাপার একেবারে উল্টো। তাঁর হুকুমকে ভয় তো পায়ই না, এমন কি আঞ্চলিক শাসনকর্তারা সেইসব হুকুমকে খুব সামান্যই পাত্তা দেয়[৬৮]।' ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আওরঙজেবের প্রতাপকে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তুলে ধরার কথা আর কেই বা ভাবতে পারত ?

মোগল যুগে পাটনা ছিল বাংলার প্রবেশপথ এবং চার্নক সিঙ্গিয়াতে অবস্থানকালে দেশের সবরকম রাজনৈতিক খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে ভারতস্থ ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে পাঠাতেন। তাঁরা আবার এইসব সংবাদ ইংল্যাণ্ডে চালান করতেন। মোগল রাজকর্মচারীদের দুর্বলতার সুযোগ চার্নক খুবই নিতেন ও কোম্পানির স্বার্থবিস্তারের খাতিরে তাদের দরাজ হাতে উৎকোচ দিতেন। বিহারের নবাবের কাছে তাঁর অবারিত দ্বার ছিল এবং তাঁর কাছ থেকেই মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চার্নক অবহিত হতেন।

মির জুমলার ব্যবসায়িক কেলেঙ্কারী চাপা দিতে গোড়ার দিকে চার্নকও সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক আলোচনার সময়ে চার্নক কয়েকবার উপস্থিত ছিলেন[৬৯]। তাঁর দূরদৃষ্টির জোরেই বাংলায় ইংরেজদের ব্যবসা রক্ষা পেয়েছিল।

---

৬৫ Charnock's letter dated July 6, 1678 to the Hooghly Council ; H. D. II. p. 46.

৬৬. ফরমান : সম্রাটের নির্দেশ।

৬৭. হসবুল হুকুম : সম্রাটের মৌখিক নির্দেশ।

৬৮. Charnock's letter dt. July 21, 1678 ; H. D. II. p. 46.

৬৯. *Home Misc.* vol. XXXVI, p. 28. দ্র. কেম্পের [illegible] যে তিনি চার্নকের সঙ্গে মির জুমলার ক্যাম্পে যান ১৬৬[illegible]।

ফার্সি ভাষায় চার্নকের জ্ঞান লণ্ডন কোম্পানির কাছে সব থেকে বড় ভরসা ছিল। তাঁর দেশীয় বেশভূষা ('Moore's fashion') মোগল কর্মচারীদের কাছে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলেছিল। খ্যাতিমান নাবিক টমাস বাউরি তিনবার বিভিন্ন কারণে বাংলায় আসেন ও বেশ কিছুদিন এ-অঞ্চলে থেকেও যান। তিনি চার্নক সম্বন্ধে এই মন্তব্য রেখে গেছেন[৭০]: 'ইংরেজ অধ্যক্ষ জব চার্নক এখানে (পাটনায়) অনেক বছর ছিলেন ও ফার্সি (বা রাষ্ট্র) ভাষা এমন নিখুঁতভাবে শিখেছিলেন যেন এটাই তাঁর আজন্মের ভাষা এবং এখানকার আচার-আচরণও [ধর্ম বাদে] রীতিমতো রপ্ত করেছিলেন। এর ফলে তিনি অনেক রকম স্থবিধাও পেয়েছেন এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন মহলের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি, প্রতিদিন নবাবের দর্শন লাভের স্থযোগও তিনি পেয়েছেন।'

যাঁকে প্রথম ভারত-তত্ত্ববিদ্ বলা যেতে পারে সেই জন মার্শাল পাটনায় ১৬৭০-৭২ খ্রীস্টাব্দে চার্নকের অধীনস্থ কর্মচারীদের একজন ছিলেন[৭১]। তিনি ১৬৬৮-র ১১ সেপ্টেম্বর ভারতে আসেন এবং ১৬৭৭-এর ৩১ অগাষ্ট বালাসোরে পরলোকগমন করেন। মার্শালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের প্রেরণা এসেছিল চার্নকের কাছ থেকেই। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়বস্তুতে চার্নককে বিশেষজ্ঞ মনে করতেন এবং নিজের পাণ্ডুলিপির নোটে চার্নকের মতামত উদ্ধৃত ক'রে রেখেছেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে মার্শাল চার্নকের মত উদ্ধৃত করেছেন। চার্নকের প্রদত্ত নক্শা অনুযায়ীই তিনি গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানকে পুনর্বিন্যস্ত করেছিলেন। চার্নক এদেশের আচার ও প্রথাগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক চার্নককে অর্ধশিক্ষিত, একগুঁয়ে কর্কশ ও রুক্ষ প্রকৃতির লোক বলে চিত্রিত করেছেন। তাঁদের মতে চার্নক ছিলেন দেশীয়

---

৭০. Bowrey, Thomas—*A Geographical Account of the Countries Round the Bay Of Bengal, 1669 to 1679* (ed. R. C. Temple), Hakluyt Society, London, 1905, p. 224.

৭১. Khan, Shafaat Ahmad—*John Marshall in India, 1668-1672*, O. U. P., 1927, p. 217.

আচার-ব্যবহারে ও চিন্তায় আচ্ছন্ন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর স্বদেশীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ দেশীয় লোকদের মধ্যে জীবনের বেশি সময়টাই কাটিয়েছেন। এ জনের মতে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ পৌরুষের এক অমার্জিত সংস্করণ। তাঁর মধ্যে কোনো রমণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নি, সম্ভবত তার কারণ ভারতে ইংরেজ মহত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর যেরকম পোশাক পরা বা রাজকীয় আবাসে থাকা উচিত ছিল সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। চার্নকের সামনে শুধু ছিল বিরাট ও শক্ত এক কর্তব্য, যেটি পালন করার জন্য তিনি নিজের স্বার্থের কথাও ভুল গিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে যে সাহস দেখ গেছে তা কোনো বিপদকেই গ্রাহ্য করে নি, কোনো বাধাই তাঁকে নিজ কর্তব্যে বিরত করতে পারে নি[১২]।

চার্নকের এদেশীয় স্ত্রী

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্রে একবার মাত্র চার্নকের স্ত্রীর কথা উল্লিখিত আছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এখন পর্যন্ত যা পাওয়া যায়, তাতে এই দেশীয় মহিলাটির কোনো প্রসঙ্গ নেই। তিনিই বোধ হয় একমাত্র ইংরেজ যাঁর নামের সঙ্গে কোনা কলঙ্ক-কাহিনী জড়িত নেই[১৩]। হেজেস ও আলেকজাণ্ডার

---

১২ Hunter, W. W.—*Thackerays In India*, Oxford, 1897, pp. 51-52.

১৩. সমসাময়িক ইংরেজ যাঁরা পাটনায় থাকতেন বা এসেছিলেন (Thomas Bowrey ও John Marshall) অথবা ভ্রমণকারীরা যেমন Richard Bell ও John Campbell (*Travels In The East Indies, Indian Antiquary*, 1906-1908 খণ্ডটি)। Niccolao Manucci (*Storia Do Mogor*, 4 vols, Calcutta Reprint, 1970), Francis Bernier (*Travels In The Mogul Empire*, Indian Reprint, New Delhi, 1972), Jean Baptiste Tavernier (*Travels In India*, 2 vols. O. U P. 1926), Monsieur Thevenot, Dr. John Francis Gemelli Careri (Surendranath Sen—*Indian Travels of Thevenot & Careri*, New Delhi, 1949) ও Hovhannes Joughayetsi ('Ledger of…', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1966, pp. 153-186) এবং অন্যেরা চার্নকের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি।

হ্যামিল্টনের মতামত খণ্ডন করার আগে বিষয়টা একটু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা যাক।

যেহেতু চার্নকের স্ত্রীর নাম সরকারী চিঠিপত্র, তাঁর উইল বা তাঁর কন্যাদের খ্রীষ্টীয় নামকরণের তালিকায় পাওয়া যায় না, সুতরাং ধরে নেওয়া হয় মহিলা নিশ্চয়ই এদেশীয় ছিলেন। উইলে চার্নকের স্ত্রীর নাম না থাকার কারণ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। 'সতী' বিষয়ে হ্যামিল্টনের খোসগল্পটি অনেকদিন পর্যন্ত বেশ শেকড় ছড়িয়েছিল, কারণ স্যার হেনরি ইউলের আগে কেউ এই গল্পের সত্যাসত্য যাচাই করতে যায় নি।

চার্নকের স্ত্রী যে ইংল্যাণ্ডের ও কলকাতার ইংরেজ সমাজে সসম্মানে গৃহীতা ছিলেন সেকথা মেনে নেবার পক্ষে কিছুটা যুক্তি আছে। কারণ, তাঁর কন্যাদের নামে কোনো কলঙ্ক-রেখা ছিল না এবং তারা কোম্পানিতে কর্মরত সম্ভ্রান্ত ইংরেজ স্বামী পেয়েছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরি ছিল চার্লস আয়ারের স্ত্রী। এই চার্লস আয়ার চার্নকের পরে তাঁর পদটি গ্রহণ করেন। ক্যাথারিনের স্বামী জোনাথন হোয়াইট ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের সেক্রেটারি। এলিজাবেথ বিবাহ করে উইলিয়াম বাউরিজ নামে একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীকে (যাঁর মৃত্যু হয় ১৭২৪-এ)। মেরি ও ক্যাথারিন তাদের নিয়মিত চিঠিপত্রে[৭৪] লণ্ডনের ইংরেজ সমাজের অভিজাত বংশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। এর থেকে মনে হয় তারা সকলেই যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

বেঙ্গল ফ্যাক্টরি স্থাপনের সময় প্রথম কয়েক দশক কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁদের স্ত্রীদের ভারতে আনতে পারতেন না। কারণ, এখানে ঘর-সংসার পাতার উপযোগী বাসস্থানের অসুবিধা এবং তখনকার দিনে একটানা ছ'মাস সমুদ্র পাড়ি দেবার ধকল সইতে ইংরেজ মহিলাদের অক্ষমতা। কলকাতা স্থাপিত হওয়ার আগে সেই কারণে বাংলায় খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ মহিলাই থাকতেন। ফোর্ট সেন্ট জর্জে অ্যাণ্ড্রু কোগান, এজেন্ট হেনরি গ্রিনহিল ও

---

৭৪. Letters to Madame Aress (Eyres) at 'Chitty Nutty' and Madame Katherine Charnock at 'Chittynutty' by Wentworth & (Sir Henry) Johnson from Blackwall, December 20, 1697 ; H. D II.p. 96.

স্যার টমাস চেম্বার এবং বালাসোরে এডওয়ার্ড উইন্টার পোর্তুগিজ অধিবাসীদের মধ্যে থেকে স্ত্রী নির্বাচন করেছিলেন[৭৫]। র‍্যাল্‌ফ কার্টরাইট[৭৬] (যিনি ১৬৩৩-এ মসুলিপটনম থেকে উড়িষ্যার হরিহরপুর পর্যন্ত কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার করেন) হরিহরপুরে তাঁর মুসলমান প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হন এবং ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। গ্যাব্রিয়েল বুটন[৭৭]—যিনি শা সুজার কাছে হরিহরপুর থেকে হুগলিতে ইংরেজদের নিয়ে আসবার 'নিশান' পান—বিবাহ করেন একজন মোগল রমণীকে। বুটনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবাকে বিবাহ করেন উইলিয়াম পিট নামে একজন অবৈধ বাণিজ্যকারী। তাকেই আবার পরে বিবাহ করেন রিচার্ড মস্‌লে। রিচার্ড এডওয়ার্ডস[৭৮] ও আরো কয়েকজন হয় এদেশীয় মহিলা বিবাহ করেন অথবা তাদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেন। যেহেতু এটাই এদেশে তখনকার ইংরেজদের মধ্যে চালু প্রথা ছিল এবং যেহেতু ১৬৬৬ থেকে ১৬৭৮-এর মধ্যে এমন কোনো ইংরেজ মহিলার নাম পাই না যিনি চার্নকের স্ত্রীরূপে এদেশে এসে থাকতে পারেন—সেই হেতু আমাদের মেনে নিতে হয় যে চার্নক নিশ্চয়ই এদেশীয় কোনো মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।

যেহেতু চার্নকের কনিষ্ঠা ক্যাথারিন মারা গিয়েছিল ১৯ বছর বয়সে ১৭০১-এর ২১ জানুয়ারি তারিখে, আমরা বলতে পারি তার জন্ম হয়েছিল ১৬৮২-তে। মনে রাখতে হবে, ক্যাথারিনের দুই অগ্রজা ভগিনী ছিল। তাহলে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে বা তারও আগে নিশ্চয়ই চার্নক দেশীয় মহিলাটিকে বিবাহ করেন। দুটি শিশু জন্মাবার মধ্যে আঠারো মাস সময়ের ব্যবধান ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এখন দেখা যাক চার্নকের দেশীয় স্ত্রী সম্বন্ধে উইলিয়াম হেজেসের কী বক্তব্য! ১৬৮২-র ২৫ অক্টোবর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হেজেস ঢাকায় ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর ডায়েরিতে (১ ডিসেম্বর ১৬৮২) লেখেন:

'আজ সকালে হুগলি ও কাশিমবাজারের শাসনকর্তা বুলচাঁদ একজন হিন্দু

---

৭৫. EF 1655-60, p. 402.

৭৬ EF 1634-36, Introduction, p. 36.

৭৭ EF 1655-60, p. 193.

৭৮. EF 1670-77. p. 376. এডওয়ার্ডের ব্রাহ্মণ রক্ষিতার জন্য দ্র. শেষ প্যারা ও ৪র্থ টীকা।

বড়লোককে আমার কাছে পাঠান। তিনি আমাকে বলেন যে চার্নক সাহেব এমন লজ্জাজনক কাজ করেছেন যাতে সমস্ত ব্রিটিশ জাতের মুখে চুনকালি পড়ছে। চার্নক সাহেব গত ১৯ বছর ধরে তাঁরই স্বজাতি এক হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন এবং যদি চার্নককে দিয়ে তাকে না তাড়িয়ে দিতে পারি তাহলে তিনি নবাবের কাছে নালিশ করবেন। যাতে আমাদের জাতের কলঙ্ক আর না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে আমি তাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপস্থিতমতো নিরস্ত করলাম।

এই ভদ্রলোক এবং আরো অনেক লোক আমাকে বলেছেন যে যখন চার্নক পাটনায় থাকতেন তখন নবাবের কাছে এই নালিশ করা হয়েছিল যে তিনি (চার্নক) একজন হিন্দু রমণীকে রক্ষিতা রেখেছেন। সে মহিলার স্বামী তখনো জীবিত ছিলেন কিংবা সবেমাত্র মারা গেছেন। সেই নারী তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে এবং আসবার সময় স্বামীর সব টাকাকড়ি ও অনেক দামী জহরত চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে। এই কথা শুনে নবাব চার্নক.ক ধরে আনবার জন্য ১২ জন সিপাই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চার্নক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁরা তাঁর উকিলকে ধরে দু'মাস জেলে আটকে রেখে দেয়। আর সিপাইরা দিনরাত কুঠির ফটকের সামনে ধরনা দিয়ে বসে থাকে। তার ফলে চার্নক নগদ তিন হাজার টাকা, পাঁচ থান খুব উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় (Broad Cloth) এবং কতকগুলি তলোয়ার নবাবকে উপহার দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে। এইরকম ঘটনা তার বহুবার কাশিমবাজারে ঘটেছে—একথা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি*। সে অথবা সেই মহিলাটি পরলোকগত হলে কোম্পানির নামে একটা কলঙ্ক রটনা হবে'[১৯]।

---

১৯. *The Diary of William Hedges*, vol. I. p. 52. এই বিবরণ অনুসারে চার্নকের বিবাহ ও 'সতী' উদ্ধার ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা স্পষ্টতই এটি ভুল ধারণা। কারণ ১৬৬৩, ১৬৭০ ও ১৬৭২-এ তিনি দেশে ফিরতে চান। বাবা-মা নেই, ভাই নিরুদ্দেশ—এ অবস্থায় চার্নক দেশে যেতে চাইতেন না, যদি ঐ সালগুলির কোনো তারিখে তিনি বিবাহ করতেন। যদি কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণ মহিলাকে বিবাহ না ক'রে তাঁর সঙ্গে বাস করতেন তাহলে

---

* হেজেসের ডায়েরির এই অংশটির অনুবাদ নেওয়া হয়েছে শ্রীরাধারমণ মিত্রের লেখা থেকে। দ্র, 'কলকাতার টুকিটাকি', এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮৩, পৃ ৮৬।

ঢাকা ডায়েরিতে[৮০] হেজেসের ঢাকা যাওয়ার কথা সমর্থিত হচ্ছে। যদিও চার্নক হেজেসের কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন, গোড়া থেকেই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। হেজেস নিজেই ১৬৮৩-র ২০ জুলাই তারিখের ডায়েরিতে[৮১] লিখেছেন যে তিনি মিঃ হার্ডিং এর কাছে জানতে চান তাঁর প্রতি চার্নকের বিরুদ্ধতার কারণ। এর উত্তরে হার্ডিং বলেন যে সম্ভবত চার্নকের অনুরোধে মিঃ ক্যাচ্‌পুলকে বরখাস্ত না করাই চার্নকের উষ্মার কারণ এবং সেই কারণেই চার্নক স্থির করেছেন মিঃ হেজেসের যাবতীয় কাজে তিনি বিরোধিতা করবেন ও তাঁকে কখনোই পরামর্শ বা সহায়তা দিয়ে সমর্থন করবেন না।

একথা মনে রাখতে হবে যে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই হেজেস ডায়েরি রাখতেন কোম্পানির কাজের দৈনিক ফিরিস্তি হিসেবে নয়। তিনি কমিটির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও কোর্টের ২১ ডিসেম্বর ১৬৮৩ তারিখের আদেশনামায় তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়। কোম্পানির গভর্নর স্যার জেসিয়া চাইল্‌ডকে লেখা জন বেয়ার্ডের একটি চিঠি খোলা ও সেটি আটক ক'রে রাখাই তাঁর বরখাস্তের কারণ। যেহেতু হেজেস ছিলেন চার্নকের পরম শত্রু, তাই চার্নক সম্পর্কে তাঁর কাহিনীতে আস্থা রাখা যায় না। কোম্পানির এই 'প্রাচীন কর্মচারীটি'কে অপদস্থ করার জন্যই নানারকম বিদ্বেষপ্রসূত গুজব তিনি ডায়েরিতে লেখেন বলে অনুমান করা যায়। এ ছাড়া হেজেস একই লোকের কাছ থেকে দু রকম গল্প একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন। গল্প দুটির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে। হেজেসের অতিশয়োক্তি স্বীকার ক'রে নেওয়ার কোনো কারণ না থাকলেও তাঁর সঙ্গে এইটুকু একমত হওয়া যায় যে চার্নকের এক এদেশীয় স্ত্রী ছিল।

পাটনার নবাব তাকে রেহাই দিতেন না। সমসাময়িক কোনো চিঠিপত্র বা বিবরণেই চার্নকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগের উল্লেখ নেই যাতে প্রমাণ করা যায় যে তিনি কোনো মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

৮০. Rankin, J. T.—'Dacca Diaries', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol XVI (1920), pp. 91-158.

৮১. H. D. I. p. 102.

ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন[৮২]—যাঁর স্মৃতিচারণ ছড়িয়ে আছে ৩৫ বছর সময়ব্যাপী—ছিলেন গালগল্পের রাজা। তাঁর রচিত 'নিউ অ্যাকাউন্টস অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিস' বইটির ঐতিহাসিক মূল্যের পাশে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি লক্ষ করার মতো: 'এই বিবরণের অধিকাংশই আমার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে উদ্ধার করা এবং নিজের মনের ফূর্তিতে রচিত দুটি শীত ঋতুর মধ্যবর্তী নৈশ সৃষ্টি;' এবং হ্যামিল্টন আরো লিখেছেন: 'ভারতে যখন ছিলাম তখন যদি আমার এই বিবরণ ও মন্তব্যগুলি প্রকাশের কথা ভেবে রাখতাম এবং এটি যে এমন একজন মহানুভব ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা হবে তা জানা থাকত (বইটি ডিউক অফ হ্যামিল্টনকে উৎসর্গ করা হয়েছে), তাহলে আমি নিশ্চয়ই আরো সাবধান হতাম ও সংকলিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরো অনুসন্ধিৎসু থাকতাম। বইটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার জন্য তাহলে আমি স্মরণীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখতাম[৮৩]।'

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই অবৈধ বাণিজ্যকারী ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন সাহেব কারো সম্বন্ধে পারতপক্ষে একটিও ভাল কথা বলেন নি এবং তিনি ছিলেন প্রচুর গুজব ও কুৎসার খনিবিশেষ। তাঁর এদেশে থাকাকালীন কোম্পানির নথিপত্রের সাক্ষ্যে তাঁর বেশিরভাগ বক্তব্যই খণ্ডিত হয়েছে। চার্নক-সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে, কারণ বেশ মজাদার গালগল্পের গুণ এতে পাওয়া যায়[৮৪]:

---

৮২. Hamilon, Alexander—*A New Account of the East Indies*, Edinburgh, 1727 & 1744 (ed. William Foster, 2 vols, London, 1930). উদ্ধৃতিগুলির জন্য মূল সংস্করণ দ্রষ্টব্য। (vol. II, p. 5).

৮৩. *The Dictionary of National Biography*, vol. VIII, p. 1017 for Hamilton.

৮৪. হ্যামিল্টনের মতে 'সতী' উদ্ধারের ঘটনাটি হুগলিতে নয়, পাটনায় ঘটেছিল এবং মোগল যুদ্ধের আগে। Yule H. D. II. p. 91), বলেছেন: 'It is not likely that a European at Patna, or elsewhere in the country, would have ventured in those days to abduct a *sati* widow from the pyre' *The Bengal Obituary* (Calcutta, 1849, p. 2) পুরোপুরি হ্যামিল্টনকে অনুসরণ

'...মিঃ চার্নক বর্তমান স্থানটি কলোনির জন্য নির্বাচন ক'রে সেখানে একজন রাজার চেয়েও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করতেন। কেবল রাজাদের মানবিকতার লেশমাত্র তাঁর ছিল না। কারণ, কখনো কোনো হতভাগ্য দেশীয় ব্যক্তি অজ্ঞাতবশত তাঁর আইনের অনুশাসন লঙ্ঘন করলে শাস্তি হিসেবে নির্ঘাত লাভ করত নির্মম বেত্রাঘাত। আর শাস্তিটি সাধারণত চলত তাঁর আহারকক্ষের এত কাছে যে আইন-অমান্যকারীদের কাতরোক্তি ও চিৎকার তাঁর কাছে সংগীতের কাজ করত।

দেশটি পৌত্তলিকায় ছেয়ে থাকায় মৃত স্বামীদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করার রীতি এখানে প্রচলিত। মোগল যুদ্ধের আগে একবার চার্নক তাঁর সাধারণ সিপাইদের নিয়ে একটি অল্পবয়সী বিধবার এইরকম শোচনীয় পরিণাম দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিধবাটির সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁর সিপাইদের হুকুম করেন জোর ক'রে ঐ জল্লাদদের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনতে এবং তাকে শেষে নিজের গৃহে নিয়ে যান। বহু বছর তাঁরা সুখে অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের কয়েকটি সন্তান হয়। চার্নক কলকাতায় বসবাস শুরু করার পরে মহিলার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার পরিবর্তে

করেছে। 'সতী' কাহিনীটি সকলেই অবিশ্বাস করেছেন। দেখা যাক Holwell সাহেব এ-বিষয়ে কী বলেছেন :

'It has been already remarked in a marginal note that the Gentoo women are not allowed to burn, without an order of leave from the Muhammedan government, it is proper also to inform our readers that this privilege is never withheld from them. There has been instances known when the victim has, by Europeans, been forceably rescued from the pile ; it is currently said and believed (how true we will not aver) that wife of Mr. Job Charnock was by him snatched from sacrifice ; be this as it may, the outrage is considered by the *Gentoos*, an atrocious, and wicked violation of their sacred rites, and privileges.' (John Zepaniah Holwell—*Historical Tracts* part II, p. 99 ; London, 1774).

চার্নককেই মহিলা পৌত্তলিকতায় দীক্ষিত করেন। সামান্য যেটুকু খ্রীস্টানত্ব তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাতে মহিলাকে তিনি সযত্নে সমাধিস্থ করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভও তিনি তৈরি করেন যেখানে সারাজীবন ধরে প্রতিবছর তিনি মৃত্যুর দিনটি পালন করতেন পৌত্তলিক প্রথায় একটি মোরগ উৎসর্গ ক'রে। এটা সকলের জানা একটা সাধারণ কাহিনী এবং চার্নকের এজেণ্ট থাকাকালীন খৃস্টান ও পৌত্তলিক যাঁরা কলকাতায় থাকতেন তাঁদের কাছে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে কাহিনীটি সম্পূর্ণ সত্য।'

সন্দেহ নেই, হিন্দু বিধবা সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের গল্পটি হেজেসের কুৎসাপূর্ণ কাহিনীটির অপর এক ভাষ্য। তবে হ্যামিল্টনের এইটুকু ধন্যবাদ প্রাপ্য যে তিনি চার্নককে দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে সতীদাহ থেকে উদ্ধার করিয়ে তার সঙ্গে কোনো অবৈধ সম্পর্ক বা দ্বি-বিবাহের অপরাধ না ঘটিয়ে সারাজীবন সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়েছেন।

উইলিয়ম হেজেস ও ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের লেখাগুলি কয়েক প্রজন্ম ধরে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমানভাবে প্রভাবিত ক'রে এসেছে। অবশ্য হ্যামিল্টন থেকে হেজেসের বিবরণ অনেক বেশি ক্ষতিকর হলেও খুব কম লোকই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। হ্যামিল্টনের বইটি যেহেতু প্রায় সাড়ে তিন শতাব্দী যাবৎ ভারত সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তাই ঐতিহাসিক নিবন্ধ-পাঠকদের মন থেকে চার্নকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ঠেলে সরিয়ে ফেলা আজ পর্যন্ত একান্ত দুরূহ হয়ে গেছে।

কোম্পানির রেকর্ডে[৮৫] একমাত্র যেখানে চার্নকের স্ত্রীর নামের উল্লেখ আছে, এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, সেখানে কোনোরকম অসূয়া বা তিক্ততার ইঙ্গিত নেই।

স্যার এডওয়ার্ড লিট্‌লটন ও তাঁর কলকাতাস্থ কাউন্সিল তাঁদের *একটি* ভুল তারিখযুক্ত চিঠিতে—'হুগলি, ১৬ নভেম্বর ১৬০০ (১৭০০)'—নানা বিষয়ের মধ্যে দেশীয়দের বিবাহ করা প্রসঙ্গে কোর্টের এক মন্তব্য বা আদেশের উত্তরে লেখেন: '.. দেশীয় মহিলাদের গ্রহণ করতে গেলে অনেক সময় বিরাট গণ্ডগোলেও পড়তে হয়। যদিও তারা গরিব ও অল্পবয়সেই বিবাহিত এবং তাদের স্বামীর

৮৫. O. C. 7200; H. D. II, p. 209, যেখানে Littleton-এর পত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

সঙ্গেও সহবাস থাকে না, কিন্তু এ ধরণের ঘটনা হলেই তাদের স্বামীরা সরকারের কাছে আবেদন ক'রে থাকে—যার পরিণামে খেসারত ও ঝামেলার অন্ত থাকে না। যেমন জব চার্নকের বেলায় ঘটেছে। যে মহিলাকে তিনি রেখেছিলেন তিনি যদিও খুব দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের, তবু তাঁকে নিয়ে পাটনায় কোম্পানিকে দীর্ঘদিন নানা ঝামেলা ও খেসারতিতে পড়তে হয়েছিল। পরে কাশিমবাজারেও এ ধরনের আরো ঘটনা ...।'

এডওয়ার্ড লিট্‌লটন প্রতিনিধি (factor) নির্বাচিত হন ১৬৭০-এর ১৩ অক্টোবর এবং ভারতে আসেন ১৬৭১-এ। ১৬৭৯-তে তিনি কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নিউ বা ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন পরিচালক ছিলেন এবং ১৬৯৯-তে 'বে' ফ্যাক্টরিগুলির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে বাংলা অভিমুখে রওনা হন। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার চরিত্র-হননের বিশেষ কোনো কারণ লিট্‌লটনের ছিল না। কাশিমবাজারে দীর্ঘদিন ছিলেন বলে তিনি চার্নককে ভাল করেই চিনতেন। যেহেতু চার্নকের স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে ও তা কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হয় না, আমাদের উচিত এই বক্তব্যকে যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা।

স্যার এডওয়ার্ড লিট্‌লটনের বক্তব্য অবশ্যই হ্যামিল্টনের সতীদাহের গল্প ও হেজেসের কুৎসাকে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়। এ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ১৬৭৮-এ বা তার কিছু আগে জব চার্নক একজন নিম্নগোত্রীয়া ভারতীয় মহিলাকে বিবাহ করেন ও তাঁর সঙ্গে সুখে বৈবাহিক জীবন যাপন করেন। যদিও মুরহাউস[৮৬] এবং ডোয়াগ[৮৭] নিজেদের দায়িত্বে এই মহিলার নাম দিয়েছেন 'মারিয়া', আমাদের মনে রাখা উচিত যে সাংবাদিক হিসেবে তাঁদের কল্পনা করার সেই স্বাধীনতা আছে। বাংলা উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র[৮৮] ও শ্রীসুবোধ ঘোষ[৮৯] যথাক্রমে মহিলার নাম দিয়েছেন 'অ্যাঞ্জেলা' ও 'লীলা'।

---

৮৬. Moorhouse, Geoffrey *Calcutta* (Penguin Edition, 1974), p. 29.

৮৭. Doig, Desmond - *Calcutta : An Artist's Impression*, Calcutta, 1970 (?), p. 2.

৮৮. চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র - জব চার্নকের বিবি (বাংলা উপন্যাস)। কলকাতা।

৮৯. ঘোষ, সুবোধ —কিংবদন্তীর দেশে, কলকাতা (লীলা ও চার্নকের গল্প)।

নামগুলি খুবই সুন্দর। তবে যেহেতু সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও ঔপন্যাসিকের কল্পনা আমাদের কাজে লাগছে না, তাই যতদিন পর্যন্ত না তৎকালীন নথিপত্রে সেই মহিলার কোনো সত্য বিবরণ পাওয়া যায় ততদিন তিনি অনামী হয়েই থাকুন।

চার্নক ও পৌত্তলিকতা

চার্নক সম্বন্ধে হ্যামিল্টনের পৌত্তলিকতার অভিযোগটি পরীক্ষা করার আগে মনে রাখতে হবে যে কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাংলা ও বিহারের মানুষের সঙ্গে আগাগোড়া তাঁর আচরণে দৃঢ় নৈতিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার আত্মদানের বীভৎস প্রথাকে মেনে নিতে পারেন নি। এইরকম একজন সতীকে বিবাহ করা ও তার সঙ্গে সারাজীবন বসবাস করা কম গৌরবের কথা নয়, বিশেষত তাতে যখন নিজের ধনপ্রাণ বিপন্ন হবার আশংকা ছিল। হ্যামিল্টনের কথা বিশ্বাস করলে বলতেই হয়, আমাদের সমাজ-সংস্কারকদের জব চার্নকের মহানুভবতার কাছে বিরাট ঋণ রয়ে গেছে। ঘটনা যাই হয়ে থাক, নিজের মানসিক উদারতার জন্যই চার্নক তাঁর স্ত্রীকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হতে দেন নি। বরং হ্যামিল্টনের কথা অনুযায়ী সেই মহিলাই তাঁকে পৌত্তলিকতায় দীক্ষিত করেছিলেন। যেহেতু ডাঃ ওয়াইস[৯০] পাঁচ সন্তের উপাসনা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যার অন্যতম অনুষ্ঠান হচ্ছে মোরগ বলি, সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা আর সে প্রসঙ্গে যাব না।

হ্যামিল্টন অভিযোগ করেছেন বটে, কিন্তু পৌত্তলিকতায় চার্নকের বিশ্বাস ছিল না। খ্রীস্টধর্মে চার্নকের আস্থা অবিচলিত ছিল, যদিও তিনি গোঁড়া ছিলেন না ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করতেন। ১৬৮৯-এর ১৭ মার্চ থেকে ১৬৯০-এর জুলাই পর্যন্ত তাঁর মাদ্রাজ থাকাকালীন তিনি তাঁর তিন কন্যা মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথারিনের দীক্ষাদান করান। মাদ্রাজের সেন্ট মেরি গির্জায় দীক্ষাদানের রেজিস্টারে লেখা আছে: 'অগাস্ট ১৯, ১৬৮৯। চার্নক, মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথারিন, জব চার্নকের কন্যা, জে. ইভান্স কর্তৃক দীক্ষিত।'

---

৯০. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. LXIII, part III, no. 1 (1894) Dr. Wise-এর নিবন্ধের জন্য।

ফ্রান্সিস এলিস গডফাদার, অ্যান সিটন ও মার্গারি হিথফিল্ড গডমাদার[২১]।' গির্জার এই লেখা থেকেই প্রমাণ হয় যে চার্নকের বিরুদ্ধে বিধর্মিতার অভিযোগ টেকে না এবং তিনি সমস্ত জীবন খ্রীস্টানই ছিলেন[২২]। উক্ত রেজিস্টারে মায়ের নাম উল্লিখিত না হওয়াটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। এতে প্রমাণ হয় যে চার্নক তাঁর হিন্দু স্ত্রীর সঙ্গে আইনসংগতভাবে বিবাহিত ছিলেন না। হুগলিতে মোগল ফৌজদারের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের সময় মহিলা জীবিতা ছিলেন তবে তাঁর নাম ও পরিচয় এখনো অজ্ঞাত।

চার্নক যে ভৃত্যদের ও দেশীয় লোকেদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতেন, এ অভিযোগও ভিত্তিহীন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি কোনো তঞ্চকতা সহ্য করতে পারতেন না। ইউল বলেছেন: 'চার্নক যে চাবুকের ব্যবহারে তৎপর ছিলেন তা তাঁর স্বহস্তের লেখা থেকেই প্রমাণ করা যায়।' কিন্তু তাতেই প্রমাণিত হয় না যে দণ্ডিত অপরাধীর চিৎকারে তিনি আনন্দ পেতেন। হুগলির কাউন্সিল থেকে বালাসোরের কাউন্সিলকে লেখা ১৬৮৬-র ৩ জুন তারিখের চিঠি 'পুনশ্চ'তে হাতে লেখা অংশটি ইউলের ধারণায় চার্নকের। সেখানে আছে: 'পিওনরা যদি পাঁচ দিনের মধ্যে আসে তাহলে তাদের চার আনা বখশিস দেবে, তার চেয়ে দেরি হলে চাবুক…[২৩]।'

আমাদের মনে রাখতে হবে যে 'পুনশ্চ'টি লেখার সময়কালে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধের একটা চরম পর্যায় চলছে এবং জরুরি অবস্থায় পিওনদের গাফিলতি

---

২১. Penny—*Fort St. George,* p 125 ও *Bengal Past & Present* vol. II, p. 82—ব্যাপটাইসমাল রেজিস্টারের এই বিশেষ পৃষ্ঠাটির ফটোস্টাট কপির জন্য। আরো দ্রষ্টব্য G. W. Forrest, 'Charnock', *Blackwood's Magazine.* 1902, p. 781.

২২. Chatterton, Eyre—*History of the Church of England in India,* London, 1924, p. 67. Chatterton-এর জিজ্ঞাস্য: 'May we not hope that the words of the epitaph in his Mausoleum in St. John's Church-yard, Calcutta, in which it is stated that he is buried as a Christian according to his expressed wish—represent what he really was in God's sight ?"

২৩. H. D. II. p. 91.

মেনে নেওয়া মানে কোম্পানির অস্তিত্ব বিপন্ন করা। চার্নক নিশ্চয়ই নির্বিচারে চাবুক ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ব্যক্তিগত জীবনে চার্নক সম্ভবত খুবই সদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর উইল করার সময় দেশীয় ভৃত্যদের কথা ভোলেননি। তাঁর উইল থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যায় :

'Tenthly I give and bequeath to Budlydasse [Badli Das] one hundred rupees and the meanest sort of my sonns Cloathes lately deceased.

Eleventhly I give and bequeath to the Doctor now attending me fifty Rupees.

Twelfthly I give and bequenth to my Servants Gunnyshams [Ghanashyam] and Dallub [Dalab] each, twenty Rupees…'[১৪]

উইলের এই অংশে যে বিবেচনাশক্তি ও নমনীয়তার পরিচয় পাই তাতে এই একগুঁয়ে ব্যক্তিটির চরিত্রকে আর এক নতুন আলোয় দেখতে পাওয়া যায়। হ্যামিল্টন ছিলেন একজন অবৈধ বাণিজ্যকারী এবং তাঁর কীর্তিকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল বলে কোম্পানির কর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশ থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই চার্নকের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের গুরুত্ব না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। চার্নকের শেষজীবনে যখন তাঁর মধ্যে নতুন কাজের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন তাঁরই অনুদার উত্তরপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত এসব গল্পগুলি বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তবে অসম্ভব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পাওয়ার ফলে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি অনিবার্যভাবেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। জি. ডব্লিউ. ফরেস্ট[১৫]—যিনি সপ্তদশ শতকে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্র সংকলন করেছেন—মনে করেন যে চার্নক এক সত্যিকার সাহসী ও সৎ কর্মী যিনি নিজের দেশের স্বার্থে সবরকম বিপদ ও কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন।

চার্নকের সমাধি-সৌধ

সেণ্ট জন গির্জার উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অনাড়ম্বর বিশাল আট কোণা স্থাপত্য চোখে পড়ে, যার চারধারে খাঁজ-কাটা দেয়াল দেওয়া রয়েছে, মাথায় তার

১৪. Wills *P. C. C.* 91 Irby.
১৫. Forrest, G. W.—'Charnock', *Blackwood's Magazine*, June 1902, pp. 771-782.

গোল গম্বুজ-ঘর, আর তার ওপরে বসানো আছে একটি ভস্মাধার[৯৬]। এরই মধ্যে সমাধিস্থ জব চার্নকের মরদেহ। স্মৃতি-স্তম্ভটির সারাসেনীয় স্থাপত্যরীতি লক্ষ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে এর মধ্যে শায়িত আছেন একজন ইংরেজ। চার্নক ছিলেন প্রকৃতই প্রথম ইংরেজ 'নবাব' (Nabob), তাই সমাধি-সৌধটি তাঁর রুচি ও মেজাজের সঙ্গে যথেষ্টই খাপ খেয়ে গেছে।

কলকাতার এই প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শনটির[৯৭] ভেতরের দেয়ালে কতকগুলি সমাধি-ফলক বসানো রয়েছে, যদিও তার পলেস্তারা খসে পড়েছে অনেকখানি। তার মধ্যে একটি ফলক আছে যেটি সম্ভবত আনা হয়েছে সুদূর তামিলনাড়ুর পল্লভরম থেকে[৯৮], সেটির গায়ে ল্যাটিন ভাষায় খোদাই রয়েছে যে কথাগুলি তার কিয়দংশ এই: 'প্রভু যেন মৃতদের স্মরণ করেন। জব চার্নক নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক সম্প্রতি বাংলার এই পরম বরণীয় রাজত্বে এই মর্মরপ্রস্তরের

---

৯৬. St. John's Church-এর জন্য দ্র. Elliot Walter Madge, *Illustrated Handbook to St. John's* Calcutta 1909. St. Paul's গির্জার আগে St. John-ই ছিল পুরনো ক্যাথিড্রাল।

৯৭. এটিই কলকতার প্রাচীনতম ইটের কাজ (masonry)। রেজাবিবির কবর। রেজাবিবি (Rezabeebah) 'the wife of the late charitable Sookias, who separated from this world to life eternal on the 21st day of Nakha in the year 15' (অর্থাৎ, জুলাই ১৬৩০)। কবরটি St. Nazareth Church (আর্মেনিয়ান)-এ। কিন্তু সালটি বিভ্রান্তিকর। কারণ সুতানুটিতে বসতি ১৬৯০-এর পরে চার্নক শুরু করেন। আর্মেনিয়ানরাও কলকাতা স্থাপনের ঠিক পরেই বসতি শুরু করেন। সমাধি-প্রস্তর ও পাকাবাড়িতে তফাত আছে। St. John গির্জায় চীনাভাষা খোদাই করা (১৬৫২ খ্রী) একটি প্রস্তর-ফলক পাওয়া গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ দাবি করেননি যে চার্নকের অনেক আগেই কলকাতায় চীনারা বসবাস শুরু করেছেন। সুতরাং এটি ও পূর্বোক্ত আর্মেনিয়ান মহিলার কবরের পাথরটি নিশ্চয়ই অন্য জায়গা থেকে এসেছে।

৯৮. Holland, Thomas H—'The Petrology of Job Charnock's Tombstone', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. LXII, part II (1893), pp. 162-64.

নিচে স্বীয় মরদেহাবশেষ রক্ষা করেছেন। চরম বিচারক খৃস্টের পুনরাবির্ভাবে তা নবজাগরণ-প্রাপ্ত হবে। পরদেশ ভ্রমণের পর তিনি তাঁর চিরন্তন গৃহে ফিরে 'আসেন ১০ জানুয়ারি ১৬০২ (১৬৯৩)[৯৯]-তে।'

যে যাজক উপরোক্ত সমাধি-লিপিটি রচনা করেছেন ও যিনি জব চার্নকের কন্যাদের (মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথারিন) দীক্ষাদান করেন তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত জন ইভান্স[১০০]। তিনি পরে বাঙ্গোর ও মিথ্-এর (আয়ার্ল্যাণ্ড) বিশপ হন। হুগলি ত্যাগের সময় চার্নকের সঙ্গে ছিলেন ইভান্স ও তাঁর স্ত্রী এবং ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত হিজলি দখলের সময়েও তাতে অংশ নেন। সুতানুটিতে অল্পসময়ের জন্যে থেকে তিনি চার্নকের দলবলের সঙ্গে মাদ্রাজ যান। এই সময় ক্যাপ্টেন হিথ ক্ষমতায় আসেন। চার্নক যখন পুরোপুরি ফিরে আসার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন তখন তাঁর কন্যাদের দীক্ষদান করেন তাঁর পুরনো বন্ধু এই যাজক ইভান্স। চার্নকের কন্যাদের গডমাদার মিসেস সিটন, মিসেস হিথফিল্ড ছিলেন মাদ্রাজের অধিবাসিনী। দ্বিতীয়জন ছিলেন রবার্ট ফ্লিটউড-এর বিধবা ও প্রথমজন ছিলেন মাদ্রাজ সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস সিটনের স্ত্রী। দীক্ষাদানের প্রস্তাবক ছিলেন, চার্নকের পুরনো বন্ধু ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্য এলিস[১০১]।

ইভান্স ছিলেন ওয়েল্‌সের লোক। দীক্ষাদানের কাজটি অবশ্য তিনি হুগলি বা কাশিমবাজারেও সরাতে পারতেন (যদিও সেখানে গির্জা ছিল না)। কিন্তু ঐ সময়ে নিদারুণ উদ্বেগ ও দায়িত্বের জন্যে চার্নকের পক্ষে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ ছিল না। মাদ্রাজ পৌঁছে কিছুটা অবসর পাওয়ায় এই ধর্মানুষ্ঠানের কথা ভাবতে পেরেছিলেন তিনি। অবশ্য

---

৯৯. চার্নক ও তাঁর কন্যাদের—মেরি ও ক্যাথারিন—সমাধি-লিপি ল্যাটিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে দেন Rev. K.N. Jennings (Vice-Principal, Bishop's College, Calcutta)। অনুবাদগুলি দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন Ven'ble Basil Manuel, Archdeacon of Calcutta ১৯৬৪-র অক্টোবরে। বঙ্গানুবাদ ইংরেজি থেকে করা।

১০০. Penny, *Ibid*. p. 126 ; H. D. II, pp. 130-132 ; Chatterton, *Ibid*, pp. 65-68.

১০১. Penny, *Ibid*, p. 125 ও টীকা।

মাদ্রাজে কোম্পানির এজেন্ট এলিহ্ ইয়েলও অনুষ্ঠানটি সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন[১০২]।

পাদ্রি ইভান্স কিন্তু চার্নকের সঙ্গে বাংলায় ফেরেন নি। তিনি মাদ্রাজেই থেকে যান ও কোম্পানির স্বার্থবিরোধী কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাই কোর্ট তাঁর উল্লেখ করেছে 'প্রাক্তন যাজক কিন্তু পরে ব্যবসাদার' হিসেবে। ১৬৯৩-তে মাদ্রাজ কাউন্সিল স্যার জন গোল্ডসবারোকে এই বলে সতর্ক ক'রে দেন যে পাদ্রি ইভান্স আবার সুতানুটি অভিমুখে রওনা হয়েছেন এবং তাঁর নিশ্চয়ই কোম্পানি-বিরোধী কোন বদ মতলব আছে[১০৩]।

সন্দেহ নেই যে চার্নকের সমাধি-সৌধটি একটি পারিবারিক কবর-স্থান। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিটি ছাড়া আর কারা এর মধ্যে শায়িত আছেন? তাঁর দেশীয় স্ত্রীর দেহও নিশ্চয়ই এখানে সমাধিস্থ, কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। চার্নক পাকাপাকি সুতানুটি ফিরে আসেন ১৬৯০-এর ২৪ অগাস্ট তারিখে, তাঁর স্ত্রী এর কিছু দিন পরেই মারা যান। সম্ভবত তিনি মারা যান ১৬৯১-এর মাঝামাঝি। সমাধি সৌধটি চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার ১৬৯৭-এর শেষ বা ১৬৯৮-এর গোড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। এমন কোনো তথ্য নেই যে এটা কোম্পানির খরচে নির্মিত। তবে একটা ব্যাপারে মনে হয় তা হয়েও থাকতে পারে, কারণ ১৮৯২-তে সৌধটি মেরামত করে পি. ডব্লিউ. ডি।

চার্নক দম্পতি ছাড়া তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরি ও তাঁদের এক শিশুপুত্রও এই সমাধিতে শায়িত। চার্নকের সমাধি-ফলকের নিচের দিকে মেরির সমাধি-লিপিটি দেখতে পাওয়া যায়। তার ল্যাটিন ভাষা ভেদ করলে এই দাঁড়ায়: 'তাঁর পাশে শায়িতা জবের প্রথমা কন্যা, ইংল্যাণ্ডের চার্লস আয়ারের প্রিয়তমা স্ত্রী, যিনি মারা যান ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৬ (৯৭)।'

'প্রস্তর-ফলকটি ও তার দুটি লিপি খুঁটিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যায় লেখা দুটি এককালীন রচনা নয়। ফলকের নিচের দিকটা ইচ্ছে করেই খালি রাখা হয়েছিল

১০২. *Penny*, *Ibid*, p. 126.

১০৩. Firminger W. K.—'A Page from the Baptismal Register of St, Mary's, Fort St. George', *Bengal Past & Present*, vol. II, p. 83.

পরবর্তী লিপিটির জন্য। কাজেই গোড়ার একটি লিপিসহ সৌধটি নিশ্চয়ই ১৬৯৭-এর আগেই কোনো সময়ে নির্মিত হয়েছিল। সংযোজনটি তাহলে ১৬৯৮-এর গোড়ায় মিঃ আয়ারের দেশে প্রত্যাবর্তনের আগে ঘটেছিল।…পরে অবশ্য ১৭০০-তে তিনি কয়েক মাসের জন্য পূর্বতন কার্যভার নিয়েই এদেশে আসেন। কিন্তু তখন তিনি 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন, যেটির উল্লেখ সমাধি-লিপিতে পাওয়া যাচ্ছে না[১০৪]।'

চার্নকের দ্বিতীয়া কন্যা এলিজাবেথ উইলিয়াম বাউরিজকে বিবাহ করেন এবং 'অন্ধকূপ' ঘটনাটির দু'বছরের ভেতর তিনি কলকাতায় ছিলেন[১০৫]। জোনাথন হোয়াইট তাঁকে ও তাঁর কন্যাকে (সেও এলিজাবেথ) তাঁর উইলে ৫০ টাকা করে রেখে যান আংটি তৈরীর জন্যে। উইলের শেষদিকে আছে যে তাঁর কন্যাকে উইলের কার্যনির্বাহকরা মিসেস বাউরিজের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে পারেন শিক্ষা-গ্রহণের জন্য। উইলে সমুদ্রযাত্রা ও ইংল্যাণ্ডে তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। উইলটির তারিখ ১৪ নভেম্বর ১৭০৪। কিন্তু বাংলা থেকে ১৭১৫-র জানুয়ারিতে 'হিথকোট' নামে যে জাহাজটি ছাড়ে তার যাত্রী-তালিকায় পাই মিসেস এলিজাবেথ ও সারা বাউরিজের নাম। এলিজাবেথের উইলিয়াম নামে এক পুত্রসন্তান ছিল। স্যার চার্লস আয়ারের একটি পত্রে (২৫ এপ্রিল ১৭২১) এই সন্তানটির (উইলিয়াম বাউরিজ) উল্লেখ পাই।

জবের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যাথারিন কোম্পানির কর্মচারী জোনাথন হোয়াইটকে বিবাহ করেন। তিনি কাউন্সিলে দ্বিতীয় পদে উন্নীত হন ও তাঁর তরুণী স্ত্রীর মৃত্যুর তিনবছর পরে ১৭০৪-এর ৩ জানুয়ারি কলকাতায় মারা যান। ক্যাথারিনও সেণ্ট জন গির্জায় সমাধিস্থ হন, কিন্তু তাঁর পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে নয়। তাঁর সমাধি-লিপিটি এই রকম: 'এখানে শায়িতা ক্যাথারিন হোয়াইট, লর্ড জোনাথন হোয়াইটের প্রিয়তমা স্ত্রী ও জব চার্নকের কনিষ্ঠতমা কন্যা, যিনি সন্তানধারণকালে যৌবনের পূর্ণতার সূচনায় ১৯ বছর বয়সে অকালে মারা যান ২১ জানুয়ারি ১৭০০ (০১)-এ[১০৬]। ..'

---

১০৪. Firminger উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*Bengal Past & Present*, vol. II, p. 83.

১০৫. আমরা Firminger-কে অনুসরণ করেছি এখানে।

১০৬. Rev. K. N. Jennings-কৃত ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে।

চার্নকের এক পুত্র ছিল, কিন্তু শিশুকালেই সে মারা যায়। চার্নকের উইলে তার উল্লেখ আছে: Tenthly···and the meanest sort of my sonns Cloathes lately deceased.'। এটা থেকে বোঝা যায় চার্নকের হিন্দু স্ত্রী নিশ্চয়ই ১৬৯০-তে তাঁদের মাদ্রাজ থেকে ফেরার পর এই পুত্র সন্তানটির জন্ম দেন। দীক্ষাদানের রেজিস্টারে এই পুত্রের নাম নেই, কারণ তখনো তার জন্ম হয় নি। নিশ্চয়ই তাহলে ১৬৯০-এর ২৪ অগাস্ট চার্নকের সুতানুটি ফেরার পর তার জন্ম। তা না হলে চার্নক বলতেন না 'my sonns Cloathes lately deceased'[১০৭]। উইলের তারিখ ৯ জানুয়ারি ১৬৯২(৯৩)।

চার্নক-পরিচিতি শেষ করবার আগে আমরা রেভারেণ্ড এইচ. বি. হাইডের বক্তব্য উদ্ধার করব। হাইড ছিলেন সেণ্ট জন গির্জার যাজক। তিনি ১৮৯২-তে একটি উদ্যোগ নেন যাতে নির্ধারণ করা যায় সত্যিসত্যিই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এই সমাধি-সৌধের মধ্যে সমাধিস্থ আছেন কিনা। হাইড প্রথমে কবরটি চার ফুট খোঁড়ার ব্যবস্থা করেন। পরে ছ'ফুট পর্যন্ত খোঁড়া হলে মানবদেহের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন: 'সাধারণ একটা কবরের চেয়ে ছোট আকারেই খননকার্যটি করা হয় এবং এটি হয় পূর্ব-পশ্চিম ধরে মেঝের একেবারে মধ্যস্থলে। পশ্চিম অংশে কুলিরা একটি স্তর পার হয়ে আরো কিছু খুঁড়তেই একটি অস্থি দেখা যায়। সেটিকে সেখানেই রেখে দিয়ে খনন স্থগিত রাখা হয়। সেটি দেখে আমি নিশ্চিত হই যে অস্থিটি ঐ ব্যক্তির বাম বাহুর সামনের অংশ, যে বাহুটি বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা ছিল। এর কিছু দূরে একটা ছোট্ট বস্তু আমার নজরে পড়ে। প্রথমে মনে হয় এটি কফিনের একটি বড় পেরেক। কিন্তু আমার হাতে দেবার পর

---

১০৭. G. W. Forrest যোগ করেছেন: The will was 'Witnd. Jonathan White, Francis Houghton—John Hill 12 June 1695, Commrs. to Robert Dorrell, Attorney deputed by Mary Charnock (now at Bengall in the East Indies) the natural and lawfull daughter and one of the Executors named in the Will of Job Charnock late of Bengall afsd. dec. to admr. during the absence and to the use of the said Mary Charnock—Daniel Sheldon the other Excr. having renounced.'

বুঝতে পারলাম সেটি সম্ভবত হাতের মধ্যম আঙুলের জোড়ের একটি বড় অংশ। পূর্বোক্ত বাহুর সঙ্গে এটির অবস্থান দেখেই তা মনে হয়। এই অস্থিটিও যথাস্থানে রেখে দিলাম। পুবদিকে সামান্য একটু অংশ ছাড়া আমি আর বেশি খুঁড়তে দিই নি। সেখানে মাটিতে একটা কালো অংশ দেখা যায়, বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া কফিনের ঢাকনা। স্পষ্টই ধারণা করা গেল যে কোদালের আর কয়েকটি কোপেই পুরো কংকালটা আবিষ্কৃত হতো, কবর দেবার ২০০ বছর পরেও। কোনো যুক্তিসংগত সংশয়ের কারণ নেই যে দেহটির অবস্থান ও যে গভীরতায় তা প্রোথিত রয়েছে তাতে বোঝা যায় এই সমাধিটিকে আচ্ছাদন দেবার জন্যই সৌধটি নির্মিত হয়েছিল। কলকাতার জনকের দেহই এখানে শায়িত।'

এরপর হাইড লিখেছেন যে তিনি কবরটিকে আবার মাটি ভরাট করিয়ে দেন। তাঁর ভয় ছিল কুলিরা হয়ত দামী জিনিসের বা আংটির আশায় কবরটিকে তছনছ করবে। তা ছাড়া একা নিজের দায়িত্বে এ ধরণের অনুসন্ধান চালানো তাঁর কাছে সমীচীনও মনে হয়[১০৮]।

অবশ্য হাইডের বক্তব্য থেকে কিছুতেই প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয় না যে চার্নকের হিন্দু স্ত্রীর দেহাবশেষও এই সমাধিক্ষেত্রে রয়েছে।

জব চার্নকের মৃত্যু হয় সুতানুটিতে ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতা শহরে খুব কম লোকই তাঁর কথা স্মরণ করেন। মিউনিসিপাল করপোরেশন ও অন্যান্য সরকারী নথিপত্রে তাঁর নামটি নিশ্চিহ্ন। চার্নকের এই শহর নগর-স্থপতি ও ঐতিহাসিকের কাছে সমানভাবে একটি দুঃস্বপ্নের নগরী রয়ে গেছে, কারণ কলকাতার ইতিহাসের গবেষকদের কাছে স্বয়ং চার্নকই রয়ে গেছেন এক প্রহেলিকা। তাঁর সমাধি-ফলকের সমস্যা[১০৯] নিয়ে পেট্রোলজির যেসব ছাত্ররা গবেষণা করছেন তাঁরা ভেবে দেখেন না যে কলকাতার জনক—যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই ফলকটির নামকরণ হয়েছে—খ্রীস্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থিত হওয়ার আশায় অপেক্ষা করছেন (সমাধি-লিপিতে যেভাবেও জন ইভান্স যা লিখেছেন)। কিন্তু যাঁরা অক্লান্তভাবে উপকথা রচনা করে গেছেন, যাঁরা গুজব-ব্যবসায়ী ও কাল্পনিক কাহিনী

১০৮. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, January-December 1893, p.p. 78-83.

১০৯. Holland, *Ibid*.

রচয়িতা, তাঁদের খপ্পর থেকে যদি আমরা চার্নককে পুনর্জীবিত করতে পেরে থাকি তাহলেই আপাতত আমাদের যথেষ্ট পুরস্কারলাভ ঘটেছে বলে মনেকরব[১১০]।

---

১১০ কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা দরিদ্র অবস্থায় ১৬৯৩-এর ১০ জানুয়ারি তারিখে মারা যান। সুতানুটি বসতির কঠিন দায়িত্ব দিয়ে যান Franicis Ellis-এর হাতে। ১৬৯৪-এর ১১ ডিসেম্বর তাঁর নদীতীরস্থ কুটিরটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অবশিষ্ট কিছু জিনিসপত্র ৫৭৫ টাকায় নিলামে বিক্রি হয়ে গেলে আর কোনো চিহ্নই তাঁর থাকে না। Wilson—*Old Fort William In Bengal,* vol. I. London, 1906, December 19, 1694—March 1694-95/April 8, 1694,/96. pp. 15-16. Lord Curzon-এর বক্তব্য (*British Government In India,* vol, II, p, 2) যে চার্নকের বাড়ি ছিল ব্যারাকপুরে, তা একটি গুজবমাত্র। অবশ্য সেটি ছাপা হয়েছিল *Bengal Obituary* (Calcutta, 1848, p. 2.) তে। সন্দেহ নেই ব্যারাকপুরের আগের নাম ছিল চানক বা চান্নক (Court's letter to Chief and Council in the Bay dated 12th December, 1677 sent by the ship *Nathaniel,* para 47-তে উল্লেখ আছে 'Charnock'; আরো দ্র. H. D. III. 200) দ্রষ্টব্য টীকা p. 99 of H. D. II. তাতে এ বিষয় আলোচনা ও এই মতের খণ্ডন আছে।

সংক্ষিপ্তকরণ

EF = *English Factories In India upto 1669* (13 vols) edited by Sir William Foster and subsequent four volumes edited by Sir Charles Fawcett, Oxford, 1906-1955.

H.D. = *Diary Of William Hedges* ; vol. I. edited by T. Barlow and vols. II & III edited by Sir Henry Yule for Haklyut Society, 1887-1895.

Court = Governor and Committees (= Directors) of the London East India Company.

Court Minutes = *A Calendar of the Court Minutes etc of the East India Company 1635-79* by Ethel Bruce Sainsbury, 8 vols. Oxford, 1906-27.

O.C = *Original Correspondence* series of Records in the India office.

চতুর্থ অধ্যায়

চার্নক কি ভাবে কলকাতা প্রতিষ্ঠা করলেন ?

…Thus the midday halt of Charnock—more's the pity !—
Grew a City.
As the fungus sprouts chaotic from its bed,
So it spread—
Chance-directed, chance-erected, laid and built
On the Silt—
Palace, byre, hovel—poverty and pride—
Side by Side ;
And, above the packed and pestilential town,
Death looked down

—Rudyard Kipling.

ক্যাপ্টেন হিথের নিষ্ফল চট্টগ্রাম অভিযানের পর ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ ইংরেজ কোম্পানির এজেন্ট জোব চার্নক এবং অপরাপর কর্মচারীবৃন্দ সেন্ট জর্জ কেল্লায় পৌঁছালেন। নবাব বাহাদুর খান ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে প্রেসিডেন্ট এলিহু ইয়েলকে হুগলীতে চার্নকের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ ("irregular proceedings") সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন, নবাব বাহাদুর ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতা করতে ইয়েলকে ক'জন "discreet persons" পাঠাতে বললেন। তিনিও এই ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিলেন।[১]

কোম্পানির দু'জন প্রতিনিধি চার্লস্ আয়ার ও রজার ব্রাডিল্ ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস থেকে ঢাকায় অবস্থান ক'রে নবাবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন এবং সেইজন্য আবার 'discreet persons' (সুবিবেচক ব্যক্তি) পাঠিয়ে আলোচনা জোরালো করবার ব্যাপারে ইয়েল মনোযোগ দিলেন না। ৮ই নভেম্বর কলকাতা থেকে চার্নকের অপসারণ, ক্যাপ্টেন হিথের বালেশ্বর লুণ্ঠন, চট্টগ্রামে তাঁর

---

১. ফোর্ট সেন্ট জর্জের নথি—*Diary and Consultation Book of 1689*, Madras, 1916 (=Madras Diary) p. 2

ছলচাতুরী এবং আরাকানী রাজা ও তাঁর বিদ্রোহী দলপতির সঙ্গে বন্ধুত্বহীন ব্যবহার—এইসব অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যকলাপগুলি বাহাদুর খানকে ইংরেজদের প্রতি কঠোর হ'তে বাধ্য ক'রেছিল। সুতরাং মধ্যস্থতাপূর্ণ নিষ্পত্তি দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট ইয়েল নিজের অবিবেচনার জন্য বাহাদুর খানের সঙ্গে নূতনভাবে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ হারালেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৬৮৮/৮৯তে ইয়েল্ ক্যাপ্টেন হিথের অবিশ্বস্ত আচরণ এবং দুর্ভাগ্যজনক সকল কার্যকলাপের উপযুক্ততা সমর্থন করে নবাবকে এক পত্র লিখেছিলেন। তিনি নবাবকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে "if your Excell. will also allow us a strong secure place to protect our people & the Honble Compa Estates, and trad: from the Rage & rapine of ill minded peopole[২] ইংরেজরা বাংলাদেশে ফিরবেই। তিনি বাহাদুর খানের কাছে এক আবেদনে বলেছিলেন "to eternalize yor memory & honour bye Resettling the English.'

চট্টগ্রাম অভিযানের পর চার্নক বুঝেছিলেন যে "Navob Bahawder Cawne was reall, notwithstanding what may be alledged to the contrary, and as well wishers to the Rt. Honble Company's prosperiy."[৩] নবাব যে ইংরেজদের পুনর্বাসন ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উৎসুক সেটা তখনই বোঝা গিয়েছিল যখন ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের গোড়ায় তিনি বহরমলকে আলোচনা পরিচালনার জন্য হুগলীতে পাঠিয়েছিলেন। এমন কি ক্যাপ্টেন হিথ্ যখন বালেশ্বরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ডিসেম্বর মাসে মোগল দুর্গগুলির বিনাশ সাধন করছিলেন তখনও ঢাকায় আয়ার ও ব্রাডিলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সহজ ছিল। বাহাদুর খানকে সম্রাট ফিরে আসবার আদেশ দেন, যার ফলে তিনি ইংরেজদের পুনর্বসতি দিতে পারেন নি।

বাহাদুর খানের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ ঢাকায় পৌঁছালো ১৬৮৯ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। পাটনার নবাব ইব্রাহিম খান ঢাকায় বদলি হলেন। ঢাকার

---

২. *ফোর্ট সেণ্ট জর্জে'র নথি—Letters from Fort St. George for 1689*, Madras, 1916 (=Fort St. George Letter), pp. 9-10 for text

৩. ক্যাপ্টেন হিথের বিবরণের ওপর চার্নকের মন্তব্য, Madras March 22, 1689, *Hedges' Diary*, II, p. 84.

সুবেদারী লাভের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইব্রাহিম খান চার্লস্ কিংকে[৪] তলব করলেন এবং "asked him the reason of ye English leaving the country"[৫]—এটা ২৩শে এপ্রিল বা তা'র কাছকাছি সময়ের ঘটনা। পাটনায় নিযুক্ত কোম্পানির একজন সার্জেণ্ট কিং নবাবকে ইংরেজদের ব্যাপারে একটি সঠিক ছবি পেশ করলেন, নবাব তাঁকে সর্বতোভাবে অনুগ্রহের আশ্বাস দিলেন এবং ঢাকায় অবস্থিত আয়ার ও ব্রাডিলকে এই ব'লে চিঠি লিখতে পরামর্শ দিলেন যে 'to bear all (the miseries) with patience, that upon his arrival he would assist us what lay in his power".[৬]

১৭ই জুন ১৬৮৯তে প্রেসিডেণ্ট ইয়েল নবাব বাহাদুর খানকে ক্যাপ্টেন হিথের বালেশ্বর লুণ্ঠন এবং চট্টগ্রাম আরাকানে তাঁর অভিযান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে এক পত্র লিখেছিলেন। "the Sadd occation of our unhappy faling out in your parts···was never designed nor ordered but hapned from unsufferable provocations & injuries & to defend their lives & estates from the voyolence & destruction of wicked men who were instigated & maintaind in their villaynes by some treacherous Enemy to yor King and our nation designing thereby the Ruin of our Peace freindship & trade". ইয়েল দুঃখপ্রকাশ ক'রে ব'ললেন যে "dreadful loss of much innocent blood on both sides" এবং এ ধরণের রক্তপাতের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তা'র প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে তিনি নবাবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। কোম্পানি কেবল "enjoymt of our former priviledges in a secure settlement" চাইলেন, তিনি নবাবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন "as soon as you grant and procure for

---

৪. ১৭০৪ সালে চার্লস্ কিং সর্বপ্রথম কলকাতায় শুঁড়িখানা চালাবার অনুমতি পান (C. R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, vol. I, London, 1895, p. 231; J. T. Rankin, 'Dacca Diaries', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, N. S. vol. XVI, No. 4, 1920, pp. 122-23).

৫. Dacca Diaries, p. 122.

৬. Dacca Diaries, p. 123.

us (a secure settlement) we shall return to the comfort and prosperity of your Government". ইতিমধ্যে ইয়েল সকল "harmless detained people now under your power & possession"-দের প্রতি অনুগ্রহ ক'রে তাদের ঢাকার সাধারণ কারাগার থেকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে নবাবকে অনুরোধ জানালেন।[৭]

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে নবাব বাহাদুর খান ঢাকা ত্যাগ করলেন এবং ইব্রাহিম খান নগরে পৌঁছালেন ১লা জুলাই। ইব্রাহিম খান ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের আমলের প্রখ্যাত ব্যক্তি আলি মর্দান খানের পুত্র, জন্মে এবং বংশে খাঁটি পারস্যের মানুষ। তিনি ফার্সি ভাষার বই প'ড়তে ভালোবাসতেন. কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে শাসনযন্ত্র পরিচালনা ক'রতেন। তিনি কৃষি ও বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন। কোম্পানির সেবকরা তাঁকে সঠিকভাবেই বলতেন "most famously just and good nabob".[৮] এক মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন "He did not allow even an ant to be oppressed".[৯] নতুন নবাব ঢাকায় পদার্পণের পূর্বেই ২৯শে জুন ১৬৮৯ তারিখে সমস্ত ইংরেজদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাঁর দেওয়ানকে আদেশ দিলেন দেওয়ান ইংরেজদের বলে পাঠালেন "from his owne table promising us that when the Nabob came to the citty [which was the prox July] he would present us before him and dismiss us".[১০]

২রা জুলাই আয়ার, ব্রাডিল, স্ট্যানলে, র‍্যাভেন্ হিল্ এবং অন্যান্যদের ইংরেজ কুঠিতে যেতে অনুমতি দেওয়া হ'ল, এবং বাকী বন্দীদের পরের দিন মুক্তি দেওয়া হ'ল। নবাব ইব্রাহিম খান তা'দের দর্শন দিয়ে "with a great deale of affection and a smiling countenance expressed himself in these words :

৭. ইয়েলকে বাহাদুর খান, Fort St. George Letter, pp. 32-33 for text ; Madras Diary for June 17, 1689 (p. 59) সারাংশের জন্য।

৮. *Early Annals*, I, p. 123.

৯. J. N. Sarkar, *History of Bengal* (Dacca University), vol. II, reprint 1972, p. 392.

১০. Dacca Diaries, p. 123.

"that he was given to understand that the Fnglish under the late Subaes' Government had received very considerable losses by the interruption of trade occasioned through their avaritious humours, besides the many abuses and affronts; I would have you therefore write to them to acquaint them of my arrival here and that my desire and intention is to see them well settled and their trade with the King's country flourish as formerly, the incomes of which having been much diminished by the ill management of the aforesaid Subaes and your loss of trade together; that my chief end herein is out of a pure respect to the King's country and yourselves and not any thing of self interest whatsoever, and for your better encouragement I will give my perwannas and seerepawes; and ordered one of his servants to goe along with us to his writer and sett while the parwanna was ready."[১১]

২রা জুলাই সন্ধ্যায় নবাব প্রত্যেক ইংরেজকে আমন্ত্রণ ক'রে প্রত্যেককে একটি ক'রে শাল উপহার দিলেন। এ ছাড়া একটি পরোয়ানা প্রস্তুত ক'রে শীলমোহর ক'রে দেওয়া হল। "a second encourgement only thus much different from what was said the morning, that he would have us by all meanes write for our people and that if they would come downe and make knowne their grievance would reddress them and give them all imaginable satisfaction that can be expected or that they should require, and that if we desired a dustuck to goe ourselves we might have it and so dismist us to our Factory."[১২]

নবাব ইব্রাহিম খান বাংলাদেশে ইংরেজদের পুনর্বসতি দেওয়ার ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবের আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন না। তিনি নিজেই উদ্যোগী হ'রে

১১. Dacca Diaries, p. 123.

১২. Dacca Diaries, pp. 123-124.

এই কাজ ক'রলেন, কেননা সাম্রাজ্যের উন্নতি ছাডা অন্য কিছুই তখন তাঁর মনে স্থান পেল না। নবাবের মহানুভবতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হই তখনই যখন স্মরণ করি যে সেই সময়ে বাংলাদেশ ও সুরাটে কোন ব্যবসাবাণিজ্য চালু ছিল না। কেবলমাত্র দুর্গটি ছাড়া সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ মোগল নৌ-সেনাপতি সিদির অধিকারে ছিল। স্যার জন্ চাইল্ড ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে মে ওয়েলডন্ ও ন্যাভারোকে সম্রাটের শিবিরে পাঠিয়ে তাঁর আদেশ লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছিলেন। কূটনৈতিক দূতদ্বয়কে সম্রাটের দর্শন লাভের জন্য ছয় মাস অপেক্ষা ক'রতে হয় (ডিসেম্বর ২০, ১৬৮৯)। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৬৮৯/৯০ তারিখে সমগ্র ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব এক ফরমান জারি করেন। বাংলাদেশের জন্য ফরমান জারি করা হয় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে এপ্রিল। বাংলাদেশে ইংরেজ-পুনর্বাসনের ব্যাপারে ইব্রাহিম খানের নিঃস্বার্থ সাহায্য ভারতবর্ষের সকল ইংরেজদের মনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল। ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে আদেশ দিলেন "to inquire into the truth of the English business and to inform himselfe where the wrong lies and to give them encouragement."[১৩] আয়ার এবং ব্রাডিল বুঝেছিলেন "this to be the only time for settling the Rt. Honble Compy's affaires" এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েল যা'তে এই সুযোগ না হারান (slip this opportunity) তা'র জন্য তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে একটি "just and honest Suba"র সুযোগ গ্রহণ ক'রতে ব'লেছিলেন। উপরন্তু তাঁরা আরও জানালেন ইব্রাহিম খান "promised to grant you whatever you desire' এবং "'tis to be feared we shall never meet with the like againe."[১৪]

স্ট্যান্‌লে ও তাঁর সহকর্মীদের বালেশ্বর যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দস্তকের ব্যাপারে আয়ার ও ব্রাডিল তখনই নবাবের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না "fearing that the Nabob might take it ill that after soe much favour showne us we should be in such greate haste to be gone."[১৫] তাঁরা সম্রাটের দেওয়ান কিফায়াৎ খানকে অনুরোধ ক'রলেন তাঁদের

১৩ Dacca Diaries, p 124 এই উক্তিকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য অন্য কোন নথি নেই।

১৪. Dacca Diaries, p. 124.

১৫ Dacca Diaries, p. 125.

একটি "letter of invitation and encouragement to your honr. etc" দেওয়ার জন্য। সম্রাটের দেওয়ান ব'ললেন এটি "signified little and was of noe value" এবং "that the Suba's writing was sufficient, but that upon your arrival in the Bay he would give you what perwannas you should desire and bid us write to yr. honr. &c. to rest assured of his favour." যদিও আয়ার ও ব্রাডিল ইব্রাহিম খানের ২রা জুলাই তারিখের পরোয়ানার একটি নকল স্থানীয় কাজীকে দিয়ে তসদিক করিয়ে নিজেদের কাছে রেখে আসল পরোয়ানাটি তাঁদের ৯ই জুলাইয়ের চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাহ'লেও কোম্পানির কাগজপত্রের মধ্যে এখন আর সেটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যাই হোক্ পরোয়ানার সংক্ষিপ্তসার ৭ই অক্টোবর ১৬৮৯তে সেণ্ট জর্জ কেল্লায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার বিষয়বস্তুর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। পরোয়ানাতে কোম্পানিকে অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল "trade..... upon *our* former Priviledges, & to assist us in the recovery of our debts oweing to us in those parts, much blameing the late Nabobs injustice and cruelty to our people"[১৬] যেহেতু পুনর্বাসনের প্রশ্নটি "was a matter of great weight and Importance, and (we) haveing no authority for it, or any licence from the Rt. Honble Compa about it" ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কাউন্সিল "next Wednesday" (৯ই অক্টোবর) জোব চার্নক এবং তাঁর দলের সদস্যদের আমন্ত্রণ করে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে মত দিলেন।

১০ই অক্টোবর ১৬৮৯, বৃহস্পতিবার সেণ্ট জর্জ কেল্লায় একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। এই সভায় প্রেসিডেণ্ট এলিহু ইয়েল, জোব চার্নক জন, লিটল্টন্, ফ্রান্সিস এলিস, জন্ চেনে, উইলিয়ম ফ্রেজার, উইলিয়ম কলি, টমাস্ গ্রে, জেরেমিয়া পিচি, এবং জন রিয়ার্ড উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা পুনর্বাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারের ভার ভারতে নিযুক্ত কোম্পানি-প্রধান স্যার জন চাইল্ডের ওপর ন্যস্ত ক'রলেন।

জোব চার্নক ইব্রাহিম খানের সততার কথা জোর দিয়ে ব'ললেন। কেননা তাঁর "long experience at Pattana and of his just and peaceable administration of that Goverment"[১৭] সম্বন্ধে ধারণা ছিল। পরোয়ানায়

১৬, ১৭. Madras Diary, pp, 85-86; চাইল্ডকে ইয়েল, October 19, 1689; Fort St. George Letter, pp. 56-57.

নবাবের সম্মতি দান সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তবে এর অন্তরায় ছিল সিদ্দি কর্তৃক অবিচ্ছিন্নভাবে বোম্বাই অধিকার, মসলিপটনম মাডাপোলম এবং বিশাখাপটনমে অবস্থিত কোম্পানির কুঠিগুলি অবরোধ, এবং এই সকল স্থানে ইংরেজদের বন্দীদশা।[১৮] উপরন্তু বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরে নৌ-যাত্রা অনুকূল ছিল না। বাংলাদেশের খবরাখবর স্যার জন চাইল্ডকে জানাবার জন্য একটি ছোট জাহাজ তৈরি ক'রে বোম্বায়ের উদ্দেশ্যে ভাসানো হ'ল।

১০ই অক্টোবরে সেন্ট জর্জ কেল্লায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত ১৬ই অক্টোবর আয়ার ও ব্রাডিলকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল এবং তাঁদের এমন ব্যবহার ক'রতে পরামর্শ দেওয়া হ'ল যাতে "noe means either by word or action (to) give him (Nawab) the least occation of displeasure"[১৯] তাঁদের সতর্ক থাকতে বলা হ'ল যেহেতু "our ffactorys at Viziaga patam was lately seized upon & severll of the Compa Servan's destroyed there." প্রেসিডেন্ট ইয়েল আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁদের অসুবিধাগুলির কথা সম্রাটের কাছে সহৃদয়তার সঙ্গে পেশ করার জন্য নবাবকে অনুরোধ ক'রবেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়েল নবাব ইব্রাহিম খাঁকে আয়ার, ব্রাডিল, স্ট্যানলে, র‍্যাভেন্‌হিল ও অন্যান্যদের মুক্তিদানের জন্য এবং তাঁর "generons Invitatious encouragemts" এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রতিকূল আবহাওয়ার ওজর তুললেন। নবাবকে একটি "Second Confirmation

---

১৮. Madras Diary dated September 27,1689 (p 83) says : "Last night the President receiving a letter from Pollicat adviseing that the Mogull has ordered the besieging this place (Madras) and to destroy all the English in his Dominion and to seize their concerns, with many other severityes against us." Madras Diary dated October 15, 1689 (pp. 86-87) : "...Governor of Matchlepatnan to seize Madapollam factory & seal up our Godowns at Vizagapatam on 13th September, under Mogull's orders factory chief was arrested".

১৯. আয়ার ও ব্রাডিলকে ইয়েল, October, 16, 1689, Fort St. George Letter, pp. 51-52.

for the libertys and securitys......in our Settlemts in the Bay" পাঠাতে অনুরোধ করা হ'ল। তাঁর দপ্তরকে সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর "gracious Phyrmane for us to prevent all future mistakes & differences"[২০] আনিয়ে দিতে বলা হ'ল। নবাবের পত্রটি আয়ার ও ব্রাড্ডিলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল এবং তাঁদের বলা হ'ল "to engage his friendship to us to ye procureing of ye Kings Phyr*md* for our Secure returne of our settlemt and trade without which twill be very doubtfull & hazardous more especially if this new Nabob should be displac'd his continuance being as uncertaine as his predecessors." প্রেসিডেন্ট ইয়েল আশঙ্কা ক'রেছিলেন যে নবাবের "good resolutions may be (altered) by some Severe orders from ye Mogull[২১] বালেশ্বর থেকে আগত 'Ruby' জাহাজটিকে সেখানে very ill and unkind entertainment" পেতে হ'য়েছিল। ইয়েল প্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিতে ব'ললেন এবং "give us a right acc*ot* thereof whether the Master or the ships people were not in the fault & the occasion thereof"

স্বগত রবার্ট ফ্রীম্যানের দেশী জাহাজ রুবি (Ruby) শ্যাম থেকে আচিন ও বাংলাদেশ হ'য়ে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের ৬ঠা ডিসেম্বর মাদ্রাজে-এসে পৌঁছেছিল। ইব্রাহিম খানের প্রতিশ্রুতি এবং ইংরাজদের বাংলাদেশে পুনর্বাসন সম্বন্ধে উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও জাহাজটিকে ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ ও রসদ থেকে বঞ্চিত করা হ'য়েছিল। জাহাজের প্রধান খবর পেলেন যে, যে সকল ইংরেজ প্রতিনিধিরা ঢাকার কারাগার থেকে সবে মাত্র মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা আবার বন্দী হ'য়েছেন "said to be occasioned by a late order from the Mogull, he

---

২০. বাহাদুর খানকে ইয়েল (? October 1689), Fort St. George Letter, pp. 62-63 for text.

২১. আয়ার ও ব্রাড্ডিলকে ইয়েল, Oct. (?), 1689 ; Fort St. George Letter, p. 63.

being exasperated thereto from the warrs at Bombay."[২২] ১৬৮৯/৯০ সালের ২৩শে জানুয়ারী মাদ্রাজে আগত একটি ডিঙ্গি নৌকা[২৩] এই খবরের প্রতিবাদ ক'রল।

ইব্রাহিম খানের অবাস্থিতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা জেগেছিল একটি খবরে।—তা' হ'ল শায়েস্তা খাঁ নাকি বাংলার সুবেদারী পদে পুনর্বহালের জন্য সম্রাটকে তিন কোটি টাকা ভেট দিয়েছেন।[২৪] ৬ই আগষ্ট ১৬৮৯তে আয়ার ও ব্রাডিল প্রেসিডেন্ট ইয়েলকে লিখলেন rumours were spread of Shasteh Cawn's returning after the raines but since contradicted and that he is ordered Suba of Multan and Ebrahim Cawn confirmed by a letter from the King in ye Government here and that which is the greatest confirmation is the King's granting him Jaggeers and revenues here in Bengal"[২৫] তাঁরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে ইব্রাহিম খাঁ "may continue for the sake of the Rt. Honble Compy whose trade under his Government may be extremely augmented".

---

২২. এ কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না যে সমস্ত সুবাদার ও নবাবদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের আদেশ ছিল তাঁর রাজত্ব থেকে ইংরেজদের উচ্ছেদ করা হোক। মছলিপটমের সুবাদার সারুখান বেগ ১৬৮৯ সালের ৭ঠা ডিসেম্বর ইয়েলকে লিখেছিলেন যে কোম্পানির কর্মচারীদের বন্দী, কারখানা অবরোধ ও সেখানকার মাল আটক করা হয়েছিল "by an order or phyrmaund from the Mogull, Not to him only but to all under charge of any place, whereever in his Dominions and to stop our proceedings and take obligations from all Merchants not to have any correspondence or trade with us." (Madras Diary, December 4, 1689, p. 95.)

Madras Diary dated January 23, 1690 (Records of Fort St. George—*Diary and Consultation Book of 1690*, Madras, 1917), p. 5.

২৪. Dacca Diaries, dated October 1st, 1690, p. 130.

২৫. Dacca Diaries, p. 127.

স্যার জন্ চাইল্ডের যুদ্ধনাদে সম্রাট ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হ'য়েছিলেন। সে কারণে সম্রাট আদেশ দিলেন যে তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত বিধর্মীদের নির্মূল করা হোক। মসুলিপটম, মাডাপোলম এবং বিশাখাপটনমের কুঠিগুলির অবরোধ এই আদেশেরই ফলশ্রুতি।[২৬] ইব্রাহিম খান কিন্তু নিজ এলাকার ইংরেজদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার ক'রতেন।[২৭] প্রেসিডেন্ট ইয়েলকে লেখা ২৫শে নভেম্বরের চিঠিতে আয়ার ও ব্রাডিল এই সংবাদ দৃঢ়ভাবে সমর্থন ক'রেছিলেন[২৮] —Notwithstanding ye late sever orders from the Mogull for exterpating all the English this Countrey and demollishing their factorys in Bengall, The Nabob through his clemency and good inclinations towards them, forbore putting them to execution." সম্রাটের যে আমলারা এই আদেশ এনেছিলেন তাঁদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কিছু আলোচনা করবার পর তাঁদের বিদায় দিয়ে গভীর রাত্রে নবাব গোপনে আয়ার ও ব্রাডিলকে ডেকে পাঠালেন, এবং একমাত্র তাঁর দেওয়ানের উপস্থিতিতে নবাব সস্নেহে তাঁদের বললেন "You cannot but be sencible of my favours lately bestowed on you, and especially in that of your releasment, and giveing perwannas' according to your desire, notwithstanding the many Stories the late Suba's have wrote against you, the Kings displeasure thereon, who as I understand hath ordered you to be expelled the Countrey,

২৬. Madras Diary, December 4, 1689, প্রেসিডেন্ট ইয়েলকে লেখা "সারুখান বেগের চিঠি, p. 95 প্রসঙ্গ no. 21 এ আগেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

২৭. ঢাকায় অবস্থানকালে আয়ার, ব্রাডিল এবং অন্যান্যরা আশঙ্কা করেছিলেন যে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যসীমা থেকে ইংরেজ-উচ্ছেদের আদেশ অনুযায়ী তাঁরা হয়ত দ্বিতীয় বার বন্দী হবেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে একমত হ'য়েছিলেন "to leave the ffactory, divide and leave obscurely in the citty or places adjacent till an oppertunity offers for our departure" (Dacca Diary, undated letter, p. 127.)

২৮. Madras Diary dated January 23, 1690, p. 5.

but as I have given you my promise and word so I will endeavour to perform the same by assisting you and writeing up to the King to receive you into favour againe, but I must desire you to follow these methods I shall prescribe to you viz: That upon your arrivall in Ballasore you make noe great noise and bring up but one or two Ships for the present and send me your arruzdust or letter of request on receipt of which I shall write to the King and endeavour to procure a Phyrmaund, in the meantime I would not have you too forward iu your Trafficque, untill some orders arrive from thence or that you hear further from me, whether I do intend to make application in your behalves in order to a right composeing of matters between you and the King, and if at any time I should seem openly to be displeased with you, Tis not that I will be really so and therefore I now give you my word and promise that you may rest Satisfyed therein without the least Suspition or Jealosy and keep this my kind promise and agreement as private as you can that it may not be broached abroad, for you have great many enimies and especially the Dutch, .who would not care how Soon you were deprived of the trade of Bengall, tho I must declare to you I had rather see your trade flourish then theirs".

মোগল সম্রাটের সঙ্গে শান্তি স্থাপন এবং সম্রাট কর্তৃক ফরমান মঞ্জুরের সংবাদটি দ্রুতগামী সংবাদবাহকের (cossitts) মাধ্যমে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে পৌঁছালো, যদিও ফরমানটিতে তারিখ দেওয়া ছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারি। সম্রাট ইংরেজদের ক্ষমা করবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্দি "ingarrisond with about 12000 men ··(kept) a very civill correspondence with the English" কিন্তু দ্বীপ ত্যাগ করলেন না। রাজকীয় নেকনজরের কৃপায় বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার সমস্ত বাধা দূর হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়েল ভাবলেন "absolutely necessary, that we send a Europe ship with as considerable a stock as we cann raise, with the Agent

&ca. Councill, and those of the Companye's Servants formerly belonging to the Bay as soon as possibly, that they may have time to Invest it for the ensuing year".

বাংলাদেশে পুনর্বাসনের ব্যাপারে স্যার জন চাইল্ডের অনুমোদন নিঃসন্দেহে ঠিক ছিল। "worthy good Nabob Ebrahim Cawn" এর উৎসাহ ও আমন্ত্রণ হাতছাড়া করা উচিত হ'ত না। প্রেসিডেন্ট ইয়েল বিশ্বাস ক'রতেন যে নবাব "was very instrumental to this Peace".[২৯] ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬৯০ সালে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে Europe ship and two or three country vessells"কে বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। জোব চার্নক এবং তাঁর সভাসদরা এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।[৩০] কিন্তু এদিকে ব্যবসায়ীদের বলা হ'য়েছিল "before they receive ye Mogulls Phyrmaund or the Generalls orders for it" তাঁরা যেন বন্দরে সংরক্ষিত কোম্পানির কোন জিনিষে বিশ্বাস না করেন।

মাডাপোল্লম নামে যে জাহাজখানি পোর্টনোভো থেকে ভালোভাবে মেরামতি করবার পর ফিরে এসেছিল তা'কে সেণ্ট জর্জ ফোর্টের কর্তারা ১৬৯০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রিন্সেস্ অব ডেনমার্কসহ বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রার জন্য বন্দরে অপেক্ষা করতে হুকুম দিলেন। যতদিন না সম্রাটের ফরমানের একটা অনুলিপি হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত প্রিন্সেসের বঙ্গদেশ যাত্রা স্থগিত রাখা হ'ল।[৩১] ইতিমধ্যে দশ সিন্দুক রূপো যেগুলি বাংলাদেশে খরচ করা হবে ভেবে সরিয়ে রাখা হ'য়েছিল সেইগুলিকে বিক্রি করবার আদেশ দেওয়া হ'ল।

ওয়েলডন্ এবং নাভারো ১৬৯০ সালের ১লা এপ্রিল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শান্তিচুক্তির শেষ সংবাদের কথা প্রেসিডেন্ট এবং সেণ্ট জর্জ কেল্লার সদস্যদের লিখে জানালেন। তাঁদের চিঠি মাদ্রাজে পৌঁছালো ১৬৯০ সালের ২রা জুন। ঔরঙ্গজেব তিনজন গুপ্তচরকে তাঁর ফরমানসহ বোম্বাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফরমানে সিদিকে দ্বীপ পরিত্যাগ ক'রতে বলা হ'য়েছিল।[৩২] রণতরী **সাফায়ার**

২৯. Madras Diary dated February 11, 1690. p. 10.
৩০. Madras Diary dated February 17, 1690, p. 13.
৩১. Madras Diary dated Monday, May 5, 1690, p. 31.
৩২. Madras Diary, June 2, 1690, p, 36.

মাদ্রাজে পৌঁছালো ৫ই জুন এবং কেম্পথ্রোন তার পরের দিন। তা'রা সুরাট এবং বম্বে থেকে খবর নিয়ে এসেছিল।[৩৩] ৫ই এপ্রিল তারিখে সুরাটশহরে ডেপুটি গভর্নর ভয়ে সম্রাটের ফরমান পরম সমাদরে গ্রহণ ক'রলেন। সুতরাং জোব চার্নক ও অন্যান্য প্রতিনিধিসহ প্রিন্সেসকে (যার কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জোসেফ হ্যাডক্) প্রেরণ ক'রতে আর সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন ছিল না। ৬ই জুন একটি আলোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। প্রিন্সেসে "400 Piggs of Lead more and half of the Brimstone and allome and that 3/4 of the Europe cloth with the Tynn and Ellephants teeth &ca. proper for Bengal" বোঝাই করা হ'ল[৩৪]

ঔরঙ্গজেবের ফরমানের অনুলিপি যাতে তারিখ দেওয়া ছিল "23d day of the month of Jammaudee Auvull in the 33d year of a most Glorious reigne" (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৬৯০) কেম্পথ্রোন জাহাজযোগ সুরাট থেকে এসে পৌঁছাল ৯ই জুন, এবং পরের দিন দুই মাস্তলওয়ালা ছোট জাহাজ সামুয়েল বোম্বাই এবং সুরাট থেকে আরও খবর নিয়ে মাদ্রাজে এল। "abominable ফরমান"a shamefull Scandalous paper to the great dishonour of our nation and exposeing the English and their Trade to infinite future affronts & injuries"[৩৫] প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সদস্যদের সমস্ত উৎসাহ নির্বাপিত করে দিল। যার ফলে প্রিন্সেসের যাত্রাকাল আরও ২০ দিন পিছিয়ে দিয়ে ১৬৯০ সালের ১৬ই জুন ধার্য্য করা হ'ল। উপরন্তু তাঁদের ভয় হ'ল যে যদি মোগল সম্রাট কোম্পানিকে বাংলাদেশে পুনরায় ব্যবসা চালাবার জন্য আর সুযোগ সুবিধা না দেন তা' হ'লে "our stock will be too small to satisfie their unreasonable demands for their losses by the Warr". যদি ফরমানের সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি চার্নককে বহিষ্কার করা হয়, যেমনটি করা হয়েছিল স্যার জন্ চাইল্ডকে সুরাট

---

৩৩. Madras Diary, Friday, June 6, 1690 & June 10, Tuesday 1690, pp. 38-40.

৩৪. Madras Diary, Monday, June 2, 1690, p. 36.

৩৫. Madras Diary, June 2, 1690, p, 40. ফরমানের মূল বিষয় Madras Diary June 9, 1690, pp 39-40 তে নথি বদ্ধকরা আছে।

থেকে তা' হ'লে সেটি "dangerous and pernitious to send down the Agent &ca with the Honble Companys stock to Bengall."[৩৬]

বাংলাদেশে মাল দিয়ে ফিরে আসার জন্য কেম্পাথর্ন জাহাজটিকে পাঠানো হ'য়েছিল। যাই হোক, তা'তে দুইজন প্রতিনিধি (হেনরি স্ট্যানলে এবং টমাস ম্যাকরিথ্) এবং নবাব ইব্রাহিম খাঁকে লেখা একটি চিঠি সহ গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ইব্রহিম খাঁকে লেখা হ'ল যে "this Ship comes to his Port by the Authority of the Kings Peace and encouragement of his kind Invitation,"[৩৭] ১৪ই জুলাই স্ট্যানলে ও ম্যাক্রিফ বালেশ্বরে পৌঁছুলে তাঁদের "grea: acclamation of Joy for the return of our people সহ অভ্যর্থনা করা হ'ল, বালেশ্বরের সুবাদার তাঁদের প্রশংসা ক'রে এবং উৎসাহ দিয়ে আগের মত অবাধে বাণিজ্য চালাতে ব'ললেন, তাঁর ৪৭ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য ব্যবসায়ে চুক্তিবদ্ধ হ'লেন। বালেশ্বরে তাঁরা জানতে পারলেন যে ইংরেজদের বাংলাদেশে বাণিজ্য চালাবার ব্যাপারে সম্রাটের স্বাক্ষরিত ফরমানটি নবাব পেয়ে গেছেন। আয়ার ও ব্রাডিলকে "Seerpaws & Delassaes" দেওয়া হ'ল। ইব্রাহিম খাঁ বালেশ্বরের সুবাদারকে নির্দেশ দিলেন "to treat the English civilly in all ports and invite them to their factories again" এই খবরটি বালেশ্বরে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হ'ল।[৩৮]

বাংলাদেশে পুনর্বাসনে বিলম্বের জন্য চার্নক অসহিষ্ণু হ'য়ে প'ড়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়েল ২৩শে জুন এই ব্যাপারে নিজের মনের কথা চার্নককে লিখে জানালেন।[৩৯] "Bidderee" এর মোগল-সম্রাট-শিবির থেকে ১৬ই এপ্রিল তারিখে লেখা ওয়েলডন্ ও নাভারোর একটি চিঠি ২৬শে জুন এল, যার থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে বাংলাদেশের ব্যাপারে ঔরাঙ্গজেবের ফরমান "within 4 days" সুরাটে পাঠানো হচ্ছে। পত্রবাহকেরা সুরাটের উদ্দেশ্যে শিবির পরিত্যাগ করেছে।[৪০]

৩৬, ও ৩৭. Madras Diary, Monday June 16, 1690, p. 43.

৩৮. Madras Diary June 18 & 19, 1690 and September 5, 1690, pp. 45, 46 & 72.

৩৯. Madras Diary, Monday, June 23, 1690, p. 47.

৪০. Madras Diary, June 28, 1690, p. 48.

১৬৯০ সালের ৩০শে জুন সোমবার ফোর্ট সেণ্ট জর্জে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হ'ল সেখানে অন্যান্য সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেণ্ট ইয়েল ও চানক, ওয়েলডন্ ও নাভারো নিশ্চিতভাবে ব'ললেন যে বাংলাদেশের জন্য ফরমানটি সোজাসুজি সুরাটে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই অনুলিপি পেয়ে যাবেন। প্রেসিডেণ্ট ইয়েল ব'ললেন যে যেহেতু সম্রাট ওয়েলডন ও নাভারোকে "Sheerpaw equall to that given the Dutch envoy" দিয়ে "tashereeft" ক'রেছেন সেজন্যে তাঁর বিশ্বাস যে ফরমানে তাঁদের আশা পূরণ হ'তে পারে। প্রাসঙ্গিক সকল কাগজপত্র পরামর্শসভায় পাঠ করা হ'ল, এক সদস্যদের বলা হ'ল তাঁরা যেন "by tomorrow at 4 in the Evening' তাঁদের নিজ নিজ মতামত লিখিতভাবে জানিয়ে দেন এবং সংখ্যাধিধ সদস্যের মতানুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।[৪১]

"Tuesday, primo July 1690" এ ফোর্ট সেণ্ট জর্জে যে ঐতিহাসিক মন্ত্রণ সভাটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত একমাত্র সদস্য ছিলেন চার্নক এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যাডক্। অন্যান্য সদস্যেরা হ'লেন, প্রেসিডেণ্ট এলিহু ইয়েল, প্রতিনিধি জোব চার্নক, জন চেনে, উইলিয়ম্ ফ্রেসার, টমাস্ ওয়াবেল, টমাস গ্রে এবং উইলিয়ম হ্যাটসেল। সম্পাদক তাঁদের লিখিত মতামতগুলি সভায় প'ড়ে শোনালেন। প্রেসিডেণ্ট ইয়েল, উইলিয়ম ফ্রেসার এবং টমাস্ গ্রে কোম্পানির প্রতিনিধিকে তাঁর সভাসদসহ বাংলাদেশে পাঠাবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রলেন। জোব চার্নক, জন চেনে, টমাস ওয়াবেল এবং উইলিয়ম হ্যাটসেল প্রস্তাবের স্বপক্ষে মত দিলেন। সুতরাং আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক করা হ'ল এবং আদেশ দেওয়া হ'ল যে Princess of Denmark প্রতিনিধি চার্নক এবং তাঁর সভাসদদের নিয়ে "be with expedition despatch t thither. বাংলাদেশে পুনর্বাসনের নোটিশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যাতে তাঁরা সুতানটী রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারেন।[৪২]

প্রিন্সেসকে পাঠাবার ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট ইয়েল প্রতিনিধি চার্নক ও অন্যান্যদের স্বপক্ষে বিপক্ষের মতামতগুলি নিচে দেওয়া হ'ল।

Elihu Yale : "Considering the strange Phyrmaund sent

৪১. Madras Diary, June 30, 1690, p. 48.

৪২. Madras Diary, July 1, 1690, pp. 49-53.

for Surrat and Bombay from whence the treaty of Peace with the Mogull was managed, what better tearmes can be expected for Bengall, from whence went as many & great complaints of our hostile actions as from the other, and if we are by that Phyrmd. also ordered to make full satisfaction to all persons for their losses & injuries by the Warr, before we shall be admitted to a Settlement and trade, I much doubt the stock we shall send down will be expended that way, since our people in the bay advise us, that the late Nabob Shasta Cawn had rifled & destroyd our ffactoryes, and forc't the Honble Compas debts from their Merchts on pretence of their particular losses by the Warr, so that we can expect little Supply from those Merchants, and therefore may suspect the *Princess* may returne emptier than she goes, & noe hopes of a Ladeing for her here, her charterparty time also will be then expired and consequently out of our dispose, and to goe empty home will be a Sad and Shamefull returne, whereas if she be now Sent to the Coast of India and Surrat with a Stock as they desire and want, there is no question of her ladeing. besides the sending her now down to the bay in expectation of meeting the Mogulls Phyrmaund, there is upon great uncertaintyes since Messrs. Weldon and Navarros late letter from the Camp advise us at best that the Bengall Phyrmaund was but promis't, or doeing and that after 'twas done, it was to be sent to the Governour of Surrat to be deliverd Mr. Vaux &ca. after all agreements and demands were perform'd and complyed with which we have yet no advice of, and that its Coppy yn Should be sent us hither, which we may Suddainly expect, it being near 2½ months since the date of their letter, besides the Honbel

Company haveing had early advice of the War and danger of Bombay Wee may Shortly expect their fuller orders therein this being the usuall time of the arrivall of their Ships from England, from which reasons I am of opinion, that tis best the Ship Princess doe stay here so long as the Monsoon will conveniently permitt her; that we may either know the contents of the Kings Phyrmaund and the conditions we are to Settle and trade upon in the Bay, or that we receive more ample and possitive orders from our Honble Masters concerning it, that affair haveing been cheifly recommended and referr'd to our deceast Generall".[৪৩]

Agent Job Charnock: "In pursuance to Your Honrs Commands yesterday at Consultation, signifying every person there Summond Should this day deliver his opinion in writeing, whether our proceedure to the Bay be convenient or not, I answer, that whereas it has been objected that the Phyrmaund procured for Surrat by the Embassadors from the Mogulls Camp, is infamous and not fitt to be accepted by us, and that should the like and noe better be procured for the bay, twere much more intollerable, as likewise whether the stock yt is to be sent us may prove Sufficient to answer the Demands which may be made on us when arrived there, to this reply, that these Eastern Kings have always been accustomed to speak bigg in their letters and papers, and tho tis certaine Said expressions Should have been objected against by our people at Coart, yet I find the conclusion is, we shall trade as formerly, which I take to be as much as if he had said on our former priveledges, and if a priveledge of trade be granted

৪৩. Madras Diary, July 1, 1690, pp. 49-50.

there, tis not likely it should be refused in bengall both places belonging to the same King, and the late advices from the Camp inferring as much which granted, its not to be questioned but that a Bengall investment, will be much more profitable then one from Surrat or any place Bay goods now being in So great request at home, that noe Coppy of the Bengall Phyrmaund was sent I presume it, that its not to be had till the originall is chopt, and that by the advices from the Camp was expected in four dayes from ye date of their letters.

"The sufferers in the Bay War doubtless will have many demands, tho without question far less than those on the Coast of India and I am inclin'd to believe at our first arrivall, nay possibly till our inland factoryes are Settled, they will not touch on that String, both the Natives & ye Governmt itself being so desireous of our trade and ye Honble Companyes debt there exceeding their demands, should it come to that height our Acct will over ballance the other.

"As to the prizes formerly in our possession they were all according to contract redelivered, except the Nabob of Cattecks, and for the Kings treasure at Ballasore, plundered by our Soldiers, advices from Dacca, assures us the Fousdar of that place extorted from the Inhabitants thereat 4000 more then was took by them with overplus he put into his own Pocquett.

"The main objection as I imagine may be produced is the possability at our arrivall there, we may not be permitted to trade, so the Rt. Honble Compas stock lyes uninvested, and the Princess looses a Voyage, but to this I say that its a bare

supposition only, beleiving no man capable to foretell futurityes, So that since hitherto we have many reasons to beleive the present Nabob Duan &ca Govenours in Bengall are inclinable to favor us and the demands there not exceeding the debts due to the Honble Compa, I must conclude our goeing down by prudent managemt may be very beneficiall and advantagious to our Masters and yt tho it Should happen they would not permitt us to Settle till arrivall of ye Phyrmd [if not already received there] yet the news of one being in a readyness, wch doubtless they [as well as we] have notice of, will persuade them to allow us liberty to make use of this monsoon, especially Seeing the Kempthorns arrivall there freighted from Surrat with Moors goods".[88]

Thomas Wavell. "There haveing been many debates in Councill about the resettlemt of Bengall but no resolves would be made thereon till a firme peace was concluded wth the Mogull at Bombay and a Phyrmaund delivered us Coppy of which we have lately received from thence, which tho not soe ample and satisfactory as I could wish for, yet to me does appear a declaration of Peace & friendship to the English, & confirmation of our former priveledges, upon which the Gentlemen of Surrat have thought fitt to lett severall of our Ships to freight to the Moors, who doubtless never would have freighted on them, if they were not fully Satisfyed of a firme peace between the Mogull and us, further we haveing lately received latters from Messrs. Weldon and Navarro at the Camp who enform us that they had likewise procured the Mogulls order for a Phyrmaund for Bengall and in four dayes time it

88. Madras Diary, July 1, 1690, p. 50.

would be gott ready and dispatch't away to Surrat, now Since wee have already sent a Small Stock down on the Kempthorne to be invested if can be done securely, Tis my opinion that no further time be lost, but that ye Agent and Councill be sent down as Soon as possibly whereby they may be enabled to make Invest^mt timely for the Ships returne hither in Decembr which if can be accomplish'd will certainly be a great peice of Service to our Honble Masters".[8¢]

John Cheney : "It is ceartaine noe designe is without its objection which are impossible in all respects to be answered or clear'd before an experimt be made and then by honest and prudent managmt of experienc'd persons the [Seeming] greatest obstacles may be put by, so that altho restitution be a maine condition of our Settlement in Surrat and not improbably also in Bengall, yet in consideration that Satisfaction in a greater measure already made there by our Merchts:, who are greatly indebted to the Rt. Honble Company and ye no doubt of the good Nabob of Dacca his favour I apprehend no difficulty in resettling but on ye contrary and am of opinion it is highly requisite that the Agent &ca. be with all Speed sent down to that intent, takeing great care and observing all our cautions and instructions, my reasons also for their goeing are these, first becaus it is a trade of great profitt to the Rt. Honble Compa and Nation as also for that things happning contrary to my desire and expectation the Ship Princess may arrive here timely to be sent with the treasure to Surrat and of greater Consequence the resettling of Bengall upon our former tearmes at least of which I apprehend noe great fear".

William Fraser : "Upon the subject matter before yr

Honr &ca. of the Ship Princess goeing to Bengall which occasions Some Scruples and doubts, if her goeing can be with honour & Safety to the Honble Compa and the English Nation, and Your honr : desireing each of the Councill to give their reasons in writeing under their hands Signifying their opinions of the Princess goeing or not goeing to Bengall.

"And first by our Consultation of the 10 : of June it was agreed that the Princess should be sent with all expedition for the bay, notwithstanding there was not then a Phyrmaund for Bengall obtain'd and had no reason to expect it better than that for Surrat, our Consultation of the 16th June deferred the Princess goeing to Bengall for the space of three weeks in which time we might reasonable expect larger advices from the Camp, which is now arrived and therefore our former doubts of a Phyrmaund for Bengall, are now reduced to certain promise and probabillity, and tho the case be very bad as it concernes the Rt. Honble Compa yet at this present juncture, we know not how to mend the matter better then to use all endeavours to procure a proper ladeing for the Princess of Bengall goods, which the Compa seem very importunate for, if the Compas affaires in Bengall are well accomodated, know not how we can be excused to keep a chargeable Ship dead demorage, and the Compas Stock lye dead and not employed, and we cannot fear any inconveniency, when we consider that all the Moors ships gon from Surrat have taken English Passes, and the Kempthorn freighted by Moors from Surrat to Bengall and therefore my humble opinion is that the Princess about 15 dayes hence may be sent to Bengall whether we have or have no advices by that time from the Honble Company unless their honrs order to the contrary arrive us before that time".[৪৬]

৪৫-৪৬. Madras Diary, July 1, 1690, pp. 50-51.

Thomas Gray : "In obedience to an order made last Consultation day I give this my opinion with all freedom & impartiality, haveing heard many arguments as well as for against the resettling the factoryes in Bengall upon the uncertaine news of an unknown Phyrmaund, I am atlast of opinion, yt it will be infinitely the Rt. Honble Compas. disadvantage to attempt Such a Settlement untill we are well assured upon what tearmes & know the contents of the Phyrmaund [if any] for that place since it is unanimously agreed not to accept of Such an ignominious dishonorable one as yt received at Surrat, and we have reason to expect noe better, If the Mogull does, as in all probabillity he will, demand restitution to be made, the Merchants &ca. in the bay of all money Goods &ca. taken from them, as done at Surrat and all debts due to them to be paid, it will be impossible to send down Stock enough from hence to half Satisfye that one demand, and were it possible it is in my Opinion unreasonable to fling away the Compas estate, when time with a little forbearance may procure an admition upon more easy as well as honorable tearms, if we are not over forward to embrace their shamefull base offers, I cannot perceive but that if the Princess carryes a stock for the Bay sufficient to load her home, they must either pay it away in demands made upon the Company and goe home empty or be forced to returne hither with it in January, when her time will be out and Saile hence in the same condition, whereas now She may carry a stock to Surrat, [where they want it] and load thence, or goe to the West Coast, which she will not be obliged to do at her returne, when her time in Charter Party

will be out if the Princess Should leave ye Agent &ca behind her in the bay before the Articles of Peace complyed with, those small Vessels belonging to the Compa will be an unfitt habitation for him &ca so consequently the Compas Estate must fall a Prey to the Moors, If there be noe more design'd by the Sending the Agent &ca down to the bay, then the pro ureing a loading for the Princess, and that they returne againe, I conceive that they be much easier effected, and wth much less charge by others in the Compas Service where the title of Agent and Councill is wanting, then where there will be so much noise and Shew for these and many other considerations, I am of opinion not to Send Agent &ca to Bengall wth the Companys stock."

William Hatsell: "That Mr. Weldon & Mr. Navarro haveing done what they can to procure a Peace, through difficulty have obteined a Phyrmaund for Surrat and Bengall, and taken their leave of ye Mogull who dismist them wth badges of his favours, so that we can expect no further news from the camp

"That the Mogull hath openly declared he is in Amity with the English, wch [I presume] is publickly known throughout his Dominions that as a confirmation of a Peace the Moors have laden Goods on our Ships both for Persia and Bengall, that in expectation of haveing a trade there we thought it necessary to intrust above 1500 lb of the Rt. Honble Companys stock upon Ship Kempthorne to be invested there.

"That I verily believe the trade of Bengall has been the most beneficiall to our Rt. Honble Masters of any in India therefore should not lett any fitt oppertunity slipp ofregaining it

"That the Agent being one of a very great experience in those parts is the most fitt to treat in an affair of so great importance to the Rt. Honble Compa and by sending him &ca down, we shall acquitt our selves of haveing done our utmost endeavours in a concerne so advantagious to our Rt. Honble Employers.

"That if no Settlement can be procured nor Investment made ye Rt. Honble Compa Stock may be secured aboard ye Princess.

"I presume they will not insist upon any demands which possibly may be made upon us, wee haveing deliverd upon their Shipps &ca upon a treaty of Peace made with them formerly. And the Rt. Honble Company haveing large summs of money oweing them in Bengall.

"That the Kempthorne may be ordered to touch here in her way to Surrat and by her may be sent a supply of money for that place I presume that what Pepper the Coast of Mallabar doth produce will not be enough for the Ships that are to load there.

"That is my opinion, which I submit to yor better Judgements, and I desire never to be Soe opinionated, but upon hearing better reasons to quitt my own and adhere to them "[৪৭]

প্রেসিডেন্ট ইয়েল, উইলিয়ম্ ফ্রেসার ও টমাস গ্রে বাংলাদেশের জন্য স্বাক্ষরিত সম্রাটের ফরমান এবং কোম্পানির সঠিক নির্দেশ পাওয়ার আগে প্রতিনিধি চার্নক ও তাঁর সদস্যদের বাংলাদেশে পাঠানোর বিপক্ষে ছিলেন। এমন কি এক বছর কেটে যাওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট ইয়েল কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ এর কাছে লিখেছেন যে "it had been better to have followed the President's

৪৭. Madras Diary, July 1, 1690, pp. 52-53.

-opinion in deferring the Settlement till the arrival of the Kings Phyrmaund, when the Agent &c. might have carry'd it with them & appear'd with resolution and Authority, and their absence in all probability would have betterd their tearms and priviledge the Nabob being very importunate for their returne, Solliciting the King much in our favour till after their arrival and the *Prince's* Cargoe might have been well provided by those few Persons we sent down upon the *Kempthorne* as by the Agent and a Settlement, nay probably better, since they bought Goods near 20 per cent. cheaper before the Agents Arrivall to the Bay then afterwards and certainly at ¼ part of the charge, but the President's advice was overvoted"[৪৮]...

ইয়েল ফ্রেসার এবং গ্রের প্রাচ্য-চিন্তাধারা সম্বন্ধে সামান্যই জ্ঞান ছিল। মোগলযুগের অধিবাসীদের সঙ্গেও তাঁদের দরাজ মেলামেশা ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রকার লোকের সঙ্গে ৩৫ বছর ধ'রে মেলামেশা করবার অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং প্রাচ্য-চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হ'য়ে চার্নক বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিলেন, এবং সঙ্গতভাবে তিনিই হ'লেন কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পুরাতন বন্ধু নবাব ইব্রাহিম খাঁর ওপর তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। যদি জোব চার্নককে কলকাতার পিতা বলা হয় তবে ইব্রাহিম খাঁ নিশ্চয়ই তা'র ধর্ম পিতা।

প্রেসিডেন্ট ইয়েল লিখলেন "The Bengall Gentlemen···(were) in hast to returne to their sweet plentyes, which Sandy Madrass could not please them in"[৪৯] সুতরাং জুলাই মাসের ১লা তারিখ থেকে ১৪ই পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরবার জন্য তোড়জোড় চলতে লাগল। ৭ই জুলাই চার্নক এবং তাঁর সভাসদবর্গ ফিরতি যাত্রার বন্দোবস্তের জন্য ১০০০ প্যাগোডা[৫০]

---

৪৮. C. R. Wilson, *Old Fort William in Bengal*, 2 vols. London, 1906, vol. I., pp. 8-9,

৪৯. Wilson, *Old Fort William*, I, p. 9.

৫০. Madras Diary, Monday, July 7, 1690, p. 54.

সংগ্রহ ক'রলেন। চার্নক ১৬৯০ সালের ১৫ই জুলাই প্রিন্সেসে আরোহণ করবার দিন নির্ধারণ ক'রলেন।. তাঁকে এবং তাঁর সভাসদদের কেল্লায় একটি "handsom dinner"[৫১] দিয়ে আপ্যায়ণ করা হ'ল। ১৬৯০ সালের ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় মাতাপোল্লমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা প্রিন্সেস জাহাজে চ'ড়ে যাত্রা ক'রলেন। যাত্রাক্ষণ তোপধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করা হ'ল।[৫২]

১৬৯০ সালের ২২শে জুলাই প্রেসিডেন্ট ইয়েল প্রিন্সেসকে পাঠানোর খবরটি সুরাটে জানালেন, লিখলেন প্রিন্সেসকে পাঠানো হ'ল "with a large stock for a new settlement and trade which God grant they may be successful in".[৫৩] "Copies of their Majesties declaration of Warr against the French" সেণ্ট টমাস জাহাজে ক'রে চার্নকের কাছে পাঠানো হ'ল ১৬৯০ সালের ২৩শে জুলাই।[৫৪]

ইব্রাহিম খাঁকে প্রেরিত ফরমানটি ঔরঙ্গজেব ১৬৯০ সালের ২৩শে এপ্রিল স্বাক্ষর ক'রেছিলেন। সম্রাট লিখেছিলেন :

"আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ইংরেজরা তাহাদের অতীতের সকল প্রকার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছে এবং পূর্বের ন্যায় আত্মম্ভরিতা না দেখাইয়া উকিলের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে। আমি অতিরিক্ত দয়াপরবশ হইয়া তাহা মঞ্জুর করিয়াছি। সুতরাং আমার ফরমান প্রাপ্তিমাত্র আপনি তাহাদের জন্য কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া আপনার এলাকায় পূর্বের ন্যায় অবাধে বাণিজ্য করিতে দিবেন। আশাকরি এই আদেশ আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন।"

বাংলাদেশের জন্য প্রেরিত ঔরঙ্গজেবের এই ফরমান সুরাটের সুবাদার ইতিমদ খান আটক করে রাখলেন এবং "he resolved to doe so till a full rendition of all seizures in late Warr be made good to the

৫১. Madras Diary, July 15, 1690, p. 56

৫২. Madras Diary, July 16 & 18, 1690, p. 56.

৫৩. Madras Diary, July, 22, 1690, p. 58.

৫৪. Madras Diary, July 24, 1690, p. 58.

Merchants". ১৬৯১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই ফরমান সুরাট থেকে ছাড়া পেল না।[৫৫]

১৬৯০ সালের ২৮শে মে এবং ২রা জুন আয়ার ও ব্রাডিল প্রেসিডেণ্ট ইয়েলকে লিখলেন "adviseing of the Nabobs pressing invitation for our return and Settlement in Bengall the Nabob being well satisfied of the Kings rconciliation with us".[৫৬]

অগাস্ট মাসে নবাবের দেওয়ান খাজা লবিব (Coja Lebeeb) আয়ার ও ব্রাডিলকে ডেকে পাঠালেন। এঁরা খাজা লবিবকে হুগলির সুবাদারপদে অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কিন্তু "Meir Ally Eckbar (Mir Ali Akbar), the former *Fouzdar*, as being a person all along approved by the Agent and Councill for his moderate and mild Government"[৫৭] নাম প্রস্তাব করলেন। তাঁরা হুগলীর সুবাদারের কাছ থেকে একটি পরোয়ানা আদায় ক'রলেন "for our Civill reception & settlement of trade"[৫৮] "A letter of Invitation & encouragement to the Honble President &ca. to send down Shipping and carry on our trade all over Bengal" পরে জুড়ে দেওয়া হ'ল[৫৯]।

চার্নক ও তাঁর সভাসদরা ২৮শে জুলাই বালেশ্বরে প্রিন্সেসকে ত্যাগ ক'রে দুই

---

৫৫. ১৬৯০ সালের ২৬শে মে পর্যন্ত বাংলার ফরমান সুরাটে পৌঁছায় নি (Madras Diary, July 14, 1690, p. 55)। ২১শে সেপ্টেম্বর সেটি পাওয়া যায়। ১৬৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাদ্রাজ দিনলিপিতে যা লেখা আছে সেই বিষয়বস্তুই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁর *History of Bengal* (appendix IV -এ এই ফরমানের মূল বক্তব্য যথাযথভাবে যতিচিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে উদ্ধৃত করেছেন।

৫৬. Madras Diary, August 21, 1690, p. 68.

৫৭. প্রেসিডেণ্ট ইয়েলকে আয়ার ও ব্রাডিল, dated August 6, 1689, Dacca Diaries, p. 126.

৫৮. Madras Diary, August 21, 1690, p. 68.

৫৯. প্রিন্সেস অব ডেনমার্কের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন জোশেফ হ্যাডক্ ১৬৯০ সালের ২৩শে অগাস্ট মারা যান, Madras Diary, November 29, 1690, p. 94.

মাস্তলওয়ালা ছোট্ট জাহাজ মাডাপোল্লমে আরোহণ ক'রলেন এবং সুতানুটী পৌঁছালেন ১৬৯০ সালের ২৪শে অগাস্ট রবিবার দুপুরে। "They were very kindly received by all people in the Government especially by the Nabob who had sent down his & the Duans Perwanna's with Coppy of the Kings Phyrmaund congratulateing them into the Country, wth ye encouragement of a free & unmolested trade."[৬০]

২৪শে অগাস্ট সুতানুটি দিনলিপিতে লিখিত আছে: আজ সাঁকরাইলে ক্যাপ্টেন ব্রুক আমাদের সুতানুটি পর্য্যন্ত যাওয়ার আদেশ দিলেন। আমরা দুপুর নাগাদ সেখানে পৌঁছুলাম, কিন্তু স্থানটিকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখলাম, আমাদের থাকবার কোন বন্দোবস্তই সেখানে ছিল না এবং দিবারাত্র বৃষ্টি হ'চ্ছিল। আমরা নৌকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'লাম। বর্ষাকালের জন্য সেটিও অস্বাস্থ্যকর ছিল, (১৬৮৮ সালের অক্টোবর মাসে) আমরা এই স্থান ত্যাগ করবার পর মালিক বরকরদার এবং গাঁয়ের লোকেরা যে যা পেরেছিল লুটপাট ক'রে নিয়েছিল। আমরা এখানে পৌঁছুলে টানার সুবাদার তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়ে আমাদের সৌজন্য জ্ঞাপন ক'রলেন।[৬১]

চর্নক যেহেতু সুতনুটিকেই বাংলাদেশে বাণিজ্য চালাবার কেন্দ্রস্থল হিসাবে মনোনীত ক'রেছিলেন সেইজন্য তিনি আর হুগলীর দিকে অগ্রসর হ'লেন না। স্ট্যান্‌লে ও ম্যাকরিথ্‌ আগেই কেম্পথ্রোন জাহাজে চেপে বাংলাদেশে পৌঁছে হুগলীর কুঠি দখল করেছিলেন। ১৬৯০ সালের ২৮শে অগাস্ট বৃহস্পতিবার সুতানুটিতে চার্নক এবং তাঁর সভাসদদ্বয় ফ্রান্সিস ও জার্মিয়া পিচির মধ্যে একটি শলাপরামর্শ হ'ল। ঠিক হ'ল যে মিঃ স্ট্যান্‌লে এবং তাঁর সাথীদের হুগলী থেকে চিঠি লেখা হবে। তা'তে বলা হবে ওখানে যত ইংরেজ আছেন সকলকে যেন তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সকল জাহাজের কমাণ্ডারদের আক্রমণ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়া হয়।

এখানকার পূর্বের বাড়ীঘরগুলি ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার ফলে ঠিক হ'ল যে নিতান্ত

---

৬০. Madras Diary, November 29, 1690. p. 94.

৬১. Wilson, *Early Annals*, I. p. 124.

প্রয়োজনীয় ঘরগুলিকে যত কম খরচে সম্ভব তৈরি ক'রে নেওয়া হবে। যেমন :—

(১) একটি গুদাম ঘর।

(২) একটি খাবার ঘর।

(৩) সম্পাদকের দপ্তরখানার মেরামতি।

(৪) বস্ত্রাদি বাছাই করবার জন্য একটি ঘর।

(৫) রান্নার সরঞ্জামসহ একটি রান্নাঘর।

(৬) কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য একখানি ঘর।

(৭) প্রতিনিধি ও মিঃ পিচির আগের বাড়ী দু'খানির মেরামতি কাজ এবং মিঃ এলিসের জন্য একটি নতুন বাড়ী তৈরি, যেহেতু তাঁর আগের বাড়ীটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল।

(৮) চৌকিদারের বাড়ী।

কুঠির জন্য জমি পাওয়ার আগে মাটির দেওয়ালের গাঁথনির ওপর খড়ের চাল দিয়ে এগুলিকে তৈরি করা হবে।

ঠিক হ'ল যে মালদা থেকে ২০০০ মণ গম এবং ২০০ মণ ঘোড়ার দানা কেনা হবে, কারণ সেখানে এগুলি সব চাইতে সস্তায় পাওয়া যাবে। এখানকার জন্য ৬০০০ মণ চাল এবং ২০০ মণ মাখন রাখা হবে এবং ২০০ মন তেল ফোর্ট সেন্ট জর্জে পাঠানো হবে।[৬২]

এইভাবে ১৬৯০ সালের ২৪শে অগাস্ট ইংরেজ ক'লকাতার পত্তন হ'ল।

ঢাকায় আসার পর থেকেই নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নানান অসুবিধার কথা নিয়ে সম্রাটের কাছে ওকালতি ক'রছিলেন। তিনিই কোম্পানির প্রতিনিধি ও তাঁর সভাসদদের সুতানটিতে ফিরে আসতে বলেছিলেন, এবং নিজে সহায়ক হ'য়ে সম্রাটের কাছ থেকে একটি **হসবুলহুকুম**[৬৩] সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, যার বলে ইংরেজরা সবরকম শুল্কের পরিবর্তে বার্ষিক ৩০০০ টাকা পেশ্‌কস্‌ দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীন বাণিজ্য চালাতে পারেন।[৬৪] প্রত্যেক নতুন

৬২. Wilson, *Early Annals*, I, pp. 124-25.

৬৩. **হসবুল হুকুম** : আদেশনামা প্রেরণ। উজির বা সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আমলারা এই নথির প্রারম্ভিক শব্দসকল ও শিরোনামা সরকারে নিয়োজিত আইনসঙ্গত যোগ্য কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্যে জারী করেন। রাজকীয় আদেশ।

৬৪. পিস্‌কশ্‌ — পেশকশ্‌ — উপহার।

নবাবই তাঁর প্রদেশে বাণিজ্যরত ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর কাছ থেকে পছন্দসই উপহার পেতেন। "Considering the many favours and kindnesses this present Nabob Ebrahim Cawn hath lately conferred on the Rt. Honble Comy".[৬৫] প্রথাগত একটি উপহার দেওয়ার সময় বহুদিন পার হ'য়ে গিয়েছিল। জোব চার্নক সুতানুটিতে ফিরেই নবাবকে একটি ঘোড়া উপহার পাঠালেন। কিন্তু তাঁর মুৎসুদ্দিরা[৬৬] ভাবলেন কেবলমাত্র একটি ঘোড়া 'will not at all be acceptable nor pleasing"[৬৭] নবাব ইংরেজদের আগেকার উপহারগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, উপরন্তু ওলন্দাজরা কিছুদিন আগে তাঁকে যে প্রচুর উপহার পাঠিয়েছেন সেটা তাঁর বেশ মনে ছিল। মুৎসুদ্দিরা আয়ার ও ব্রাডিলকে বললেন যে ওলন্দাজদের প্রদত্ত উপহারের কম মূল্যবান জিনিষ নবাবকে দেওয়া উচিত হবে না।

সুতরাং আয়ার ও ব্রাডিল অনুপযুক্ত উপহারের কথা চার্নককে লিখে জানালেন। চার্নক ব'ললেন যে নবাবের অনুগ্রহের কথা তিনি ভালভাবেই জানেন এবং পুরোনো বন্ধুকে আরও পছন্দসই জিনিষ উপহার দেওয়ার ইচ্ছা তাঁরও ছিল। কিন্তু কোম্পানি তাঁকে "abominable large pishcashes at Dhacca and the great expense yearly made at that Durbar"[৬৮] জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ কাজকর্মে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে আদেশ দিয়েছেন। উপহারের ঘাটতি পূরণ করবার জন্য চার্নক ব্রাডিল ও আয়ারকে পেতলের কামান দু'টির সঙ্গে ১০ টুকরো বস্ত্র (২ টুকরো মসৃণ, ৪ টুকরো[৬৯] Perpetuanno, দুই টুকরো মোটা, দুই টুকরো rashes[৭০]) দিতে বললেন।

১৬৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আয়ার ও ব্রাডিল নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে উপহার প্রদান করলেন। নবাব খুব খুশী হ'লেন "with the great brass guns and desired a couple more, but for images he is a great

৬৫. Dacca Diaries, 3rd November 1680, p. 131.

৬৬. মুৎসুদ্দী = মুতসদ্দি = কেরানী।

৬৭. Dacca Diaries, 3rd November, 1690, p. 131.

৬৮. Dacca Diaries, 25th November, 1690, p. 131.

৬৯, Perpetuanno—পশম অথবা সুতো ও পশমে তৈরি কাপড়, খুব টেঁকসই।

৭০ Rashes = ইতালীয় Rases রেশম, সাটিন বা সূক্ষ্ম সার্জ।

enemy to and ordered his Nazar[১১] or Chief Eunoch[১২] to break them in pieces, which Mullick Haddee[১৩] endeavoured to prevent by desiring the Nabob to return them, but he replyed God does not approve of Images to be kept in a house and that he had done him good servis in breaking of them, and returned the screenes and the pictures with glasses before them, with the afftoa[১৪] and Chillumchee[১৫] [it being coloured glass] Glass handled knives, with most of the China ware, notwithstanding Mullick Haddee and the Vacqueel[১৬] desired he would return none, that we did not bring them for that end but he said what he had returned he had no occasion for and that what he had accepted was for the sake of the English and out of ye respect he had for them thus having concluded the Nabob marched towards the gunns which he had planted by the river side of his garden,[১৭] where he sate in his chaire, as I'm informed till' twas dark looking upon them and spoake to Mall. Haddee, his duan, that we write to his Worship etc. for 2 more with. their carriages which will be very acceptable if procurable in lieu of the Screenes &c"[১৮]

---

১১. নাজির—এঁর নাম দেওয়া নেই।

১২. Eunuch—খোজা—পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়ক।

১৩. মালিক হাদী নবাবের দেওয়ান ছিলেন।

১৪. আফতা—জলের কুঁজো বা হাতওয়ালা জগ্‌।

১৫. কাঁসি বা বড় বাটি।

১৬. গঙ্গারামকে পদচ্যুত ক'রে লালমন্দকে ইংরেজ কোম্পানির উকিল নিয়োজিত করা হয়।

১৭. ঢাকার বাবু বাজারে।

১৮. Dacca Diaries, 4th December, 1690, p. 132.

১৬৯১ সালে ঢাকায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হসবুলহুকুমটি আসিদ খানের[৭৯] শীলমোহর নামায় দেওয়ান কিফায়াৎ খাঁকে জারি করা হ'য়েছিল। তাঁকে বলা হ'য়েছিলে তিনি যেন ইব্রাহিম খাঁয়ের সুপারিশ অনুযায়ী শুল্কের পরিবর্তে বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেশকস্ আদায়ের বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলাদেশে স্বাধীন ব্যবসা ক'রতে অনুমতি দেন। হসবুলহুকুম ইংরেজদের আগেকার সমস্ত কুকর্মের শাস্তি মকুব করে ১৬৫১ সালের ১৩ই অগাস্ট থেকে শাহজাদা সুজার **নিশান** অনুযায়ী তাঁরা বাংলাদেশে যেভাবে বাণিজ্য চালিয়ে আসছিলেন সেইভাবে ভবিষ্যতেও অবাধ বাণিজ্য ক'রতে অনুমতি দিয়েছিল।

ঢাকার দেওয়ান কিফায়াৎ খানকে প্রদত্ত আসিদ খানের শীলমোহর নামাঙ্কিত হসবুলহুকুমের বঙ্গানুবাদ—

শুল্কের পরিবর্তে (পূর্বোক্ত খানের পত্র অনুযায়ী) ইংরেজদের নিকট হইতে বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেশকস্ আদায়ের বিনিময়ে তারিখ ২১ জমেদস্তানি, বাদশাহের ৩৪তম রাজত্ববর্ষ অথবা ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৯১,……১০০২। লুৎফুল্লাখানের[৮০] শীলমোহর নামাঙ্কিত এই আইন সম্মত হসবুলহুকুমে সুবাদারের কাছে আবেদন করা হইতেছে যে ইংরেজরা পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী বাণিজ্য করিতে পারিবেন। হুগলী বন্দরে ইংরেজদেশীয় ২/৩ জন আসিয়াছেন এবং হুগলী বন্দরের পদস্থ কর্মচারী মহমুদ আকবর[৮১] তাঁহাদের ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন যে তাঁহারা পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক দিবেন, যাহার হার পরে নির্দ্ধারিত হইবে। এই হসবুলহুকুমে শুল্ক প্রাপ্তির কথা কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। উজিরের শীলমোহর নামাতেও ইহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমরা জ্ঞাত আছি যে তাঁহারা পূর্বে ৩০০০ টাকা বার্ষিক পেশকস্ দিয়া সুবিধামত ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতেন। অতঃপর ইহা স্থির হইল যে সুরাটে

---

৭৯. ১৬৮৩ খৃস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব আসাদ খানকে (উমদৎ-উল-মুল্ক) পূর্ণ উজির পদে অধিষ্ঠিত করেন।

৮০. লুৎফুল্লা খান, ইনি ঔরঙ্গজেবকে হত্যার কবল থেকে রক্ষা করেন। (*Storia Do Mogor* of Manucci, II, pp. 232-33—ভারতীয় পুনর্মুদ্রণ।

৮১. মীর আলি আকবর বা মহম্মদ আকবরকে হুগলীর ফৌজদার হিসাবে সুপারিশ করেন আয়ার ও ব্রাডিল। Dacca Diaries, p. 126.

তাঁহারা যেরূপ দিতেন সেইরূপ শতকরা ৩২/১ টাকা শুল্ক দিবেন। বর্তমানে এই জাতির নিকট হইতে শুল্ক প্রাপ্তির ব্যাপারে আপনি এই আদেশ অনুযায়ী কর্ম করিবেন। পূর্বেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে তাঁহারা বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেশকস্ দিবেন। ১০৯০ সালে স্থির হইল যে তাঁহারা শুল্ক কর সমেত শতকরা ৩২/১ টাকা দিবেন যেমন তাঁহারা এখন সুরাটে দিতেছেন। সম্রাট অনুগ্রহ করিয়া আর কি হুকুম করিবেন? যে হুকুম অনুযায়ী বাদশাহ আদেশ দিতেছেন যে আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী পেশকস্ আদায় করা হইবে। সেইজন্য আমি লিখিতেছি যে আপনি ফরমান অনুযায়ী কাজ করিবেন এবং ইহার সারমর্ম[৮২] অনুযায়ী ব্যবস্থাদি করিবেন।

১৬৯১/৯২ সালে নবাব ইব্রাহিম খান ইংরেজদের একটি পরোয়ানা দিয়েছিলেন, এতে ৩০০০ টাকা পেশকস্ প্রদানের পরিবর্তে পূর্বের সুযোগসুবিধা লাভ করবার কথা অনুমোদন করা হয়েছিল। নিম্নলিখিত অংশটি ১০০২-৩ হিজরী, ১৬৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে নবাব ইব্রাহিম খান ও রাজার দেওয়ান কর্তৃক ইংরেজকে প্রদত্ত সাধারণ পরোয়ানার বঙ্গানুবাদ। বছরে তিন হাজার টাকা আদায়ের পরিবর্তে ব্যবসা করবার অনুমতি পত্র:

বাংলা সুবেদারীতে বর্তমানে কর্মরত এবং ভবিষ্যতে কর্মাধীন সকল মুৎসুদ্দী,[৮৩] কারোয়ারী, জায়গীরদার, গোমস্তা, ফৌজদার, জিম্মেদার, কানুনগোদিগকে এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে ইতিপূর্বে ইংরেজকৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য রাজার নিকট হইতে লুৎফুল্লা খানের শীলমোহর নামায় একটি বিস্তৃত হসবুল-হুকুম আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতঃপর আসাদ খানের শীলমোহর নামাঙ্কিত আরও একখানি হসবুলহুকুম রাজার নিকট হইতে তাঁহার দেওয়ান

---

৮২. Stewart, *History of Bengal*, appendix IX. Received per Orange, 1692, No 275A.

৮৩, মুৎসুদ্দী কেরাণী; কারোরী (কারোরি—ক্রারি)—খাজনা আদায়কারী; জাগেরদার (জাগীরদার)—জাগীর নিয়ে জমি দখলকারী বা সৈন্যবাহিনীর জমি দখলকারী; গোমস্তা (গুমস্তা)—যিনি অর্থের বিনিময়ে প্রতিনিধিত্ব করেন; ফৌসডার (ফৌজদার)—জিলার সৈন্যাধ্যক্ষ; জিম্মেদার (জমাদার)—অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারী, কাননগী (কানুনগো)—গ্রামের খাজনা আদায়কারী কর্মচারী।

কিফায়াৎ খানের নিকট আসিয়াছে। কিফায়াৎ খান তাঁর একটি নকল আমার কর্ম সচিবের দপ্তরে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী শুল্কের পরিবর্তে বৎসরে তিন হাজার টাকা পেশ্‌কস্‌ আদায় করিবেন। ইহা ব্যতীত কোনভাবেই ইহার অধিক দাবী করিতে বা চাহিতে পারিবেন না, এই পরোয়ানার অপর পৃষ্ঠে ওই হসবুলহুকুমের একটি নকল লিখিত হইল। এই কারণে আমি আপনাদের জানাইতেছি যে বাজার আদেশ অনুযায়ী ৩৪তম জেলুসের (রাজার রাজত্বকাল) প্রথম হইতে শুল্কের পরিবর্তে তাঁহাদের নিকট হইতে তিন হাজার টাকা লইবেন এবং ক্রয়-বিক্রয় বাবদ তাঁহাদের নিকট হইতে একটি পয়সাও অধিক লইবেন না। এই সুবেদার সরকারের অধিকৃত স্থানগুলি যেমন হুগলী, বালেশ্বর ইত্যাদিতে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় মনের সন্তোষে বাণিজ্য চালাইতে পারিবেন। আপনারা তাঁহাদের গোমস্তাগণকে আইনসম্মত ও সৎব্যবসা চালাইতে সাহায্য করিবেন। রাওদারী, জিম্মেদারী বা ফরমাসে[৮৪] যেন কোনো-ভাবেই তাঁহারা প্রতারিত বা উৎপীড়িত না হন,—রাজা কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হইল। ঈশ্বর না করুন কাহারও সরকারে যেন দস্যুবৃত্তি করা হয়। যদি সেরূপ হয় তাহা হইলে সেই সকল স্থানের ফৌজদারেরা নিজেদের সকল শক্তি বিনিয়োগ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সন্ধান করিয়া আনিয়া মালিকদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তারিখ চান্দ্রমাসের দ্বিতীয় দিন ৩৫তম জেলুস[৮৫]।

সম্রাট এবং নবাবের অনুমতিপত্র সংগ্রহ ক'রে তা'র দৃঢ় ভিত্তির ওপর চার্নক বাংলাদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের গোড়াপত্তন ক'রেছিলেন, এবং সুতানুটীতে উপনিবেশের শুরু থেকে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে কোম্পানির ব্যবসায়ের অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য ক'রে তিনি পরম সন্তোষ লাভ ক'রেছিলেন। চার্নকের প্রত্যাবর্তনের তিন বছরের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধিত্বকালে কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে যা আমদানি ক'রেছিল তা'র মূল্য দাঁড়ায়—

---

৮৪. রাওদারি (রাহদারী বা পথ পর্য্যবেক্ষণ দমনরক্ষণ ইত্যাদির জন্য টহল দেওয়ার পারিশ্রমিক), জিম্মেদারি (জমীদারী)—জমিদারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ; ফিরমাশে (ফরমাসায়াৎ)—রাজ্যের ব্যবহার করে জিনিষ বার করে দেওয়া।

৮৫. Stewart, *History of Bengal*, appendix VIII. Received per Orange, 1692, 265A.

১৬৯০ সালে— ৩৯৭০ (৩·৩%) পাউণ্ড
১৬৯১ „ —৩৭৮০০ (৪৫·৩%) „
১৬৯২ „ — ২৭৭৩ (১০·৫%) „

শোরা রপ্তানি হুহু ক'বে বেড়ে যায় (১৬৯০—৪৫৩৩ হন্দর—২৬৩১ পাউণ্ড, ১৬৯১—০ : ১৬৯২—৬১০৭ হন্দর—২৩০০ পাউণ্ড), কাঁচা বেশম (১৬৯০—শূণ্য ; ১৬৯১—৭১৮৪ পাউণ্ড ওজন—দাম ৩২৬৬ পাউণ্ড ; ১৬৯২—শূণ্য) এবং তাঁত বস্ত্র (১৬৯১—৭১১৩০ খণ্ড—দাম ৩৪৫৩৮ পাউণ্ড) । বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করবার পর চার্নক ১৬৯৩ খৃস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রেখে গেলেন সুতানুটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী স্বত্ব লাভের অসমাপ্ত কাজ যা কালে কালে তাঁর সুযোগ্য জামতা চার্লস আয়ারের হাতে কলকাতা নগরীতে পরিণত হ'য়েছিল।

চার্নকের আমলে কলকাতা

সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর ছিল অজ পাঁড়াগাঁ। কয়েক ঘর মাত্র লোকের বাস ছিল। একমাত্র নাব্যঋতুতে (জাহাজ আসা-যাওয়ার সময়ে) একটা হাট ব'সত ও কর্মব্যস্ততা দেখা দিত। গোবিন্দপুর অঞ্চলে দু'এক ঘর শেঠ ও বসাকদের বাস ছিল। এ ছাড়া গ্রামগুলি ছিল জলা আর জঙ্গলে ভরা। কোম্পানির কর্মচারীদের বসবাসের জন্য চার্নক মাটির দেওয়ালের ওপর খড়ের চাল দিয়ে কয়েকটি অস্থায়ী কুঁড়েঘর তৈরি ক'রলেন। সুতানটী ও অন্য গ্রাম দু'টিতে ইটের বাড়ী তৈরি করা সম্বন্ধে চার্নক সতর্কতা অবলম্বন ক'রেছিলেন। কেননা সম্রাটের হসবুলহুকুম এবং নবাবের পরোয়ানা কোম্পানিকে বাংলাদেশে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু সুতানটী বা অন্য কোথাও ইঁটের ইমারৎ তৈরি করবার স্বাধীনতা দেয় নি। সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর সম্রাটের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তিনি অনায়াসে এই পতিত জমিগুলির দখল নিতে পারতেন। গ্রামের জমিদার চার্নকের বাড়ী তৈরির কাজ নীরবে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি ইংরেজবসতি থেকে অধিকতর কর প্রাপ্তি আশা ক'রতেন এবং এটাও তাঁর আশা ছিল যে এভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি এবং জনবসতি বৃদ্ধি হবে। স্থানীয় জমিদারের কেবল কর আদায়ের দিকেই লক্ষ্য ছিল।

চার্নক মাদ্রাজ থেকে ২১০৪১৬: ০১: ০২টি প্যাগোডা ছাড়াও বেশ কিছু

সংখ্যক ইউরোপীয় জিনিস এনেছিলেন, যেমন চওড়া কাপড়, টিন, ফটকিরি ইত্যাদি। ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোম্পানির প্রতিনিধি যখন সুতানটী[৮৬] পরিত্যাগ করেন তখন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কোম্পানির কাছে ৪০০০০০ টাকা ঋণী ছিলেন। সেইজন্য তিনি ইউরোপীয় জিনিষগুলি বিক্রিও ক'রতে পারলেন না, কিংবা নগদ টাকা সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায় লাগাতেও পারলেন না। এখানে "safe godown to secure them from damage"[৮৭] এর অভাবে তিনি কিছু জিনিষ এবং টাকা সেণ্ট জর্জ কেল্লায় ফেরৎ পাঠালেন। সেণ্ট জর্জ কেল্লার প্রতিনিধি ইয়েলের ভাষায় চার্নক এবং তাঁর কর্মচারীরা সুতনটীতে ছিলেন "little better than Prisoners at large" প্রকৃতভাবেই ইয়েল দেখেছিলেন[৮৮] যে অরক্ষিত সুতানটীতে তাঁরা "contrary to all reason or consent of the Government" অবস্থায় ছিলেন।

চার্নকের হুগলী থেকে হ'টে আসা নবাব ইব্রাহিম খানের বিরক্তি উৎপাদন ক'রেছিল। নবাব "will neither permit building a Factory (n)or (allow the) Merchants to settle (at Sutanati) or trade with them (English), but offer (ed) a more convenient place for it (factory) two miles below Hughley" যেটা জোব চার্নক "will not hear of"[৮৯] যার ফলে প্রেসিডেণ্ট অনুমান ক'রেছিলেন 'from Charnock's fears of being seized by some of the Government his irreconcileable enemyes" এবং "for his better security" তিনি সুতানটীতে থাকতে লাগলেন।[৯০] প্রতিনিধি চার্নক এবং কোম্পানির কর্মচারীরা

৮৬. O. C. No. 5777 ; কোর্টকে লেখা ফোর্ট সেণ্ট জর্জের চিঠি, তারিখ ২০শে নভেম্বর ১৬৯১।
Wilson, *Old Fort William*, I, extract No. 10, pp. 10-12.

৮৭. Wilson, *Old Fort William*, I, extract No. 8, pp. 8-9 (O. C. No. 5,770—Fort St. George Letter to Court dated May 25, 1691).

৮৮. O. C. 5770, Wilson, *Old Fort William*, I, No. 8, pp. 8-9.

৮৯. O. C. 5777, Wilson, *Old Fort William*, I, pp. 10-12.

৯০. O. C. 5777, Wilson, *Old Fort William*, I, p. 11.

সুতানটীতে বাস ক'রতেন "in a wild unsettled condition". তা'দের না ছিল "fortified houses nor Goedowns, only Tents, Hutts and boats with the strange charge of near 100 : Soldiers, guard ship". কিন্তু তাঁরা তাঁদের "Swampy Sutanati"কে "Sandy Madrass"[২১] এর চাইতে বেশী ভালবাসতেন। হিল কোর্ট অব ডাইরেকটরস্‌কে লিখলেন চার্নক সেণ্ট জর্জ কেল্লার প্রেসিডেণ্টের আদেশ, অনুমতি ছাড়া তাঁকে না জানিয়ে একটি বড় "Portuguez friggott for a guard ship" কিনেছেন "which undoubtedly will prove a great charge to your Honour". হিলল বুঝতে পারেননি "what he means by this and his other expenciveness".[২২] তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে অবিচ্ছিন্নভাবে চার্নকের সুতানটীতে বাস "would renew our troubles and disoblige the worthy good Nabob, who has been very honourable and generously[২৩] punctuall in the performance of his promises".

সুতানটী সংরক্ষণের জন্য চার্নক জন্‌ হিলের তত্ত্বাবধানে ১০০ সৈনিক নিয়োগ ক'রেছিলেন। হিলের খুব বদনাম ছিল। তাঁকে একটি পানশালা[২৪] (punch-house) এবং একটি বিলিয়ার্ড টেবিল বিনা পয়সায় রাখতে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছিল। যেখানে অন্যান্যরা তা'র জন্য পয়সা দিতেন। তাঁর বাড়ীতে যে কোন নব্য আগন্তুককে আপ্যায়ণ করা হ'ত। তিনি নিজে ছিলেন একজন "open tempered man and debauched in his life"[২৫] এবং স্ত্রীকে শাসনহীন-ভাবে পোপের সমর্থক হ'তে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৬]

---

২১. O. C. 5770, Wilson, *Old Fort William*, I, No. 8, pp. 8-9.

২২. O. C. 5777, Wilson, *Old Fort William*, I, No. 10, pp. 10-12.

২৩. O. C. 5777, Wilson, *Old Fort William* I, No. 10, pp. 10-12.

২৪. Punch এক ধরণের মদ, এতে পঞ্চ (পাঁচটি) দ্রব্য মেশানো থাকতো—রাম/আরক/দেশী মদ, চিনি, লেবুর রস, জল এবং মশলা।

২৫. *Hedges' Diary*, II, p. 92.

২৬. রোমান ক্যাথলিক। এখানে ব্যাণ্ডেল গির্জার অগস্টীয় সাধুদের কথা বলা হয়েছে।

যেহেতু নবাব ইব্রাহিম খান হুগলী থেকে চার্নকের স'রে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না এবং সুতানটীতে বসবাস করবার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, সেইজন্য প্রতিনিধি একটি "place where to build a factorie in" ঘিরে নিতে পারছিলেন না, এবং এই অসমর্থতার জন্য "nobody knew where or how to build, but everyone built straglingly where and how they pleased, even on the most properest place for a factorie, and have dug holes and tancks that will cost the company mony to fill up agen, and the longer they Run, the worse would be the Evill".[১৭]

সুতানটী হুগলী বা অন্য কোন শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। শহরে লোকদের সরাইখানা বা একটা খাওয়ার জায়গা মিলত। সেইজন্য ১৬৯১ সালের ১৩ই জুলাই চার্নক স্থির ক'রলেন বসতির মধ্যে চারটি অনুমতি প্রাপ্ত "Victualling houses" বসাবেন। এই খানাপিনা—সরাইখানার মালিকদের প্রত্যেককে প্রথম বছর ৫০ টাকা ক'রে ভাড়া দিতে হবে এবং এই "Lycence to be yearly renewed" অনুমতি পত্রগুলি "responcible people"দের দেওয়া হ'ল। বাড়ীগুলি সাজাবার জন্য ঠিক তেমন আসবাবপত্রের প্রয়োজন হ'ল যেমনটি such accommodations as shall be convenient for the entertainment of such Persons as require the same"[১৮]

চার্নকের প্রতিনিধিত্বের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হ'লেন ফ্রান্সিস এলিস্, যিনি হুগলীর দাঙ্গার সময়, হিজলীর দুর্ভাগ্যজনক কাজের সময়, সুতানটীর বাস তুলে সদলবলে চলে যাওয়ার সময়, এবং পনেরো মাস যাবৎ মাদ্রাজে বাধ্যতামূলক অবস্থানের সময় তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। এলিস্ বিশ্বাস ক'রতেন যে এটা ছিল "the remembrance of our cutting and slashing in the late Warr, by which they (Moors) found us not to be Banyans, as they used before to call us, nor yet so weak as the

---

১৭. Goldsborough's report (O. C. 5899 & 5900), *Hedges' Diary*. II, p. 94.

১৮. Sutanati Diary & Consultation, July, 13, 1691 ; Wilson, *Old Fort William*, I, No. 9, p. 9.

Interlopers represented us to be".[৯৯] কোম্পানির তত্ত্বাবধায়ক স্যার জন্ গোল্ডস্‌বরো এলিসকে একজন মানুষ বলে ভাবতেন যিনি "too easy and weake to stand alone…and of too Loose a Life to give any good Example or Govern this place, his weaknesses being too publiquely known to all both the English and Natives to have any respect or regard from them".[১০০] সেই জন্য ১৬৯৪[১০১] খৃষ্টাব্দে তাঁকে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্নর টমাস পিটের পরবর্তী অধস্তন কর্মচারী পদে উন্নীত হন, এবং ১৭০৪[১০২] খৃষ্টাব্দে সেই অবস্থাতেই মারা যান।

গোল্ডস্‌বরোর সংস্কার

স্যার জোনস গোল্ডস্‌বরো, যাঁকে কোম্পানি ১৬৯১।৯২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁদের "Superviser, Commissary Generall and Chief Governour in East India, to inspect and governe in chiefe all the Company's fforts, ffactors and ffactoryes, Officers and Soldiers"[১০৩] হিসাবে নিযুক্ত ক'রেছিলেন তিনি মার্চ মাসে জলপথে যাত্রা ক'রে সেণ্ট জর্জ কেল্লায় পৌছান ১৬৯২ সালের ২৩শে নভেম্বর। কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ তাঁকে ব'লেছিলেন যে যতদিন জোব চার্নক জীবিত আছেন ততদিন সুতানটী "was a Place that wee think will least need your Ocular Inspection"[১০৪]

---

৯৯. *Hedges' Diary*, II, p 129.

১০০ *Hedges' Diary*, II, p. 93,

১০১. *Hedges' Diary*, II, p. 129.

১০২ *Hedges' Diary*, II, pp. 129-30.

১০৩. *Hedges' Diary*, II. p. 156. তিনি ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল "Our Captain Generall and Commander in Cheif of all our Land and Sea Forces" হিসাবে নিযুক্ত হন। এই কমিশন্ তাঁর কাছে পৌছাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
(*Hedges' Diary*, II, p 158).

১০৪. *Hedges' Diary*, II, p. 157.

কোম্পানির জাহাজ **চাল´স টু** (যাতে ক'রে স্যার জন্ ইংল্যাণ্ড থেকে মাদ্রাজে এসেছিলেন) এর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রবার্ট ডোরিলকে কোর্ট "next of our Councell after our Agent Mr. Charnock while he stays in the Bay"[১০৫] হিসাবে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। তিনি স্যার জনের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন এবং জোব চার্নকের মৃত্যু শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন। এলিস্ কোম্পানির কর্মচারীদের বা স্থানীয় অধিবাসীদের কারোরই শ্রদ্ধাভাজন হ'তে পারেন নি। কিন্তু ক্যাপ্টেন হিলের সুতানটী আবাসনের উপর দখল ছিল। ১৬৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সুতানটী পৌছানোর পর থেকেই ক্যাপ্টেন ডোরিল বাংলাদেশের ব্যাপারে স্যার জন্‌কে মাঝে মাঝে গোপন রিপোর্ট পাঠাতেন। ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করবার উপযুক্ত সময় এসে গিয়েছিল, সেইজন্য প্রতিনিধিদের অধ্যক্ষ মাদ্রাজ ছাড়লেন ২৯শে জুলাই এবং দুই মাস্তলওয়ালা জাহাজ জিঞ্জারিলে[১০৬] ক'রে সুতানটীতে পৌছালেন ১৬৯৩ সালের ১২ই অগাস্ট। প্রতিনিধি (এলিস্) এবং সদস্যরা "Sea Crowl" এ (সাঁকরাইলে) তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রলেন, এবং সেখান থেকে তিনি "E. H. Company's Barge Budgrow" তে ক'রে কলকাতার দিকে অগ্রসর হ'লেন।

স্যার জন্ গোল্ডসবরো সুতানটীতে এসে দেখলেন যে কোম্পানরি কর্মচারীরা "in great disorder, and that every ane did that which seemed gocd in their own Eyes", ক্যাপ্টেন ডেরিলের উপস্থিতি সত্ত্বেও "by whose prudent Carriage they thought he hed some secret orders and power, that bridled them very much in their disorders, which If he had not been here they would not have known where to have ended with them. Such wretched men many of these are".[১০৭] তত্ত্বাবধায়ক ভাবলেন নিকৃষ্টদের সুতানটী থেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জে পাঠিয়ে দেবেন, এবং অবশিষ্টদের আমূল উন্নতি সাধন ক'রবেন। সুতানটীতে ব্যবসা তেমন দানা বাঁধেনি এবং প্রতিনিধিদের কর্মব্যস্ততা কম। তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখলেন "They are soe many

১০৫. *Hedges' Diary*, II, p. 124.

১০৬. *Hedges' Diary*, II, p. 91.

১০৭. *Hedges' Diary*, II, pp. 91-92.

that not above half hath business, Soe they become Idle and Studdy Mischief and Quarrells, but God willing, I hope to put an End to that"[১০৮]

তত্ত্বাবধায়ক সৈনিক সংখ্যা ৪০ থেকে কমিয়ে ২৩এ নিয়ে এলেন (একজন ড্রামবাদক ও দুইজন সার্জেণ্ট সহ). এবং আদেশ দিলেন যে যখন কুঠি তৈরী হবে তখন তাঁদের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হবে। বক্সিকেও বলা হ'লো সৈনিকদের জানিয়ে দিতে যে 'they are to have but 4 Rs. each per month, if they will not serve for that, they may goe where they will, for Considering the plenty and Cheapness of provisions, that is great Wages".[১০৯]

জন হিল্ সৈনিকদের কর্মসচিব ও সর্দার ছিলেন, উপরন্তু নিঃখরচায় একটা পানশালা চালাতেন, এবং তাঁকে অনুমতি দেওয়া হ'য়েছিল "to take two false Musters besides his pay for it'. চার্নক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বা তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী এলিস্ সাহস ক'রতেন না "to Contradict (him) because (they) Looked upon him a fitt man to dictate their Consultations and Letters; whilst the Slothfulness of Mr Charnock nor the Ignorance of Ellis would not lett them doe itt theirselves, but he must doe all, and tell it to every one that came and carry your Honours business about in papers with him aboard of Ship, or any whether where he went".[১১০]

শ্রীমতী হিলের উৎসাহে "Several English men's black wives (had) turned Papist".[১১১] স্যার জোন্স গোল্ডস্‌বরো ক্যাপ্টেন হিল্‌কে "turned out of all but your Honour's Service", এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে মাদ্রাজে না নিয়ে যেতে পারেন ততদিন সুতানটীতে রাখলেন ["for here God willing he shall not abide"]. ক্যাপ্টেন হিল

১০৮, *Hedges' Diary*, II, p. 92, note 1.
১০৯. *Hedges' Diary* II, p. 92, note 2.
১১০. *Hedges' Diary*, II, p. 92.
১১১. *Hedges' Diary*, II, p. 93.

'beig a man to whom God and his friends have given due Measure, but he hath turned itt all to froth, and Excepting dictating for them, as I have said, out of Necessitie to hold in with them, his frothy vices hath swallowed him up ; and all his Ingenuity, which God hath plentifully supplied him with, soe that it will be very Difficult for him to Reduce from his wilde Loose Life, to be fitt for Business".[১১২]

স্বর্গীয় প্রতিনিধি জোব চার্নক পরিণত বয়সে কাউকে অপমানিত করতে চাননি। সেইজন্য উপনিবেশের কোন উন্নতি সাধন তিনি করতে পারেন নি। চার্নকের মৃত্যুশয্যায় যখন ক্যাপ্টেন ডোরিল কোম্পানির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আলোচনা করেন তখন তিনি "left Mr. Eyre out of the number of those whom he named as fitt for business"[১১৩] যেহেতু আয়ার ছিলেন চার্নকের জামাতা। এলিস্ প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত ছিলেন না। তত্ত্বাবধায়ক ভাবলেন "of appointing somebody else in his roome when I goe hence, after calling down all the factors at Dacca, Molda and and Cassimbazar. তিনি ঢাকার কুঠিটি তুলে দেবেন ভাবলেন "by Keeping of a Vacqueell there to doe the business at Court".

১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্‌দের উদ্দেশ্যে লেখা এক অসমাপ্ত পত্রে স্যার জোন্‌স গোল্ডস্‌বরো লিখেছিলেন "The Miscarriages here, many of them allready Rectifyed, which are to many for a Letter, but better be seen in the Consultations of the place after my arrivall the 12th of August, to which your Honours may please to be referr'd, amongst which your Honour will see I have retrench'd, the Charge of this one ffactorie near 4000 Rups. a year Idley thrown away, the perticulars of which I have sent inclosed".[১১৪]

---

১১২. *Hedges' Diary*, II, p. 92.

১১৩. *Hedges' Diary*, II, p. 93.

১১৪. *Hedges' Diary*, II, 91-94 for the text.

ক'লকাতায় কুঠি তৈরির উপযুক্ত জায়গা চার্নক পৃথক ক'রে রাখেন নি। স্যার গোল্ডসবরো ভাবলেন "fitt to order the Inclosing a peece of ground with a Mud wall, whereon to build a factorie when we have a perwanna for it, which I mean to goe in hand to inclose in a day or two". তত্ত্বাবধায়ক ওয়াল্সের বাড়ীটি কিনে নিলেন, এবং মনস্থ ক'রলেন "to build above Staires upon the 2 Tarresses 4 Rooms or Chambers, that I may bring in the Accomptants and Secretaries, and the books and papers in their Charge, within this brick house, which now Ly Scattering abroad in thatched houses Lyable to the hazzard of fire every day. Therefore Rest sattisfyed that I shall not run soe hastily about such a worke as your intelligencer thincks".[১১৫]

স্যার জন গোল্ডসবরো ১৬৯৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় মারা যান। সম্ভবতঃ তাঁকে পুরোনো কবরখানা (সেণ্ট জন্ গির্জার প্রাঙ্গনে) সমাহিত করা হয়; যদিও তাঁর শেষ বিশ্রামস্থলটি কোন স্মৃতিফলক দ্বারা চিহ্নিত নয়।

আয়ারের শাসন

ফ্রান্সিস এলিসকে ফোর্ট সেণ্ট জর্জে পাঠাবার পর চার্লস আয়ারকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। "But the orders were not divulged till after Sir JNO'.s death and the Shipping had received their Dispatches, it being his desire to Capt. Dorrill to keep it private till then, which was the 26th January last, when the said Charles Eyre took the charge of the Agency upon him, the Orders being read publickly before all the Rt. Hon. Company's Servants, and Mr. Ellis resign'd the charge".[১১৬] ১৬৯৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী

১১৫. *Hedges' Diary*, II, p. 94.

১১৬. *Hedges' Diary*, II, p. 94; *ibid*, p. 125 for Sutanati Consultation dated Tuesday, January 25, 1693-94.

এলিস্ কোম্পানির টাকা পয়সা আয়ারের হাতে তুলে দেন, টাকার পরিমাণ ছিল ২২৭৪৮ টাকা তিন আনা আট পাই।

উইলসনের মতে ১৬৯৫ সাল তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম ঘটনাবহুল ছিল। এই বছরের দিনপঞ্জীতে হিসাবনিকাশ ছাড়া অন্য কিছু খুব অল্পই ছিল। তবু এ হেন ক্ষীণ উৎস থেকে, যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তা'তে সমকালীন স্থানীয় ছবি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। পরিষদের বৈঠক ব'সেছিল বৃহস্পতিবার। এতে চারজন সদস্য ছিলেন—চার্লস্ আয়ার, জন বিয়ার্ড, রজার ব্রাড্ডিল, আর এডওয়ার্ড কর্নেল। সম্পাদক হ'লেন জোনাথন্ হোয়াইট, ইনি পরিষদের সদস্য ছিলেন না। নিয়মিত বিষয়গুলি চিরাচরিত প্রথায় লিপিবদ্ধ করা হ'ল। অর্থ বিনিয়োগ করা হ'ল, কলকাতাগামী যে সকল হতভাগ্য নৌকাগুলিকে মাঝপথে আটকে দেওয়া হ'ত তা'দের উদ্ধারের জন্য যখন তখন সৈনিকদের নদীবক্ষে পাঠানো হ'ত। জাহাজগুলি আসতো যেতো, এবং মাসে মাসে উপনিবেশের খরচাপাতির হিসাব লিখে রাখা হ'ত। হিসাবের খাতায় দেখা যায় সামুয়েল যাকে মাসিক ২০ টাকা দানের বিনিময়ে একটি পানশালা রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং শ্রীমতী ডোমিন্‌গো এ্যাশ্‌কে তাড়ি পরিশোধিত করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ক'লকাতার[১১৭] মাসিক আয় ছিল সত্তর থেকে আশি টাকা, এর মধ্যে কিছুটা আসতো দোকান ভাড়া থেকে, কিছুটা জরিমানা, অনুদান থেকে, এবং কিছুটা শণ, শস্য, নুন ও অন্যান্য ছোটখাটো পণ্যের ওপর শুল্ক বাবদ পাওনা থেকে। শহর-সম্পর্কিত মূল খরচা কর্মচারীদের জন্য করা হ'তো। শহরের কর্মচারীদের অধিকাংশই পুলিশে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের বেতন মাসে প্রায় সত্তর টাকার কাছাকাছি দাঁড়াতো। পরিষদ এবং ডাক্তার ফ্রান্সিস সিম্‌সন্ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ছয় জন প্রধান ব্যবসায়ী, তিনজন ব্যবসায়ী, সাতজন দালাল, এবং চারজন কেরানী।[১১৮]

১১৭. ১৬৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে কোর্টকে লেখা বাংলার অধ্যক্ষের চিঠিতে বলা হয়েছে যে শুল্ক বাবদ যা আদায় করা হয়েছিল "Out of the Towne last month and fines paid amounted to about 160 rupees whereas formerly it was Soe small that it did not amount to 30 rupees one month with another" (Wilson, *Old Fort William*, Extract No. 15, vol I, pp. 14-15.

১১৮. Wilson, *Early Annals*, I, p. 146, Chutanattee Diary 1694-5 এর উপর আধারিত।

কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ দেশে ব'সে সুতানটীর জন্য চমৎকার কতগুলি পরিকল্পনা ক'রেছিলেন। তাঁরা এই স্থানের আয় সাবধানতার সঙ্গে বাড়াতে ব'লেছিলেন এবং মাদ্রাজের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে প্রবর্তন ক'রতে ব'লেছিলেন। অহিংসপন্থায় অনধিকার হস্তক্ষেপকারীদের বাধা দিতে এবং হটিয়ে দিতে ব'লেছিলেন। গুদামে সর্বদা এক হাজার টন শোরা এবং প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশী রেশম মজুত রাখতে বলা হ'য়েছিল। উপনিবেশের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিচারসভা প্রবর্তন ক'রতে বলা হ'ল, যেখানে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে মতভেদগুলি নিষ্পত্তি করা যাবে। ১৬৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রতিনিধি ও পরিষদ দেশে কর্তৃপক্ষকে লিখলেন "By the death of Agent Charnock your Honours are disappointed in your Intentions and Expectations of having a Court of Judicature Erected in Bengal and for that reason we presume that Honourable President and Councill of ffort St. George took the Commission out of your Honours Packett before it came to us."[১১৯] আয়ার কোর্টকে জানালেন যে বিচার-সভা প্রবর্তনের পরিকল্পনাটি বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অতি চমৎকার। সুতানটীতে বিচারসভা বসানোর কথা বলবার সময় তখনও আসে নি, কেননা ইংরেজদের ভোগদখলের অধিকার গ্রামের জমিদারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কয়েকশো টাকার বেশী আয় ছিল না। কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি স্থান দখলের ব্যাপারে সম্রাটের আদেশপত্র ছাড়া কিছুই করা যাচ্ছিল না। এই জন্য আয়ার সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারীর অধিকার নিতে চাইলেন।[১২০]

হুগলীনদীতে নৌবহন অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। নদীতে যে সব সংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা'দের অন্যতম হ'ল "রয়্যাল্ জেমস্ এ্যাণ্ড মেরি" জাহাজের দুর্ঘটনা। ১৬৯৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাহাজটি এক সর্বনাশা জলমগ্ন চড়ায় ধাক্কা খায়। চড়াটি এখনও জাহাজখানির নাম বহন ক'রছে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৬৯৪ সালে বাংলাদেশ থেকে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে একটি চিঠি লেখা হয়:

---

১১৯. O. C. 5,949; Wilson, *Old Fort William*, I, No. 15, pp. 14-15.

১২০. Wilson এর Early Annals, I, pp. 146-147 থেকে নেওয়া।

পশ্চিম উপকূল থেকে 'রয়্যাল জেমস্ এ্যাণ্ড মেরি' ২৮৬টি বেহার, ৪১৫ পাউণ্ড গোলমরিচ, ২৬৮টি লাল কাঠ এবং ১৬ মণ মিছরি নিয়ে বালেশ্বর রোডে পৌছায় অগাস্ট মাসে।[১২১] জাহাজখানি মাদ্রাজ থেকে এই মালগুলি তোলে। তারপর হুগলী নদীতে ঢুকে ২৪শে সেপ্টেম্বর তাম্বোলী পয়েণ্টে বালিতে আটকে যায় এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। চড়ায় ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটির পিঠ ভেঙ্গে গিয়ে উল্টে যায়। চার পাঁচটি জীবনও নষ্ট হয়। দুর্ঘটনার পর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রবার্ট বাক্ এবং তাঁর প্রধান সহকারী ক্যাপ্টেন হ্যাম্পটনের সাহায্যার্থে মেরির বয়া, ইউরোপীয় জাহাজের লম্বা লম্বা নৌকা, জাহাজী ও তীর থেকে কয়েকটি নৌকা এবং এখানকার প্রত্যেকটি জাহাজ থেকে যতগুলি সম্ভব লস্কর আমরা দিতে পেরেছি পাঠানো হয়। এই লোকগুলি বহু দিন পরিশ্রম ক'রেও মহানুভব আপনার ২২২ মণ গোলমরিচ, ১৩২টি লাল কাঠের লাঠির বেশী উদ্ধার ক'রতে পারে নি। জাহাজের খোল প্রায় সর্বদাই জলে ভর্তি ছিল। বন্দুক, তার, নোঙর, মাস্তুল, পাল, এবং অনেক দড়ি ক্যাপ্টেন হ্যাম্পটনের সাবধানতা এবং পরিশ্রমের ফলে রক্ষা পেয়েছে এবং ৬২০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। কয়েকটি জাহাজের কম্যাণ্ডারদের বিচারবুদ্ধি ও মতানুযায়ী জাহাজখানির মালিকদের স্বার্থে এবং সুবিধার্থে ওই অবস্থাতেই লংবোট ইত্যাদি সহ আরও ১৫০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।[১২২]

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতায় প্রথম বন্দরাধিকারিক "Master of Attendance" নিযুক্ত করা হয়। এর আগে হুবালী পাইলট সার্ভিসের প্রধান চালক কোম্পানির জাহাজী ব্যাপার দেখাশোনা ক'রতেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর কোম্পানি হুগলী পাইলট সার্ভিস প্রবর্তন করেন[১২৩]। এই কর্মসংস্থার সদস্যদের কাজ ছিল হুগলী নদীর মোহনা থেকে জাহাজগুলিকে নিয়ে আসা এবং মোহনা পর্য্যন্ত তাঁদের পৌছে দিয়ে আসা। এই কাজে রত অভিজ্ঞ চালকদের সতর্কতা এবং পরিশ্রমের জন্য নদীবক্ষে খুব কম দুর্ঘটনাই ঘটে ছিল। একজন বন্দরাধিকারিকের নিযুক্তি হুগলী নদীতে নৌপরিবহনের কাজ সুদৃঢ় হবে বিবেচিত হ'য়েছিল। কিন্তু কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ এই নিযুক্তি স্বীকার ক'রলেন না। যাই হোক,

---

১২১. সুমাত্রার দক্ষিণ উপকূল।
১২২. *Hedges' Diary*, II, p. 133.
১২৩. *Hedges' Diary*, III, p. 199.

ক্যাপ্টেন হ্যাম্পটনের পদচ্যুতি পিছিয়ে দেওয়া হ'ল এবং প্রতিনিধি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার জন্য এইভাবে লিখলেন :

মহানুভব আপনারা দুই মাস্তলওয়ালা জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক মাসের মধ্যে কয়েকজন পারদর্শী চালকের মতামত নেওয়ার বিষয়ে যা লিখেছেন আমরা তা' অনুধাবন ক'রেছি। যদি আমরা সেরকম একজন লোক পাই যিনি এই কাজটি গ্রহণ ক'রবেন তা'হ'লে আমরা এই লাভজনক ব্যবসাটিকে উপেক্ষা ক'রব না। স্বর্গীয় প্রতিনিধি কর্তৃক যে বন্দরাধিকারিকের কথা উল্লিখিত হ'য়েছিল তা'তে অধ্যক্ষ স্যার জন্ গোল্ডস্‌বরো মত দিয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মী ব'লে তাঁকে কতকগুলি কাজ দেওয়া হ'য়েছিল, যেমন—পশ্চিম উপকূল থেকে লবণ সংগ্রহ করা, বাজার ও রাস্তাঘাট দেখাশোনা করা, আমাদের এলাকা দিয়ে যে সব নৌকা যাতায়াত করে ত'াদের পরীক্ষা করা এবং বিশেষ ক'রে শণের জিনিষগুলির নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করা। এই জিনিষগুলির যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে। এর ওপরে আমাদের পূর্ণ আস্থা র'য়েছে, এবং তিনি এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু আপনারা তাঁকে কাজ থেকে বরখাস্ত ক'রতে চান সেইজন্য আমরা ফোর্ট সেণ্ট জর্জের আদেশের অপেক্ষায় তা' পিছিয়ে দিয়েছি মাত্র। কারণ আপনারা অধ্যক্ষের করা অদলবদলগুলিতে নিশ্চিতভাবে সম্মতি দিয়েছেন এবং এটি সেই অদলবদলের মধ্যে একটি। আমরা প্রকৃতভাবেই বিশ্বাস করি যে মহানুভব আপনারা গুদাম তছরূপ ইত্যাদি অনুরূপ কাজের ব্যাপারে এবং নদীর ব্যাপার ভালোভাবে বোঝেন, আমাদের চালকদের জানেন, প্রয়োজনবশে নৌচালনাও ক'রতে পারেন এবং অন্যান্য কাজেও সক্ষম এমন একজন সাবধানী ও অভিজ্ঞ লোকের অভাবে আপনারা যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার ক'রেছেন

হুগলী নদীর উপকূল জলপ্রবাহে ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং মেরামতির প্রয়োজন ছিল। কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌কে এই কাজ করবার জন্য বিলাতের ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠাতে অনুরোধ করা হ'ল। উত্তরে ১৬৯৩-৯৪ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে কোর্ট লিখলেন :

তোমাদের নদীর উপকূল অঞ্চল মেরামতের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব পারব আমরা জিনিষ পাঠাব, যদিও আমরা বুঝতে পারছিনা যে সেটা পোড়া ইটের চাইতে কি

১২৪, *Hedges' Diary*, II, pp. 133-134.

ভাবে ভালো এবং সস্তা হবে। ইটগুলি তোমরা ওখানে তৈরি ক'রতে ও পোড়াতে পারো। ওখানে কাঠের কোন দামই নেই। এক হাজার কাঠের দাম এক টাকারও কম[১২৫]। "Bricks being procurable for ½ rupee per Thousand," ১৬৯৪/৯৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্থির করা হ'ল যে অন্য স্থান থেকে জিনিষ সংগ্রহের পরিবর্তে নদীর উপকূল মেরামতির কাজ ইট দিয়েই করা হবে[১২৬]।

১৬৯৪ সালে সুতানটীতে প্রথম ইটের বাড়ী তৈরি হ'ল। ১৬৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কোর্টের কাছে লেখা আয়ারের একটি চিঠিতে একথা স্পষ্ট হ'ল।

একটি গুদামঘর ছাড়া এখানে আমরা কোন ইটের বাড়ী তৈরি আরম্ভ করিনি। মহানুভব আপনাদের মালপত্র মজুদ করা এবং বাছাই করার জন্য ঘরটির প্রয়োজন ছিল। যতদিন পর্যন্ত আমরা নবাব বা দেওয়ানের কাছ থেকে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন পরোয়ানা না পাচ্ছি ততদিন আমরা আপনাদের ব্যবসার জন্য যেটি নিতান্ত প্রয়োজন সেটি ছাড়া আর কোন বাড়ীঘর তৈরি ক'রব না[১২৭]।

সুতানটীতে কোম্পানির কর্মচারীরা ও কেরানীরা এতদিন খড়ের তৈরি বাড়ীতেই বাস ক'রছিলেন, যেগুলি "yearly blown down with the Southerly Storme," সেগুলিকে প্রায়ই মেরামত করবার দরকার হ'ত। তাঁরা "under the Eye of the Agent, as youth ought to be" অবস্থায় বাস ক'রতেন না। সেইজন্য ১৬৯৪/৯৫ সালের ১১ই মার্চ ঠিক করা হ'ল যে কারখানা চত্বরের উত্তর দিকে আধ ডজন "brick and mudd" এর ঘর তৈরি করা হবে, এতে প্রতিনিধি আয়ার বাস ক'রবেন। বর্ষাকালের আগে ঘরগুলির নির্মাণ কাজ শেষ ক'রতে "Charges General Keeper"কে হুকুম দেওয়া হ'ল[১২৮]। সেইমত কাঁচা বাড়ীগুলি তৈরির কাজ শেষ হ'ল। কিন্তু ১৬৯৫ সালের জুন মাসের ২, ৩ ও ৪ তারিখে সুতানটীতে যে প্রবল বর্ষা হ'ল এবং প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে গেল তা'তে সেগুলি wash'd down হ'য়ে গেল, বৃষ্টির মুষল ধারায় ও ঝঞ্ঝায় অসমাপ্ত গুদামঘরের খানিক অংশ এবং খ

---

১২৫ Wilson, *Old Fort William*, I, No. 14, p. 14.

১২৬. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 17, p. 16.

১২৭. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 15, p. 16.

১২৮. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, p. 17.

'town' এর আরও কতকগুলি বাড়ীরও প্রভূত ক্ষতি হ'ল, এবং বাসগৃহগুলি নভেম্বর মাসে আবার তৈরি করবার জন্য রাজমিস্ত্রিরা ১২০৲ টাকা বক্শীশ পেল[১৩০]। ১৬৯৫ সালের অগাস্ট মাসে নথিভুক্ত করা হিসাব অনুযায়ী গুদাম ঘরখানি তৈরি ক'রতে খরচ হ'য়েছিল ১৩৯৬ টাকা ন আনা।

সুতানটীর শিশু উপনিবেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বিরল ছিল না। চার্নকের খড়ে ছাওয়া বাড়ীটি কারখানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত ছিল (নদীর ধারে ?), সেটি ১৬৯৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর রাতে ১টার সময় পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল "thro' the peons making a large Fire under a thatch't wall adjoining (it)." কিন্তু এলিস্ সাহেব, যিনি ওখানে বাস ক'রতেন, কয়েকজন পিওনের সাহায্যে "saved the best part of his goods." ইট দিয়ে বাড়ীটিকে পুনরায় তৈরি করার প্রশ্নটি ১৬৯৫ সালের ৮ই এপ্রিল আলোচনাসভায় তোলা হ'ল। কিন্তু রক্ষক-প্রধান (Charges General Keeper) এডওয়ার্ড কর্ণেলকে আদেশ দেওয়া হ'ল প্রস্তাবটিকে 'outcry' দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে, কারণ মেরামতের খরচা ৪০০ টাকার ওপরে একটা বেখাপ্পা সংখ্যায় পৌঁছেছিল। এক ধাক্কায় এটি ৫৭৫ টাকায় ঠেকেছিল। ১৬৯৫ সালের ২৯শে মার্চ[১৩১] দুপুর বেলায় বাজারের কাছে একটি বাড়ীতে (সুতানটী বাজার বা আজকের বড় বাজার) "chanced to be fired and the wind being very strong and southerly occasion'd the burning many others belonging to our Seamen and Souldiers, and afterwards consumed the whole Buzar in two Hours time, wnich the fierceness of the Wind and fire made impossible to prevent or so save but a small part of their Goods and Necessaries'.[১৩২]

স্যার জন্ গোল্ডস্‌বরো "Inclosing a peece of ground with a Mud Wall" করবার হুকুম দিলেন। সম্ভবতঃ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি অস্থায়ী কুঠি তৈরি

---

১২৯. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, p. 18.

১৩০. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, pp. 18-19.

১৩১. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 16, (pp. 15-16) and No. 19. (p. 18).

১৩২. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, pp. 17-18.

হ'য়েছিল। কুঠির প্রবেশদ্বারের পাশেই জলের ট্যাঙ্কটি লোকবসতির পক্ষে সন্তোষজনক ছিল না। যেহেতু কোম্পানির প্রতিনিধি ও কেরানীদের জন্য ইঁটের বাড়ী নির্মাণ প্রকল্পে কুঠি-এলাকার উত্তরভাগে প্রসারণ প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছিল। সেই জন্য ১৬৯৫ সালের ১৮ই মার্চ হিসাব-রক্ষককে জলের[১৩৩] ট্যাঙ্কটি মাটি দিয়ে ভরাট ক'রতে আদেশ দেওয়া হ'ল। স্বর্গীয় কমিশারী জেনারেলে আদেশক্রমে উঁচু জমি থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য কারখানার চারি দিকে একটা পরিখা খোঁড়া হয়েছিল। "as a means to keep the place wholesome" এই নর্দমাটি কাদায় পরিপূর্ণ হ'য়ে অবিলম্বে পচা ডোবায় পরিণত হ'য়েছিল। ১৬৯৫ সালের ১৮ই মার্চ পরিখাটিকে আরও ২ বা ৩ *Covid* অথবা "what is necessary to carry the rain water into the River[১৩৪] গভীর করে খোঁড়ার আদেশ দেওয়া হ'ল।

পুকুরগুলি বোজানো এবং ক'লকাতা থেকে সর্বপ্রথম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে শহর পত্তনের ব্যাপারে আয়ারের কিছু ধারণা ছিল। দূরবর্তী বাড়ীগুলি বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'ল, এবং কারখানাকে মাঝখানে রেখে তা'র চারিদিকে কেরানীদের বসত বাড়ী গুলি তৈরি করা হ'ল। এইভাবে উপনিবেশটিকে ঘনবদ্ধ করা হ'ল। নদীর ধারে অবস্থিত কোম্পানির খড়ে ছাওয়া বাড়ীখানি, যেটিতে রজার ব্রাডিল আগে বাস ক'রতেন সেটিকেও ১৬৯৫ সালের ২২শে এপ্রিল মাইকেল মিকীর কাছে ১০০ টাকায় বেচে দেওয়া হ'ল "for the benefit of a Compound"[১৩৫]

১৬৯৬ সালে শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ ইংরেজদের সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারীর অধিকার পাওয়ার আগেই ১৬৯৭ সালে কেল্লা গড়ার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। বিদ্রোহের ঘটনাটি আকর্ষণীয় হ'লেও তার জন্য আমাদের এখানে বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। ১৬৯৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কোম্পানির প্রতিনিধিত্বে. ইস্তফা দেওয়ার আগে চার্লস আয়ার শেষ দিকের যে কাজকর্মগুলি ক'রেছিলেন তা' চিরস্থায়ী হ'ল। এই অধ্যায় শেষ করবার আগে আমরা তাঁর চিরস্থায়ী কাজ কর্মগুলির—কলকাতা 'Purchase' এর বিস্তৃত বিবরণ দেব।

---

১৩৩. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, p. 17.

১৩৪. Wilson, *Old Fort William* I, No. 19, p. 17. Covid-cubit.

১৩৫. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 19, p. 18.

ক'লকাতার জমিদারী অধিকার[১৩৬]

ক'লকাতা ছিল **খাসমহলের**[১৩৭] অর্থাৎ সরকারের (এ ক্ষেত্রে মোগল সম্রাট) ব্যক্তিগত মালিকানার একটি অংশ। সুতনটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম এবং এদের সংলগ্ন এক বিস্তৃত ভূখণ্ড যেমন, মাগুরা, খাসপুর, পাইকান, আনোয়ারপুর, হাবেলীশহর এবং হাতিবাগান এই খাসমহল বা **খালসার** অংশ ছিল। জোব চার্নক যখন সুতানটীতে বসবাস শুরু ক'রলেন তখন এই স্থানের জমিদারী অধিকার (অর্থাৎ বসতবাটি, হাট-বাজারের ওপর খাজনা আদায় ও পতিত জমি ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্জন ক রেছিলেন বেহালা/বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবার। কথিত আছে, সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষ লক্ষীকান্ত মজুমদার মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের খিদমত ক'রে পুরস্কার হিসাবে তাঁর কাছ থেকে কলকাতা এবং সংলগ্ন ভূখণ্ডের জমিদারী লাভ ক'রেছিলেন। কাহিনী প্রচলিত র'য়েছে যে লক্ষীকান্তের সহায়তায় যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করা হ'য়েছিল। এবং সম্রাট তাঁর জায়গীরের জমিদারী অধিকার লক্ষীকান্তকে অর্পণ ক'রেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন মজুমদার (রাসস্ব আদায়কারী)। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে

---

১৩৬. আমরা এই লেনদেন সম্পর্কিত কাহিনীগুলির মূল্য যাচাই কর'তে চাই না। লোকের বিশ্বাস স্থানীয় জমিদার জব চার্নকের বন্ধু ছিলেন, এবং তিনি এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। এও বলা হয় যে তিনি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের বড়কর্তার সঙ্গে তাঁদের ঠাকুরদালানে সাক্ষাৎ করেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে তাঁদের জমিদারী কাছারীটিকেই চার্নক কুঠিবাড়ীতে পরিণত করেন। কোম্পানির নথিপত্রে এইসব কাল্পনিক গল্পের কোনো সমর্থন নেই। A. K. Ray তাঁর *A Short History of Calcutta* (Census of India, 1901, vol. VII, Calcutta, Town & Suburbs, Part I, Calcutta, 1902) গ্রন্থে এই প্রচলিত কাহিনীগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন। (p. 22).

১৩৭. (I) সারদা চরণ মিত্রের The Land-Law of Bengal (Tagore Law Lectures, 1895, Calcutta, 1898,) pp. 32-32; (2) *Report of the Land Revenue Commision, Bengal*, vol. II, pp. 176-177 কলকাতার জমিদারীর আইনানুগ মান প্রসঙ্গে (রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা)

প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন এবং সম্ভবতঃ ঢাকাতে বন্দীদশায় প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন[১৩৮]। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দাবীর সমর্থনে অন্য কোন রাজকীয় দান ছিল না। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার জমিদারী অধিকার তাঁদের অনুমতি দখলসত্ত্বের জোরেই রইল।

১৬৯০ সালের ২৪শে অগাস্ট সুতানটীতে ফিরে আসবার পর থেকে ইংরেজরা কলকাতার মাটিতে স্বত্বহীন দখলদার হিসাবেই বাস ক'রছিলেন, এবং তাঁদের এইভাবে এক নাগাড়ে গ্রামখানিকে দখল ক'রে থাকাটা বেহালা/বড়িশার জমিদার লক্ষ্মীকান্তের বংশধরদের সদিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল ছিল। ১৬৯০ সালের ২৪শে অগাস্ট থেকে ১৬৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সুতানটীর ওপর ইংরেজদের আইনগত অধিকার ছিল না। সুতানটীতে বসবাসের জন্য নবাব বা ঢাকায় অবস্থিত সম্রাটের দেওয়ানের কাছ থেকে আদেশপত্র সংগ্রহের জন্য তাঁদের চেষ্টা কার্যকরী হ'ল না, কারণ এই পদস্থ কর্মচারীরা সরকারী জায়গীর বা খাসমহল নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ছিলেন না। বাংলার প্রতিনিধি ও পরিষদ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর কোম্পানির কাছে কবুল ক'রলেন যে "Our Endeavours have been fruitless hitheto in procuring the Nabobs and Duans Consents for a firm settlement in this place and wee have no hopes of a grant for it soe long as this Duan continues'[১৩৯]

খসমহল বা খালসা জমি বিক্রি করা যেত না। চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, পতিত জমিগুলিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করা, ছোটখাটো কর, শুল্ক জরিমানা ইত্যাদি সংগ্রহ করা ইংরেজদের চোখে জমিদারী অধিকার ব'লে মনে হ'ত। তখনকার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের কাছ থে.ক ক'লকাতার জমিদারী অধিকারের সব রকম চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু সবই বিফলে গেল, কেননা মোগল সম্রাটের অমতে নিজেদের অধিকার হস্তান্তরের কোন ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, উপরন্তু সুতানটীর মাটিতে ইংরেজদের আগমনের ফলে গ্রামখানির উন্নতি হ'য়েছিল, এবং তাদের বাড়তি খাজনা আদায় হ'চ্ছিল। সেইজন্য তাঁরা এই মূল্যবান জমিদারীর অধিকার ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ইংরেজদের

১৩৮. J. N. Sarkar, *History of Bengal*, II (Dacca University), pp. 264-268.

১৩৯. Wilson, *Old Fort William*, I, No. 15, pp. 14-15.

লেনদেনের সকল প্রস্তাব স্থগিত রাখা হ'য়েছিল। এবার থেকে সোজাসুজি মোগল সম্রাটের কাছ থেকে জমিদারীর অধিকার নেওয়ার চেষ্টা চ'লতে লাগল। বাংলার প্রতিনিধি ও পরিষদ এ ব্যাপারে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌দের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। মাত্র ১৬৯৫ সালে কোম্পানি সুতানটীতে বসবাসের ব্যাপারটি অনুমোদন ক'রেছিলেন। সুতরাং সংলগ্ন এলাকায় চাষবাস করা বা জমি ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি প্রশ্নগুলি এর আগে হাতে নেওয়া যায় নি।

সুতানটীতে আমাদের জাহাজগুলি ভালোভাবে নোঙ্গর করতে পারে এবং আমাদের বেশীর ভাগ লোকই সেখানে বসবাস শুরু ক'রে দিয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোন স্থানের মত এ স্থানও স্বাস্থ্যকর হ'তে পারে, কেননা এ বিষয়ে পুরোপুরি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় নি। ক্রান্তিরেখার নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলে, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলিতেও বছরের শেষভাগে অস্বাভাবিক অসুস্থতা ও মৃত্যু দেখা গিয়েছে। তা' ছাড়া এখন আমরা যেখানে আছি সেখানে যখন আরও কয়েক বছর থাকতে হবে তখন হুগলীতে থাকাকালীন কৃষ্ণকায় লোকগুলি আমাদের কাছ থেকে যা লাভ ক'রত তার কিছু কিছু কথা ভুলে যাবে এবং আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রতে দিতে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে তা'দের রাজি করানো যাবে (হয়ত বা কেল্লাও গড়া যাবে) বিশেষ ক'রে (যা ম'নে হচ্ছে) যখন ওলন্দাজরা বাংলাদেশে ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়বে[১৪০]।

সুতানটী ও সংলগ্ন গ্রামগুলির ইজারা থেকে কি কি সুবিধা পাওয়ার আছে সে বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌দের জানানো হ'ল ১৬৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর · ··· "Wee have endeavoured to farm 2 or 3 Towns Adjacent to us [Chuttanuttee Included] the rent whereof will amount to about 2,000 or 2,500 Rupees yearly which is a means to Increase your Honours Revenues in your Towne of Chuttanuttee". আইনানুগভাবে সুতানটী পাওয়ার আগেই প্রতিনিধি ও পরিষদ "made some small Matter out of our Buzar by Grain fines &ca. yett we cannot lay any Impositions on the people, though never soe reasonable, till such time as wee can pretend a

১৪০. বাংলাদেশে প্রেরিত লণ্ডনের চিঠি, তারিখ March, 6, 1695, para 10 ; Wilson, *Old Fort William*, I, No. 18, p. 16.

Right to the place, which this farming of the Towns Adjacent will soon cause, and procure us the liberty of Collecting such Duties of the Inhabitants as is consistant with our own Methods and Rules of Government and this is the only means wee can think of till wee can procure a Grant for our firm Settlement".[১৪১] ১৬৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ আশা প্রকাশ করলেন যে "we need not fear ever being removed (from Sutanati) by an order from (the Emperor's) Court' যেহেতু "we have continued so long there". সুতরাং সুতানটীতে কোম্পানির প্রতিনিধি চার্লস্ আয়ারকে বলা হ'ল ইংরেজ বসতির আশেপাশে জমির মূল্য বৃদ্ধির আগেই "to hire of the Jemmidar that Countrey 3 or 4 miles circumjacent to your ffactory at the rent of 800 or 1000 Rupees per Annum, or rather than fail double that Summe by which hereafter in peaceable times a great revenue may Accrue to the Company". কোম্পানিও সেই সঙ্গে "utterly forbid all Jemmidarring of any of our Servants or any English whatsoever, It being only the Companyes Prerogative to hire Lands of the Government or Jemmidars of any Countrey, if any English build or improve any Land near our ffactoreys or Habitations, they shall hold the same of the Company at a very moderate ground rent, but suffer none to take or hold or improve any land held of the Government or other inferior Jemidars in that Countrey to which we expect Conformity from our Selves and all other English.[১৪২]

---

১৪১. কোর্ট অব ডাইরেকটরস্‌কে লেখা বাংলার চিঠি, O. C.. 5,949, dated December 14, 1694; Wilson, *Old Fort William*, I, Extract No. 15, pp. 14-15.

১৪২. লণ্ডন থেকে বাংলাদেশকে লেখা কোর্টের সাধারণ চিঠি তারিখ April 16, 1697, para 6, Letter Book No 9; Wilson, *Old Fort William*, I, No. 23, p. 23.

বেহালা/বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারকে কলকাতা ও সংলগ্ন দুই গ্রামের জন্য আরও ১/৪ অংশ বেশী খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু জমিদার "did not let us have any part of that country in the Right Honourable Company's name", কারণ তিনি আশঙ্কা ক'রেছিলেন "that the place will be wholly lost" যেহেতু "we are a powerfull people and that he cannot be possessed of his country againe when he sees the occasion". জমিদার কোন দেশীয় লোকের নামে ইংরেজদের গ্রামগুলি দিতে চাইলেন। কারণ তাহ'লে তিনি "could take it from any of the Natives that rent any part of his Country at his pleasure".

শাহজাদা মুহম্মদ আজিমউদ্দিন (পরে নাম হয় আজিমউশান) হ'লেন ঔরঙ্গজেবের নাতি। (আজিমউশান হ'লেন মুহম্মদ মুয়াজ্জমের পুত্র, যিনি উপাধি নেন শাহ আলম এবং পিতা ঔরঙ্গজেবের পর ১ম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন)। শাহজাদা বাংলা প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত হ'য়ে বর্দ্ধমানের নিকট পৌছান ১৬৯৭ সালের নভেম্বরে। প্রতিনিধি আয়ার এবং তাঁর পরিষদ শাহজাদার কাছে উমেদারি করার মনস্থ ক'রলেন "to make what Interest we can amongst his officers for three towns, viz., Chuttanuttee, Decalcutta and Govinpore, the ground of which will be that extent required by our Right Honourable Masters", কারণ বসবাসের ইচ্ছায় তাঁরা জমিদারের কাছে সব রকমভাবে চেষ্টা ক'রছিলেন। উপরন্তু এই ধরণের জমিদারদের সঙ্গে কাজ করা অসুবিধা ছিল। কেননা "inferior Jimidars in which there's neither Security nor Creditt to what there may be if we have the Country rented from great ones". জমিদার প্রথম থেকেই বায়নার ব্যাপারে "frivolous and Idle objections" ক'রছিলেন, শাহজাদাকে "a quarter part more than the Revenues bringing in at present to the Jimmidar" আগাম দেওয়া স্থির হ'ল, এবং এই আশ্বাস দেওয়া হবে স্থির হ'ল যে কোম্পানি চায় "to improve the same (revenues) to better advantage than hitherto has been done or the Jimmidars are capable of". এই

কারণে সাব্যস্ত হ'ল যে আনুষ্ঠানিক ভাবে শাহজাদাকে দর্শন করা হবে এবং তার রাজকীয় সম্মানের উপযুক্ত প্রথামত একটি ভেট দেওয়া হবে, আয়ার ও পরিষদ আশা প্রকাশ ক'রলেন যে যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে নতুন সুবাদারের কাছে উত্থাপন করা যায় তা'হলে পূর্ববর্ণিত শহরগুলির অধিকার পেতে কষ্ট কম হবে।[১৪৩] খাজা শরহদ (Cojah Surhaud) নামে একজন আর্মেনীয় ব্যবসায়ী, যাঁর শাহজাদার আমলাদের নিকট ও তাঁর শিবিরে যাতায়াত ছিল, তাঁকে এবং 'ওয়াল্‌শ' নামে কোম্পানির একজন কর্মচারীকে সুতানটী, ক'লকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী অধিকার আদায়ের জন্য কথাবার্তা চালাতে নিযুক্ত করা হ'ল।

ওয়ালশ্‌ বর্দ্ধমানের কাছে শাহজাদা আজিম উশ্বানের শিবিরে পৌঁছালেন ২৪শে ফেব্রুয়ারী।[১৪৪] পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুতানটী থেকে আনীত বন্দুক, প্রশস্ত বস্ত্র এবং অন্যান্য সব মূল্যবান জিনিষ শাহজাদাকে উপঢৌকন দেওয়া হ'ল। শাহজাদার শিবিরের মোগল আমলাদের তৈলসিক্ত ক'রতে তাঁর কিছু অর্থের ঘাটতি হ'ল।[১৪৫] ঘুষ যে মোগল ভারতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে তা' তাঁর জানা ছিল। কোম্পানির ব্যবসায়ের কাজে অর্থ ঘাটতি কোন বাধাই নয়। সেইজন্য আয়ার ন্যূনাধিক পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বিতরণের জন্য মঞ্জুর ক'রলেন "to those Persons that can serve us…provided all business can be Accommodated",[১৪৬] ওয়াল্‌শ্‌ এবং খাজা শরহদ শাহজাদার আমলাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলেন যে "3 towns of Decallcutta, Gobinpoor and Chutanutte paying the King as (the) Jimidar did and giving 2000 Rupees to the Prince"[১৪৭]

---

১৪৩. Chuttanuttee Diary, March 7th, 1698; Wilson, *Old Fort William*, I, No. 34, pp. 34-35.

১৪৪. Chuttanuttee Diary, March 7 & 10, 1698, Wilson, *Old Fort William*, I. No. 34, pp. 34-35.

১৪৫. Chuttanuttee Diary, March 24, 1698; Wilson, *Old Fort William*, I. No. 34, p. 36.

১৪৬. Chuttanuttee Diary, March 24, 1698; Wilson *Old Fort William*, No, 34, p. 36.

১৪৭. Chuttanuttee Diary, April, 1, 1698; Wilson, *Old Fort William*, No. 34, p. 36.

শাহজাদা আজিমউশ্বান ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে "most of the articles we had Exhibited relating to the Right Honourable Companys' Priviledges" গ্রহণ ক'রলেন, তাঁর পুত্র (শাহজাদা ফারুকসিয়র অথবা সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম পুত্র শাহজাদা মহম্মদ করিম) এবং তাঁর কিছু কিছু আমলারা কয়েকটি অদ্ভুত জিনিষ যেগুলি "of no great vallue" চেয়েছিলেন, যেমন "Pistolls, white broad cloth, a Watch, Brandy, Canary, Strong Water &c".[১৪৮] জিনিষগুলি সুতানটী থেকে তাড়াতাড়ি শিবিরে নিয়ে আসা হ'ল।

১৬৯৮ সালের ১১ই জুন ওয়ালশকে বলা হ'য়েছিল "to get the Nishan chaup'd···for delays were dangerous and greater Inconveniences may ensue"[১৪৯] যখন নিশানটি শীল করা হ'চ্ছিল তখন খাজা আনওয়ার হুগলীর ফৌজদারের কাজ থেকে প্রাপ্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি নালিশ শাহজাদার সমীপে পেশ ক'রলেন। শাহজাদা নালিশটি একবার দেখে নিয়ে[১৫০] ইংরেজ দূতদের নিশানটি "with the towns inserted" দিতে আদেশ দিলেন। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার শাহজাদার শিবিরের কাজকর্মের কথা কিছুকাল পরে জানতে পারেন। তাঁরা একটুও সময় নষ্ট না ক'রে তাঁ'দের উকিলকে বর্দ্ধমানে পাঠালেন, তিনি নিশান জারি বন্ধ করবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা ক'রলেন।[১৫১] শাহজাদা জমিদারকে এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিলেন, যার অর্ধেকটা ইংরেজদের কাছ থেকে আদায় করা হবে, এবং তাদের অর্ধেক অংশ দেওয়া হবে রাজকীয় তহবিল থেকে। সম্রাটের দেওয়ান ২রা জুলাই নাগাদ নিশানটি খুঁটিয়ে দেখলেন এবং বাকি রইল শুধু শাহজাদার সই, শীলমোহর করা এবং দেওয়া।[১৫২]

---

১৪৮. Chuttanuttee Diary, April 14, 1698, Wilson, *Old Fort William*. No. 34, p. 37.

১৪৯. Chuttanuttee Diary, June, 14, 1698 ; Wilson, *Old Fort William*, No 34, p. 37.

১৫০. Chuttanuttee Diary, June 22, 1698, Wilson, *ibid*, p. 37.

১৫১. Chuttanuttee Diary, July 2, 1698, Wilson, *Old Fort William*, I, No. 34, pp. 37-38.

১৫২. Chuttanuttee Diary, March to July, 1698, Wilson, *Old Fort William*, I, pp. 37-38.

শেষ চেষ্টা হিসাবে ১১ই জুলাই জমিদার (সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার) শহর তিনটি নিজেদের কাছে রাখবার জন্য শাহজাদা আজিমউশ্বানকে ছয় হাজার টাকা দিতে চাইলেন। সুতানটী, ক'লকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী হস্তান্তরের জন্য পরোয়ানাটি সম্রাটের দেওয়ান ইজ্জৎ খান সম্রাটের[১৫৩] রাজত্বকালের ৪২তম বর্ষের ২রা শবর জারি ক'রলেন। সঙ্গে ছিল শাহজাদা আজিমউশ্বানের নিশান এবং তৎসহ "Jemindar's দের Tomasooh".[১৫৪]

ওয়াল্শ্ এবং খাজা শরহদ জুলাই মাসের শেষ দিকে নিশানের তিনটি নকল কাজীকে দিয়ে তসদিক করানোর পর ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সুতানটীতে ফিরে এলেন।[১৫৫] শাহজাদা আজিমউশ্বানের নিজের কৌতূহল "or rather warlike Disposition" মেটাবার জন্য তাঁদের কাছে তিনটি পেতলের কামান এবং একটি সুন্দর ও "Decent Artillery" পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ ক'রছিলেন। প্রতিনিধি আয়ার ১৬৯৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর শাহজাদার "Friendship and Affection he hath in a more speciall manner demonstrated to the English above other Nations" অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এবং "we may have further occasion to make use of his favours in matter wherein the Right Honourable Companys Affairs may receive great prejudice without his Countenance and protection" এর কথা ভেবে তাঁকে "New Flint ware that came

---

১৫৩. Chuttanuttee Diary, March to July, 1698 ; Wilson, *Old Fort William*, I, p. 44

১৫৪. Originals of these documents were delivered to Khwajah Sarhad in 1714 during the Surman Embassy (Wilson, *Early Annals*, II, p. 183 table). Surman's Diary as well as the documents entrusted to him were lost to the Company, but found their way to the British Museum. The *bainama* as well as Issat Khan's Parwana (British Museum Additional MSS 24, 39) are now in the British Museum.

১৫৫. Chuttanuttee Diary, August 1, 1698 ; Wilson, *Old Fort William*, I, pp. 37-38.

by the Anna [being the best and the greatest curiosities that had come out of English these many years]" পাঠালেন[১৫৬]

শাহজাদা আজিমউশ্বান "same rent to the King as the Jimmidars Successively have done" আদায় করে তাঁদের "Decalcutta, Chuttanuttee and Govindpore" এর জমিদারী অধিকার দান ক'রলেন, এবং আদেশ ক'রলেন যে Jimmidars of the Said Town to make over their right and Title to the English upon their paying to the Jimmidar(s) One thousand rupees for the same".সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার ইংরেজ কোম্পানিকে জমিদারী দেওয়ার জন্য "great noise" তুললেন, তাঁরা "their Country" হাতছাড়া ক'রতে চাইছিলেন না, এবং ভয় দেখালেন "to complain to the King of the Injustice of the Prince in giving away their country which they had so long in Possession" তাঁরা তাঁদের "Averseness Notwithstanding the Prince had an officer upon them to bring them to Compliance" এর ব্যাপারে নাছোড়বান্দা ছিলেন। অবশেষে কোম্পানি জমিদারদের দেড় হাজার টাকা দিলেন "for relinquishing their Title of the said townes," এবং জমিদরী অধিকার হস্তান্তরের জন্য "under their Hands in writing (to the effect) that they have made over the same to the Right Honourable Company",[১৫৭] এইটি জমিদাররা মেনে নিলেন এবং একটি বায়নামা তৈরি ক'রে ১৬৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা হ'ল।

বায়নামার বয়ানটি তুলে ধরবার আগে আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে যে কোম্পানি সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি "purchase" করে নি, কেবলমাত্র তা'র জমিদারী অধিকার পেয়েছিল, অর্থাৎ খাজনা আদায় করা, ও পতিত জমি ইত্যাদির ব্যবস্থা করবার ভার গ্রহণ ক'রেছিল। যেহেতু গ্রাম

১৫৬. Chuttanuttee Diary, Sept. 22, 1698 ; Wilson, *Old Fort William*, I, pp. 38-39.

১৫৭. Chuttanuttee Diary, Oct. 31, 1698 ; Wilson, *Old Fort William*, I, pp- 39-40.

তিনটি খাসমহলের অংশ ছিল, সেইজন্য স্থানীয় রাজকর্মচারীরা যা খাজনা স্থির ক'রতেন কোম্পানি সেই বার্ষিক খাজনা মোগল সম্রাটকে দিত। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার যাঁরা এই তিনটি গ্রামের জমিদার ছিলেন, তাঁদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হ'ল। উপরন্তু মোগল সম্রাট যখন খাসমহল পুনরধিকার ক'রলেন তখন এর বৈধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি তাঁরা তুলতে পারলেন না। ঔরঙ্গজেবের নাতি ও সুবাদার হিসাবে শাহজাদা আজিমউশ্বানের জমিদারী অধিকার পাত্রান্তরণ করবার ক্ষমতা ছিল, যেটা একজন সাধারণ নবাবের ছিল না। তিনি অর্থলোলুপ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যথার্থ ক্ষতিপূরণ দিয়ে বর্তমান জমিদারের স্থানে জমিদারীর অধিকার ইংরেজ কোম্পানিকে দিতে তিনি যে সম্মত হ'য়েছিলেন তা' বিধিবহির্ভূত ছিল না, তা'তে আপত্তি ক'রতে পারা গেল না। বায়নামায় পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত ছিল যে এক হাজার তিনশো টাকা দিলেই হস্তান্তর কার্যকরী হবে।

কোম্পানি কখনই এই তিন গ্রামের অন্তর্ভুক্ত জমির মালিকানার জন্য বিশেষ ধরণের প্রামাণিক দলিল দাবী করে নি এবং ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত কোন রকম ত্রুটি বিচ্যুতি না ক'রে হুগলী রাজকোষে নিয়মিতভাবে বার্ষিক খাজনা পৌঁছে দিয়েছে। ১৬৯৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারিতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্‌কে লেখা বাংলার অধ্যক্ষের নিম্নলিখিত চিঠিটি থেকে প্রতীয়মান হয় :

আমরা তিনটি শহরের ভাড়াসহ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য শাহজাদার নিশান লাভ ক'রেছি। শহরগুলি থেকে আদায়ীকৃত খাজনা শহর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সৈন্যদল পোষার পক্ষে যথেষ্ট।[১৫৮]

এখন কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌রা এই লেনদেন সম্পর্কে কি বলেন দেখা যাক্। ১৬৯৯ সালের ২১শে নভেম্বর তাঁরা বাংলাদেশে লিখলেন :

শাহজাদাকে প্রদত্ত তোমাদের উপঢৌকন অত্যন্ত সঙ্গত হ'য়েছে এবং আমাদের তহবিলে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি ক'রেছে। কিন্তু যেহেতু তোমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তাই সুতানটী, গোবিন্দপুর দুইটি শহর তৎসহ কলকাতাকে বাৎসরিক ১২০০ টাকা ভাড়ায় পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ ক'রে তোমরা ভালোই ক'রেছ।[১৫৯]

১৫৮. Wilson *Old Fort William*, I,.No. 41, p. 42.
১৫৯. Issat Khan's Parwana gives rent as Rs. 1,194-14-11. The rent on May 4, 1714 was Rs. 1,281-6-9. The increase was in the case of Govindpur.

এখন আমরা আমাদের কাজে ওখানকার আয় বৃদ্ধি করবার জন্য তোমাদের উৎসাহ ও কর্মনৈপুণ্য দেখতে আশা করি। আমরা ভালোভাবেই জানি যে স্থানীয় অধিবাসীরা যত্ন ও সহৃদয় ব্যবহার ক'রে অনুগ্র স্বভাব ইংরেজ সরকারের অধীনে শহরগুলির উন্নতি সাধন ক'রবেন। এ ছাড়া কোন রকম প্রয়োজনীয় শক্তি বাড়াতে গেলে কৃষ্ণকায়দের অবজ্ঞা বা ক্ষতি করা হবে এ ধরণের ভয় না ক'রে তোমরা কেল্লা তৈরি ক'রতে পারো। কারণ যে ক্ষেত্রে তা'দের করবার কিছুই নেই সেই ক্ষেত্রে তা'রা বৃথা অনুসন্ধিৎসু হবে না।[১৬০]

বায়নামায় তিনটি গ্রামের এলাকার উল্লেখ ছিল না। সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কলকাতায় জমি ছিল ৫০৭৬ বিঘা ১৮¾ কাঠা। ৪৮৮ বিঘা ৯¾ কাঠা জমি নিয়ে ছিল বড়বাজার।[১৬১] গোবিন্দপুরের আয়তন ছিল ১১৭৮ বিঘা ৭ কাঠা, কলকাতার আয়তন ছিল ১৮১৬ বিঘা ১৭ কাঠা, আর বাজার বাদ দিয়ে সুতানটীর মাপ ছিল ১৬৯২ বিঘা ১২ কাঠা, ' ১৭৫২ সালে ক'লকাতার অর্থাৎ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সুতানটী, ক'লকাতা, গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম, বড়বাজার এবং জনুনগর, তা'র আয়তন ছিল ৫,৪৭২½ বিঘা)।[১৬২]

বায়নামার অনুবাদ[১৬৩]

কাজীর শীলমোহর অঙ্কিত এবং জমিদার স্বাক্ষরিত ডিহি কলকাতা ইত্যাদি গ্রাম ক্রয়ের দলিলের নকল। বিবরণ নিম্নলিখিত হ'ল :

"আমরা ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমাদের নাম এবং পূর্বপুরুষের নাম ঘোষণা করিতেছি, যেমন রঘুর পুত্র বাসুদেও, তস্যপুত্র মনোহর দত্ত, এবং জগদীশের পুত্র বিদ্যাধর, তস্যপুত্র রামচাঁদ, এবং কেসুর পুত্র রামদেও, তস্যপুত্র রামভদর, এবং গৌরীর পুত্র কালেশ্বর, তস্যপুত্র প্রাণ, এবং···পুত্র গন্ধর্ব, তস্যপুত্র

১৬০. Wilson, *Old Fort William*, I, Extract No. 44, p 41.

১৬১. Wilson, *Early Annals*, I, p. 284.

১৬২. R. C. Sterndale, *An Historical Account of the Calcutta Collectorate*, 1885; reprint, Calcutta, 1959, p. 8.

১৬৩. A. K Ray, *Short History of Calcutta*, Calcutta, 1902; pp. 29, 34; Wilson, *Old Fort William*, I, pp. 40-41.

মনোহর সিং আইনগতভাবে এবং আইনের সমস্ত নিয়ম মানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে আমরা একত্রে প্রকৃতপক্ষে ও আইনানুগভাবে আমিরাবাদ পরগণার অন্তর্গত গ্রাম ডিহি কলকাতা এবং সুতালুটী, পায়কান পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম এবং কলকাতা ইংরেজ কোম্পানির কাছে ভাড়াসহ, পতিত জমিসহ, ঝোপঝাড়-পুষ্করিণীসহ, মৎস্য ধরিবার অধিকারসহ, জঙ্গলাকীর্ণ জমিসহ, গ্রামবাসীদের বকেয়া খাজনাসহ এবং তা'দের দখলীকৃত সকল জমিসহ, যাহা প্রচলিত সীমানার এলাকাভুক্ত এবং যাহা এতকাল আমাদের অধীনে ছিল যাহা বিক্রয় করা হইল, তাহা এতকাল পর্য্যন্ত বস্তুতপক্ষে এবং আইনগতভাবে কোনো অযৌক্তিক অধিকারভুক্ত ছিল না এবং বৈধ বিক্রয় ও হস্তান্তরের পক্ষে কোনো বাধা ছিল না, বর্তমানকালের প্রচলিত এক হাজার তিন শত টাকার বিনিময়ে অন্তর্গত ও বহির্গত সকল দ্রব্যের অধিকার বিক্রয় করিলাম। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ক্রেতার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আনীত হইল, এবং আমরা উপরোক্ত বিক্রিত দ্রব্য তাঁহাকে দিলাম। সকল প্রকার মিথ্যা দাবী এই অঙ্গীকার হইতে বহিষ্কার করা হইল। যদি কোন ব্যক্তি এই সীমানার অধিকার দাবী করে তাহা হইলে আমরা ইহার জামিনদার রহিলাম, এবং ইহার পরে আমরা বা আমাদের প্রতিনিধিগণ কখনই কোনো উপায়ে এই সীমানার অধিকার দাবী করিতে পারিবে না, কিংবা ইংরেজ কোম্পানির উপর কোনো আইনগত অধিকার দাবী করিবে না। এই কারণে আমরা লিখিতভাবে এই কয়েকটি বাক্য ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসাবে তাহাদের দিলাম। ১১১০ হিজরী বর্ষের জামাদি মাসের ১৫ তারিখে, সম্রাটের গৌরবময় সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজত্বকালের ৪৪তম বর্ষে লিখিত হইল"।

(১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর)

ক'লকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক তাঁর জীবৎকালে সুতানটী, কলকাতা, গোবিন্দপুরের জমিদারী অধিকার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে নিতে পারেন নি। মনে হয়, তিনি এই কাজটি তাঁর জামাতা চার্লস্ আয়ারের উপর ন্যস্ত ক'রে যান, আয়ার সেটি পূর্ণ করেছিলেন। আয়ার ক'লকাতাকে দু'টো জিনিষ দিয়েছিলেন: ফোর্ট উইলিয়ম এবং তাঁর শ্বশুরমশায়ের সমাধিমন্দির। তাঁর তৈরি ফোর্ট উইলিয়ম আর নেই, কিন্তু জোব চার্নকের সমাধিমন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ক'লকাতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এবং তার অধীন তিনটি গ্রামের জমিদারী অধিকারের ব্যাপারে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি, কিন্তু আমাদের এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ও পিতা জোব চার্নকের কর্মজীবন ও অবদান সম্বন্ধে কিছুই বলিনি, পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য সেগুলি সংগ্রহ করে রেখেছি। এরদ্বারা আর্মেনিয়ানদের দাবীগুলি খণ্ডন করবার সুযোগও মিলবে। তা' ছাড়া জোব চার্নকের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও এখানে লেখা ঠিক হবে না। ঐতিহাসিকগণ চার্নককে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেন নি। কলকাতার পিতার বিষয়ে প্রকৃত সত্যের চাইতে আমরা গল্প কথাই বেশী জেনেছি। জোব চার্নকের একটি পূর্ণ জীবনী অত্যন্ত আকাঙ্খিত বস্তু। কিন্তু উপযুক্ত নথিপত্রের অভাব ব্রিটিশ ভারতের প্রারম্ভে এই প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের প্রতি সঠিক বিচার ক'রতে বাধা দেয়। সব চাইতে ভালো হয় যদি আমরা ইতিহাস ও গল্পকথার মধ্যে একটি প্রাচীর তুলতে পারি। এরজন্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জোব চার্নক সম্বন্ধে প্রাপ্ত সবরকম খুঁটিনাটি খবর একত্রে সাজাবার সুযোগ পাব।
